PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

16th December, 1964.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Wednesday, the 16th Decembr, 1964.

PRESENT.

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker, in the Chair, three Deputy Ministers, Deputy Speaker and twenty-four Members.

QUESTIONS.

MR. SPEAKER—I would call on Shri Dinesh Deb Barma.

SHRI DINESH DEB BARMA—Question No. 186.

MR. SPEAKER—Who is to answer Question No. 186.

B. DAS—Sri Bhowmik.

SHRI M. L. BHOWMIK- Question No. 186 ?

MR. SPEAKER—Yes.

SHRI M. L. BHOWMIK—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 186 by Shri Dinesh Ch. Deb Barma.

QUESTION	ANSWER
1) Whether any wakf-property has been acquired by the Government.	1) Yes.
2) If so, whether any alternative arrangement has been made by the Government for payment of compensation money ?	2) Yes.

SHRI ATIQUL ISLAM—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে কোন কোন ওয়াকফ property acquire করা হয়েছে কোন্ কোন্ Sub-division-এ ?

SHRI M. L. BHOWMIK—Only one plot of land measuring about 0·485 acres mouja at Motorshi under Dharmanagar Sub-Division acquired by the Govt.

SHRI ATIQUL ISLAM—-কতখানি ?

M. L. BHOWMIK—Where ?

SHRI ATIQUL ISLAM—ধর্ম্মনগরের ফিরোজ মক্তব মাদ্রাসার ৩২ কাণি জায়গা কি acquire করা হয়নি এবং তাদের আজ পর্য্যন্ত ১৯ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কি না ?

SHRI M. L. BHOWMIK—Only one plot no other property.

SHRI ATIQUL ISLAM—এখন আইনে আছে যে ক্ষতিপূরণ তাদের পেমেণ্ট করা হলে পরে দেখতে হবে সেই টাকাটা walf property-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে কিনা ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সেই টাকাটা wakf property এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে কি না ?

SHRI BHOWMIK—Yes. আপনি wakf property র কথা বলেছেন। Only one plot of land at motorshi. This quantity of property is 0·485.

SHRI ATIQUL ISLAM—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি যে wakf property যখন নাকি acquire করা হয় তখন যে state wakf board থাকে তার সেক্রেটারীকে বা চেয়ারম্যানকে জানাতে হয় যে আমরা অমুক জায়গা acquire করছি সেইভাবে সেই wakf board কে জানানো হয়েছে কি না ?

SHRI BHOWMIK—Yes, that has been done according to law.

SHRI K. M. NATH CHOUDHURY—মাননীয় স্পীকার স্যার আমি point of clarification জিজ্ঞাসা করছি। যে নামটা বলা হয়েছে যার নামে টাকাটা দেওয়া হয়েছে নামটা আমার কাছে clear হয়নি।

SHRI BHOWMIK—Yes, Madrassa র নাম Motobali.

SHRI WAZID ALI—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন মতবালি মাদ্রাসার নাম কি ?

SHRI BHOWMIK—মাননীয় সদস্যের প্রশ্নটা আমি বুঝতে পারলাম না। But it is not name ? But it is a designation. But I was on the impression that it was a name.

SHRI ATIQUL ISLAM—It is a post.

SHRI BHOWMIK—I am sorry, I am not aware of this name. নামটা আমি জানিনা. আমি দুঃখীত।

SHRI K. M. NATH CHOUDHURY—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন কি যে ধর্মনগরে acquired কি পরিমাণ জমির ক্ষতিপূরণ আজ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়নি ?

SHRI BHOWMIK—This is not a relevant question.

MR. SPEAKER—Yes, I would now call on Shri N. Chakraborty.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় Speaker Sir, Starred Question 117 and 149 ? মাননীয় স্পীকার স্যার দুটো একই রকমের।

MR. SPEAKER—117 and 149 ?

SHRI ATIQUL ISLAM— মাননীয় Speaker Sir আমি অনুরোধ করব যে আমার একটা Similar Question আছে যদি এটা নিয়ে নেওয়া হয়।

MR. SPEAKER—169 ?

SHRI ATIQUL ISLAM—169

SHRI M. L. BHOWMIK—All these questions to-gether ?

SHRI ATIQUL ISLAM—Yes, similar subjects.

MR. SPEAKER—Will the Hon' minister agree ?

SHRI M.L. BHOWMIK—Yes I agree but should I read seperately ?

SHRI ATIQUL ISLAM—I am sorry, my Question Number is 172.

SHRI M.L. BHOWMIK—মাননীয় Speaker, Sir can I seek the help of my P.A to find out the file ?

MR. SPEAKER—Yes, you may go with the other questions.

SHRI M.L. BHOWMIK—I am now going on with starred question No. 117

QUESTION	ANSWER
1) Whether the Govt. received any loans and advances from the Central Government for relief and rehabilitation of the Goldsmiths.	1) Yes as loan.
2) If so, the total amount received.	2) Rs. 50,000/-
3) The names and addresses of the Goldsmiths who received such loans and advances.	3) No loan has yet been given.

QUESTION	ANSWER
1) The number of Goldsmiths who received financial assistance.	1) 2(two)
2) Their name and addresses.	2) i) Shri Promode Ranjan Dhar, S/o. late Adinath Dhar, Akhaura Road, Agartala, ii) Shri Gopal Ch. Deb, S/o. late Joy Ch. Deb, Dhaleswar, Agartala.

3) The total amount of money spent for the distressed goldsmiths.

3) Rs. 16,000/- as loan under State Aid to Industries Rules for wire nails manufacturing industries and under rehabilitation scheme for plastic goods manufacturing industries.

4) And the manner in which the amount was spent ?

4) Shri Promode Ranjan Dhar, S/o. late Adhinath Dhar, Akhaura Road, Agartala was given a loan of Rs. 10,000/- out of which he has spent Rs, 9,972,38 as detailed below :—

a) Purchase of machinery ... Rs.6550/-
b) Freight Charges — Rs.939.38
c) Wire (1076 Kg) ... Rs. 11,65.00
d) Motor (old) ... Rs. 375,00
e) Printing & stationery ... Rs. 40.00
f) Foundation materials etc. Rs. 335.00
g) Electric charge ··· Rs. 118.00
h) Electiton connection etc. Rs. 150.00
i) Repairing & fittings — Rs. 300.00

Rs. 9,972,38

Shri Gopal Chandra Deb, S/o. late Joy Ch. Deb, Dhaleswar, Agartala was given a loan of Rs. 6,000/- out of which he has spent Rs 3672,39 as detailed below :—

a) Construction of shed — Rs. 400,00
b) Purchase of equipment — Rs. 450.00
c) Pay of staff, raw materials etc. — Rs. 2822,79

Rs. 3,672,79

MR. SPEAKER—Hon'ble Minister may ask the motion of the Secretary.

SHRI M. L. BHOWMIK—Now let us consider the first two questions.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে দুইজন স্বর্ণশিল্পী নাম করা হয়েছে তারা registered স্বর্ণশিল্পী কিনা ?

SHRI M.L. BHOWMIK—I want clarification from the Hon' member whether they have got certificate as Goldsmith or not ?

SHRI N. CHAKRABORTY—Yes.

SHRI M.L. BHOWMIK—No, they are not registered.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি যে তারা goldsmith না হওয়া সত্বেও goldsmith এর নাম করে এই টাকা নিয়েছেন ?

SHRI M.L. BHOWMIK—These are Rehab. assistance. These are given to goldsmith as ordinary case.

SHRI N. CHAKRABORTY—They are not goldsmiths.

SHRI ATIQUL ISLAM—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমাকে একথা বলতে পারেন কি যে goldsmith দের এই loan দেওয়া হয়েছে, এই loan পাওয়ার আগে তাদের সোনার কি ব্যবসা ছিল আগরতলাতে—না ছিলনা ?

SHRI M.L. BHOWMIK—They were dealing in gold business.

SHRI ATIQUL ISLAM—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে স্বর্ণ শিল্পী সমিতি থেকে যাদের নাম দেওয়া হয়েছিল তাদের কেউ পেয়েছেন কি এই financial assistance ?

SHRI M.L. BHOWMIK—হ্যাঁ, অনেক দরখাস্ত করেছেন, সকলে পাননি।

SHRI ATIQUL ISLAM…কেউ পেয়েছেন কিনা, একজনও পেয়েছেন কি না ?

SHRI M.L. BHOWMIK—Their cases under examination.

SHRI N. CHAKRABORTY…মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ৩১।৩।৬৪ তারিখে Central Government State Government কে যে direction দিয়েছিলেন rehabilitation সম্পর্কে Comp-

rehensive scheme পাঠাতে সেটা পাঠানো হয়েছে কিনা ?

SHRI M. L. BHOWMIK···Yes, schemes have been sent to the Govt. of India.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই স্কীম সম্পর্কে Central Government এর financial Deputy minister নাম হচ্ছে shri B. R. Bhagat তিনি expedite করার জন্য তাগিদ দিয়েছিলেন পরে ?

SHRI M. L BHOWMIK—দিয়ে থাকতে পারেন কিন্তু এখানো approval পাওয়া যায়নি।

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি যে ৩১।৩।৬৪ইং তারিখের পরে অনেক মাস হয়ে গেছে এবং এরপর এক পয়সাও কেন দেওয়া হয়নি এবং এর কোন কৈফিয়তও দেওয়া হয়নি entral Govt. কে ?

SHRI M. L. BHOWMIK—That has not yet come. (৩১।৩'৬৪ এখনও আসেনি) মাননীয় Speaker Sir, আমি question টা ভাল করে বুঝতে পারিনি।

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা স্বীকার করবেন কি যে তারা কেন দেরী করেছেন তার কৈফিয়ৎ কিছু দিতে পারেন নি Central Govt এর কাছে ?

SHRI M. L BHOWMIK—We shall look into this matter.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে Central Govt. থেকে goldsmith দের employment in service এ যে priority দেওয়ার কথা হয়েছে সেটা ত্রিপুরার দেওয়া হয় কিনা ?

SHRI M. L. BHOWMIK—হ্যাঁ, হয়েছে।

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দৃষ্টান্ত দিতে পারবেন কি যে কয়জন goldsmith কে priority দেওয়া হয়েছে employment এর ক্ষেত্রে ?

SHRI M. L BHOWMIK—Yes, two goldsmiths have been given employment through employment exchange.

SHRI N. CHAKRABORTY—তা'দের নাম মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

SHRI M. L BHOWMIK—I shall give you the names afterwards.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে জমি allotment করার সম্পর্কে goldsmith দের কোন priority দেওয়া হয়েছে কিনা বা কোন directive দেওয়া হয়েছে কিনা ?

SHRI M. L. BHOWMIK—হঁ্যা, জমি allotment সম্পর্কে priority দেওয়া হয়েছে ।

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে Govt. এর licence দেওয়া সম্পর্কে goldsmith দের কোন directive দেওয়া হয়েছে কিনা ?

SHRI M.L. BHOWMIK—Lisence about which things ?

SHRI N. CHAKRABORTY—Goldsmiths দের Govt. licence দেওয়া সম্পর্কে goldsmith দের কোন directive দেওয়া হয়েছে কিনা ?

SHRI M.L. BHOWMIK—We shall inform this House later on.

SHRI ATIQUL ISLAM—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে আগরতলার শ্যামসুন্দর জুয়েলারী হাউস এবং রায় জুয়েলারী হাউস এই দুটো জুয়েলারী হাউসই শারদীয়া "ত্রিপুরা" সংখ্যায় এমন কোন বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছেন কিনা যে আমরা পুরাতন গহনা ভেঙ্গে ঐ একই মানের মানের নূতন গহনা দিই এমন কোন বিজ্ঞাপন ছাপিয়াছেন কিনা এবং ইহা gold control আইনের বিরোধী কিনা ?

SHRI M L. BHOWMIK—That is probably within the perview of the Law

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জেনে শুনে ঘোষণা করলেন যে বাইশ ক্যারেটের সোনার যে প্রচলন সেটা gold control order থাকা সত্বেও within the purview of the law ?

SHRI M. L. BHOWMIK—I think it a 18 ক্যারেট ।

SHRI ATIQUL ISLAM—না বাইশ ক্যারেটের ।

SHRI ATIQUL ISLAM—পুরাতন গহনা ভেঙ্গে ঐ একই মানের নূতন গহনা তৈরী করতে পারে এতে কি বুঝায় ?

SHRI M L. BHOWMIK—Then he has violated the gold control order.

SHRI ATIQUL ISLAM সেইরকম কোন memorandum আপনাদের সরকার পেয়েছেন কি । এই সম্পর্কে ?

SHRI M. L. BHOWMIK—That is not within the knowledge of the Govt.

SHRI ATIQUL ISLAM—ত্রিপুরা স্বর্ণশিল্পীদের কাছ থেকে এই সম্পর্কে কি একটা দরখাস্ত পাঠান হয়নি ?

SHRI M. L. BHOWMIK—All right give us copies then we shall see it.

SHRI ATIQUL ISLAM—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমি ঠিক বলতে পারলাম না যে এইখানে তারা যে চিঠিটা address করেছেন to the finance minister, Govt. of India যার copy দেওয়া হয়েছিল to the Chief Minister, Govt of Tripura কে সেখানে এই কথা আমি ঠিক date টা দিতে পারলাম না—আমার কাছে কপিটা আছে। সেখানে বলা হয়েছে "In the last Puja special of Tripura … " মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই কপিটা আপনাদের কাছে আছে, আমি কপিটা দিতে পারলাম না। আমি আশা করব এগুলি আপনি দেখবেন এবং তার step আপনারা নেবেন।

SHRI M. L. BHOWMIK—~~Yes~~, into the last Puja Special number of 'Tripura', a local weekly edited by Biresh Chakraborty from the Motorstand Road, Agartala the Shyam Sundar Jewellery House of 4͏5, Central Road Agartala and Roy Jewellery of Motorstand Road, Agartala openly advertised ornaments containing gold of 22 carrets quality and a look into page 87 and page 107 of 'Tripura Puja Special' of 1964 will conveniently prove that these dealers in gold ornaments though themselves are artisans get ornaments of 22 carrets quality prepared by Pakistani goldsmiths. I would request the Hon'ble member to give us copies of these.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে শিক্ষা দপ্তর থেকে এই goldsmith দের ছেলেমেয়েদের সাহায্য করার ব্যাপারে একটা proforma circulate করা হয়েছে fillup করে দেওয়ার জন্য এবং সেটা 20-8-64 তারিখের মধ্যে কেউ কেউ submit করেননি বলে সেগুলি এখন গ্রহণ করা হচ্ছে না ?

SHRI M. L. BHOWMIK—We shall inform the House later on about this matter.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি খবর রাখেন যে অভয়নগরের স্বর্ণশিল্পী শ্রীশচীন্দ্র দেব দীর্ঘদিন অনাহারে থাকার পরে ১৫।৯'৬৪ তারিখে মারা গেছেন ?

SHRI M. L. BHOWMIK—We are not aware of this incident.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে তার উপর নির্ভরশীলা ভদ্র মহিলা মাননীয় মন্ত্রীর বাড়ীতে বাসার কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন দারিদ্র্যের জন্য ?

SHRI M. L BHOWMIK—The Govt. is not aware of such fact.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ধরণের যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে সেগুলি সম্পর্কে কোন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন কি ?

SHRI M. L. BHOWMIK—I cannot give you any assurance. But we shall consider.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে স্বর্ণশিল্পীরা দীর্ঘ ১॥ বৎসর পর্যান্ত আজকে এই সাহায্যের দাবী করে আসছেন তারা কি কারণে একজনও এক পয়সাও সাহায্য পেলেন না ?

SHRI M. L BHOWMIK—Those cases are still under consideration of the Govt.

SHRI ATIQUL ISLAM—এটা কতদিন লাগবে জানতে পারি কি ?

SHRI M. L. BHOWIK—We shall try to consider these cases as early as possible.

SHRI ATIQUL ISLAM—এক বছর কাটলো—আরো এক বছর কাটবে নাকি ?

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে দিতে পারেন কি যে ছাত্ররা সাহায্যের জন্য দাবী করেছেন তারমধ্যে যারা dependent on the goldsmith তারাও সাহায্য পাবেন কিনা ?

SHRI M.L. BHOWMIK—No children of the goldsmiths are eligible for this assistance.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রেই যারা dependent তাদেরও সাহায্য দেওয়া হয়—যেমন ex-political sufferer তাদের dependent দেরও দেওয়া হয়।

SHRI M.L. BHOWMIK—No, Children of the ex-political sufferers are eligible for financial assistance. But the children of goldsmiths are not eligible for these financial assistance.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আর একটি প্রশ্ন আমি রাখছি সেটা হচ্ছে goldsmith ছাড়া অন্য লোককে সে টাকাটা দেওয়া হল সে সম্পর্কে তদন্ত করে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন কি?

SHRI M. L. BHOWMIK—Yes, we shall enquire about this matter.

SHRI M L. BHOWMIK—(Dy. Minister)—Shall I answer the question No. 149 Hon'ble Speaker, Sir,.

MR. SPEAKER—Yes.

SHRI M.L. BHOWMIK—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No 149 First question—The total number of petition received from the Goldsmiths of Tripura for financial assistance for the education of their children.

Secondly the total number of Goldsmiths who received such financial assistance? Nil.

MR. SPEAKER—You may reply the question No. 172 at the same time.

SHRI M.L. BHOWMIK—Yes, I have given reply.

MR. SPEAKER—Alright, then I would call on Shri Birchandra Deb Barma.

SHRI BIRCHANDRA DEB BARMA—Hon'ble Speaker Sir, Question No. 144.

SHRI M L. BHOWMIK—Starred Question No 144.

QUESTION	ANSWER
1) Whether before determination of revenue rates for different classes of lands, proper definitions of different classes of lands were given to the public by publishing such definitions in Tripura Gazette, local news papers and by circulating the same in the villages by handbills and posters	No.

2) If not, the reasons therefor.	2) Three is no such provision in the Tripura land Revenue & Land Reforms Act,'60
3) Whether before determination of revenue rates profits of agricultural lands were taken into consideration.	3) Yes.
4) If so, how profits of agriculture where determined ?	4) Profits of agriculture are calculated as provided in rule 36 of the Tripura Land Revenue & land Reforms Rules, 1961.

SHRI BIRCHANDRA DEB BARMA – মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি cost of production per maund of rice in Tripura কত ?

SHRI M.L. BHOWMIK—I shall give the information to this House later on.

SHRI BIRCHANDRA DEB BARMA—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে লোকসভায় সেন্ট্রাল ফুড মিনিষ্টার, যে ষ্টেইটমেণ্ট দিয়েছেন সেই অনুসারে কষ্ট অফ প্রডাকশন ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইজ রুপিজ ২৪.৩০ নয়া পয়সা।

SHRI M. L. BHOWMIK—মাইট বি।

SHRI BIRCHANDRA DEB BARMA—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে wrong calculation of the profits of agriculture make wrong and unjustified assessment of revenue in Tripura.

SHRI M. L. BHOWMIK—Yes.

SHRI BIRCHANDRA DEB BARMA—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে এসেসমেণ্ট রুলস আণ্ডার সেকশন ৩৩ অফ দি লেণ্ড রিভিনিউ এণ্ড লেণ্ড রিফরমস্ এক্ট এটা এখানে ফ্রেইম হয়েছে কিনা, মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি ?

SHRI M. L. BHOWMIK—What is the Rule ?

SHRI BIRCHANDRA DEB BARMA—Rule 35 of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act.

SHRI M. L. BHOWMIK—That is not within my knowledge.

SHRI BIRCHANDRA DEB BARMA—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি ?

SHRI M. L. BHOWMIK—Yes, I shall inform the House latter on.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই খবর রাখেন কি যে পশ্চিম বঙ্গে এক একর এগ্রিকালচার ল্যাণ্ডের যে রেভিনিউ সেইটা সাড়ে চার টাকা ?

SHRI M.L. BHOWMIK—May be.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি ত্রিপুরায় সেই এগ্রিকালচার ল্যাণ্ডের এক একরের যে রেভিনিউ সেটা নয় টাকা দশ টাকা পর্য্যন্ত আছে।

SHRI M. L BHOWMIK - Yes, rate varies from place to place according to classification.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই কথা বলতে চান যে পশ্চিম বঙ্গ থেকে আমাদের এখানে, ত্রিপুরায় profit of agriculture double.

SHRI M.L. BHOWMIK—In some cases may be double

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে প্রফিট্‌স্ অফ এগ্রিকালচার কেলকুলেইট করার সময়ে আমি বলেছি যে ক্রপ কাটিং সিষ্টেম অন্যান্য রাজ্যে গ্রহণ করা হয়েছে সেইটা এখানে এই রাজ্যে গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ?

SHRI M.L. BHOWMIK—Yes, these things were taken into consideration.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে সেটেলমেণ্টের যে অফিসাররা এটা গ্রহণ করেছিলেন তারা ট্রেইণ্ড কিনা ?

SHRI M L. BHOWMIK—They may not be all trained but some of them are trained.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি একমাত্র ষ্ট্যাটিষ্টিকেল ডিপার্টমেণ্ট এ এইটা ট্রেনিং দেওয়া হয় আর অন্য কোন জায়গায় কোন ডিপার্টমেণ্টে ট্রেনিং দেওয়া হয় না এবং আমাদের সেটেলমেণ্টে একজনও ট্রেইণ্ড ম্যান নাই।

SHRI M L. BHOWMIK—We shall inform the House about this later on.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে এই ধরনের আনাড়ি কাজের ফলে এখানে যে প্রফিট্স্ অফ এগ্রিক্যালচার ক্যালকুলেইট করা হয়েছে সেইটা absolutely wrong.

SHRI M. L BHOWMIK—No, we do not admit it.

SHRI N CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে তার ফলে লক্ষ লক্ষ লোককে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে এই নিউ ডেভেলপ্ট রেভিনিউ রেইট প্রবর্ত্তন করার ফলে।

SHRI M L. BHOWMIK—People were given sufficient time for filing their objections. These objections were heard and then the dates were fixed up.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি কত হাজার হাজার পিটিশন অবজেকশন হিসাবে পড়েছে, তার হিসাব দিতে পারেন কি ? মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি নিউ রেভিনিউ রেইটস এর জন্য অবজেকশন হিসাবে কত পিটিশন পড়েছে তার হিসাব দিতে পারেন ?

SHRI M. L. BHOWMIK—Yes, there were objection petitions.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কত হাজার তার হিসাব দিতে পারেন কি ?

SHRI M. L BHOWMIK—I cannot tell you the exact number of these objection cases.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি সেই হাজার হাজার পিটিশনের হিয়ারিং পর্য্যন্ত হয় নাই ?

SHRI M. L. BHOWMIK—Yes, all cases are not always heard.

MR. SPEAKER—Then I would now call on Shri Promode Ranjan Das Gupta.

SHRI PROMODE RANJAN DAS GUPTA—Hon'ble Speaker, Sir Question No. 163.

SHRI M.L. BHOWMIK (Dy. Minister)—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 165.

QUESTION	ANSWER
1) Whether revenue rates determined	Tea is grown on tilla land

for tea garden lands are much lower than the revenue rates determined for paddy lands (nal; lunga etc.) of the places just adjacent to tea gardens.	Tea garden land has been assessed at the highest rate of tila land in the unit.
2) If so, whether it was due to lower profits or for any other reasons	—Do—
3) Whether revenue rates determined and confirmed under section 34 of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960 for. different areas are higher than the old rates. 4) If so, how the lowest and the highest rates compared with the lowest and the highest old rates for similar classes of land ?	In absence of any classification wise assessment of old revenue rates, it is not possible to make a comparative study of the revenue rates determined under the section 32 of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act for different classes of land in different units.

SHRI PRAMODE RANJAN DAS GUPTA—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ত্রিপুরায় চা বাগানের ল্যাণ্ডের রেভিনিউ কত? হাইয়েষ্ট এণ্ড লোয়েষ্ট।

SHRI M. L. BHOWMIK—পার বিঘা এবং পার একর? Do you mean the highest rate.

SHRI PRAMODE RANJAN DAS GUPTA—পার বিঘা এণ্ড পার একর বোথ হাইয়েষ্ট এণ্ড লোয়েষ্ট।

SHRI M. L. BHOWMIK—I shall inform the House obout this matter later on.

SHRI PRAMODE RANJAN DAS GUPTA—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এডজেসেণ্ট পেডি ল্যাণ্ড, টিলা ল্যাণ্ড রেভিনিউ কত? পার একর।

SHRI M. L. BHOWMIK – Paddy land, This also varies from place to place.

SHRI PRAMODE RANJAN DAS GUPTA—হাইয়েষ্ট এণ্ড লোয়েষ্ট।

SHRI M. L. BHOWMIK—I shall inform the House later on.

SHRI N. CHAKRABORTY—We cannot co-operate if the Ministers do not come prepared for supplementaries most relevant supplementaries, then it is useless to put supplementaries. Then we shall have to abstain from co-operation.

MR. SPEAKER— I would tell the Hon'ble Members that there is no hard and fast rule that the Minister should come prepared, but if they do not come prepared with all the particulars that is necessary to answer the question put by the Hon'ble Members, the Chair has got nothing to do.

SHRI N. CHAKRABORTY—Then what shall we do

SHRI M.L. BHOWMIK—It is upto you whether you will co-operate or not.

MR. SPEAKER—I want co-operation of all. That may be the opinion of the Minister but not my opinion. I would also like to put this before the Hon'ble Members that our institution is an infant institution.

SHRI N CHAKRABORTY—He openly said that he can do without the Assembly.

SHRI M. L BHOWMIK—No, I have not said like that. That was not my statement

SHRI ERSHAD ALI—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যখন কোন সদস্য অনারেবল স্পীকারের সঙ্গে কথা বলেন তখন যেন বসে কথা না বলেন, দাঁড়িয়ে কথা বলেন।

MR. SPEAKER—Yes

SHRI M. L. BHOWMIK—We always seek your co-operation.

SHRI PRAMODE RANJAN DAS GUPTA—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে ত্রিপুরার চা বাগানে পার একর এভারেইজ ইল্ডিং কত, পার একারেইজ।

SHRI M. L. BHOWMIK—Yielding per acre ? I shall inform the House later on.

SHRI PRAMODE RANJAN DAS GUPTA— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এডজেন্টস পেডি ল্যাণ্ডে, টিলা ল্যাণ্ডে রেভিনিউ কত ? পার একর।

SHRI M. L. BHOWMIK—Tea, that also I shall inform you later on.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করবেন কি যে চা বাগানের মালিকদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে রেভিনিউ রেইট তারা কম করেছেন কত?

SHRI M. L BHOWMIK—That is not a fact.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করবেন কি যে প্রফিটস্ অব এগ্রিকালচার যদি ধরা হত এবং সেই অনুযায়ী করা হত তা হলে অনেক বেশী হাইয়ার রেভিনিউ রেইট হত।

SHRI M. L. BHOWMIK—Yes, we shall enquire into this matter.

SHRI PRAMODE RANJAN DAS GUPTA—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি কত বছর আগে এই ত্রিপুরায় লাষ্ট রেভিনিউ রেইট করা হয়েছিল, বর্ত্তমানে রেভিনিউ রেইট যেটা উঠে যাচ্ছে সেইটা কত বছর পূর্ব্বে রেভিনিউ ডিটারমিনেশন করা হয়েছিল।

SHRI M.L. BHOWMIK—Long ago during the Maharaja's regime.

SHRI PRAMODE RANJAN DAS GUPTA—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জিজ্ঞাসা করার অর্থ হচ্ছে ৩০ বৎসর পরে রেভিনিউ ডিটারমিনেশন হয় না তার পূর্বে বিশেষ প্রয়োজনবোধে রেভিনিউ ডিটারমিনেশন হয়।

SHRI M. L BHOWMIK—Long ago.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি যে সেকশন ৪০ অনুসারে যে রেভিনিউ রেইটস্ আগে ছিল সেইটা প্রচলিত থাকবে হোয়াটেভার মে বি দি সারকামষ্টেন্স। আগের ওল্ড রেইট যেটা সেক্সান ৪০ অনুযায়ী যে রেইট অফ্ রেভিনিউ সেইটা প্রচলিত থাকবে?

SHRI M.L. BHOWMIK—Yes.

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেকশন ৪০ রুলস্ মেনে নিলে এবং রুলস্ গ্রহণ করলে এই আইনের বলে খাজনা বাড়ে না এবং বাড়ানো বে-আইনী?

SHRI M. L. BHOWMIK—ইফ দেট ইজ সো, ইট মে বি।

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি এই

যে নিউ টেবল অফ রেভিনিউ রেইট চালু করা হয়েছে সেইটা বে-আইনীভাবে চালু করা হয়েছে ?

SHRI M. L BHOWMIK—নো, আই ডু নট এডমিট।

SHRI N. CHAKRABORTI—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি স্বীকার করবেন যে টাকায় দুই আনার বেশী সকল ক্ষেত্রেই বাড়ানো হয়েছে।

SHRI M L. BHOWMIK—নো, নট ইন অল কেসেস্।

SHRI N. CHAKRABORTI—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি স্বীকার করবেন যে যেখানে যেখানে টাকায় দুই আনার বেশী বাড়ানো হয়েছে তা বে-আইনীভাবে বাড়ানো হয়েছে ?

SHRI M. L. BHOWMIK উই স্যাল্ লুক ইনটু দিস্ মেটার।

SHRI SUNIL DUTTA—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি কমলপুর মহকুমায় সেটেলমেণ্ট অপারেশন এ চা বাগানের যে রেভিনিউ রেইট নির্দ্ধারণ করা হয়েছে তা হতে সংলগ্ন প্যাডি ল্যাণ্ডের রেভিনিউ রেইট ডাবল।

SRI M. L. BHOWMIK—উই সাল্ এন্কোয়ার ইনটু দি মেটার।

SHRI PRAMODE RANJAN DAS GUPTA—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি পার একর প্যাডি প্রডাকশন কত ?

SHRI M.L. BHOWMIK—২০ টু ২৪ মণ্ড।

SHRI PRAMODE RANJAN DAS GUPTA— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি রাজা নরেন্দ্র সিংজী কমিটির রিপোর্টে পার একর প্যাডী পাঁচ মন ধার্য করা হয়েছিল ? হাঁ ত্রিপুরা এডমিনিষ্ট্রেশনের রিপোর্ট।

SHRI M. L. BHOWMIK—হোয়ার ?

SHRI N. CHAKRABORTI—বিফোর নন্ এসেসমেণ্ট কমিটি প্রিসাইডেড বাই রাজা নরেন্দ্র সিংজী। আমাদের কাছে কপি আছে নিতে পারেন।

SHRI M. L. BHOWMIK—আচ্ছা আমাদের কপি দেবেন মেটার।

SHRI PROMODE RANJAN DAS GUPTA—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি ত্রিপুরায় পার একর প্যাডি প্রডাকশন কষ্ট, কষ্ট অফ প্রডাকশন কত ফর প্যাডি ?

SHRI M. L. BHOWMIK—আমি সেটা বলেছি।

SHRI N. CHAKRABORTI—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এক একর এগ্রিকাচারেল ল্যাণ্ডের খাজনা কত ধার্য করা হয়েছে বলতে পারবেন. হাইয়েষ্ট কত ?

SHRI M. L. BHOWMIK—I shall inform you later on.

MR. SPEAKER—Next I would call ou Shri Sunil Kr Choudhury.

SHRI S. K. CHOUDHURY—Question No. 193.

SHRI M. L. BHOWMIK—Hon'bie Speaker, Sir, Starred Question No. 193.

QUESTION	REPLY
1. Places in the Divisions of Khowai, Sadar & Kamalpur where pumping machines have been set up for lifting water under Minor Irrigation Schemes.	The lifting of water under Minor Irrigation Scheme by pumping machines is done at the following places :— 1. Khowai Sub-Division a) Bachaibari (b) Near Chebri. 2. Sadar Sub-Division a) Champaknagar 3. Kamalpur Sub-Division a) Kamalpur (b) Kulaicherra.
2. The total acreage of land irrigated by each of these machines.	About 50 acres of land is expected to be irrigated from each of the schemes.
Cost involved in setting up and running of each of these machines	1. Khowai Sub-Division

Location	Cost of schemes.	Running & maintenance cost/year including depreciation,
a) Bachaibari	Rs. 12,300/-	Rs. 6,000/-(approx)
b) Chebri	Rs. 11,650/-	Rs. 6,000/-

2. Sadar Sub-division

a) Champak-
nagar Rs. 14,550/- Rs. 6,000/-

3. Kamalpur Sub-division

a) Kamalpur Rs. 13,650/- Rs. 6 000/- "
b) Kulaicherra Rs. 12,700/- Rs. 6,000/- "

SHRI N. CHAKRABORTI—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে হরিণমারা কমলপুরের ধলাইছড়ায় যে একটি বাচাইবাড়ী, রাইমাছড়া রাজনগরের সমরুছড়ার উপরে যে পাম্পিং মেসিন আছে গত তিন বৎসরে এক একর জমিও ইরিগেইট করে নাই এটা সত্য কিনা ?

SHRI M.L. BHOWMIK—পিপল ডু নট ইউজ ইট।

SHRI N. CHAKRABORTI—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই খবর রাখেন কি যে এইগুলি সবই অচল হয়ে পড়ে আছে ?

SHRI M. L. BHOWMIK—নো, অল দিইজ আর ফাংসানিং।

SHRI N. CHAKRABORTI—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে এই রাজনগর সমরুছড়ার মেসিনটি দুই বৎসরের মধ্যে একদিনও চলে নাই, সম্পূর্ণ অচল।

SHRI M.L. BHOWMIK—নো।

SHRI N. CHAKRABORTI—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই কথা জানেন কি যে দুইজন এমপ্লয়ী এইসমস্ত জায়গায় রয়েছে তাদের কারও এক ঘণ্টার জন্যও কাজ নাই ?

SHRI M.L. BHOWMIK—যখন কাজের সময় থাকে তখন কাজ থাকবে।

SHRI N. CHAKRABORTI—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে তদন্ত করে দেখবেন কি যাতে কয়েক কাণি টিলা জমি বা লুঙ্গা জমিও যাতে ইরিগেইট করা হয়—তার ব্যবস্থা করবেন কি ?

SHRI M. L. BHOWMIK—ইয়েস, উই স্যাল ইন্‌কোয়ার।

SHRI N. CHAKRABORTI—স্থানীয় ছেলেরা যদি ট্রেনিং পায় তবে তারাও ওটা চালু করতে পারে এবং গভর্ণমেন্টের টাকাও অপচয় হয় না তাঁরা ইরিগেশনের ব্যবস্থাও করতে পারেন।

SHRI M. L. BHOWMIK—উই স্যাল লুক্ ইন্‌টু দিস মেটার।

SHRI D. DEB BARMA—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি ধলাইছড়ায় যে পাম্পিং মেসিন বসানো হয়েছে সেই মেসিন নির্দিষ্ট জায়গাতে আছে কিনা ?

SHRI M. L. BHOWMIK—This question is funny. Nothing is there ? Alright we shall enquire.

SHRI D. DEB BARMA—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি এই ব্যাপারে একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ারের সঙ্গে বি, ডি. ও সাহেবের লেখালেখির ব্যাপারে যে গোলযোগ হয়েছিল এবং আমি মুখ্য মন্ত্রী মহাশয়-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর নিকট যে আবেদন করেছিলাম তার কোন রেজাল্ট হয়েছে কি না ?

SHRI M.L. BHOWMIK—Yes, I have enquired into this matter. The result is that it has been reported to me that it is functioning.

SRI M. L. BHOWMIK—Started Question No 246 by Sri Hlura Aung Mag.

QUESTIONS	ANSWERS
1. Whether any complaint was received against the contractor who has been entrusted with the construction of Navagram Higher Secondary School Building at Sadar.	Yes.
2. If so, the nature of the complaint.	That the Contractor was using third class bricks.
3. Whether any steps has been taken in the matter.	Yes, Defects were noticed by the Officers of this Deptt. during inspection of the work much earlier to the receipt of the complaint and steps to rectify the defects were taken.

SHRI N. CHAKRABORTI—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ইট কারা supply করেছে ? তাদের নাম কি ?

SHRI M.L. BHOWMIK—I shall inform you the names afterwards

SHRI N. CHAKRABORTI—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ইট কংগ্রেসের সেক্রেটারী শ্রীপ্রিয়দাস চক্রবর্ত্তীর বাঁটি থেকে supplied হয়েছে কি ?

SHRI M. L. BHOWMIK—I have told you that I shall inform you about this later on.

SHRI N. CHAKRABORTI—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে গুপ্ত কোম্পানীর যে ইট সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট reject করেছে সেগুলি এখানে লাগানো হয়েছে কাজে ?

SHRI M. L. BHOWMIK—No, defective bricks were not allowed to be used by the contractors

SHRI N. CHAKRABORTI—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্নের জবাব দেন নি যে গুপ্ত কোম্পানীর এই ইট এখানে ব্যবহার করা হয়েছে কি না ?

SHRI M.L. BHOWMIK—I shall inform about this matter later on.

SHRI N. CHAKRABORTI—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে কত বস্তা সিমেন্ট এই স্কুলের জন্য আজ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে ।

SHRI M.L BHOWMIK—No, I do not know. I shall give you information about this later on.

SHRI N. CHAKRABORTI—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে এইখান থেকে কত বস্তা শ্রীপ্রিয়দাস চক্রবর্ত্তীর বাড়ী তৈরী করার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে ?

SHRI M. L BHOWMIK—Not a single বস্তা ।

SHRI N. CHAKRABORTY—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে এইখানকার Contractor Sri Jitu Dutta তিনি statement দিয়েছেন যে তিনি cement দিয়েছেন ?

SHRI M L. BHOWMIK—Give us complaint then we shall enquire.

SHRI N. CHAKRABORTI—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি Positively put করেছি যে Contractor Sri জিতু দত্ত তিনি statement দিয়েছেন যে প্রিয়দাস চক্রবর্ত্তীকে cement দেওয়া হয়েছে ।

SHRI M.L. BHOWMIK—To whom the statement.

SHRI N. CHAKRABORTI—আমার কাছে করেছে ।

SHRI M. L. BHOWMIK—Let us have that statement

SHRI N. CHAKRABORTI—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় একথা স্বীকার করবেন কি যে আমাদের স্কুলের সিমেন্ট দিয়ে তার সমগ্র বাড়ীটা তৈরী হয়েছে ?

SHRI M. L. BHOWMIK—I have told you we shall enquire about this matter, if it be so.

SHRI N. CHAKRABORTI—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করার সময় Public evidence নেবেন কি ?

SHRI M.L. BHOWMIK—নিশ্চয়ই নেব।

SHRI N, CHAKRABORTI—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে contractor কংগ্রেস ভবন করার জন্য ৫০১ টাকা দিয়েছেন বলে তার বিরুদ্ধে সমস্ত white wash করার ব্যবস্থা হচ্ছে ?

SHRI M. L. BHOWMIK—This is not within my knowledge.

MR. SPEAKER—Next I would call on Shri Bulu Kuki.

SHRI BULU KUKI—Question No. 259.

SHRI M. L. BHOWMIK—Question No. 259.

QUESTION	ANSWER
1) Whether the Govt. proposes to give effect to sec 99(1)(e) of Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960 where the survey operation has been completed.	Yes
2. If not, reasons thereof ?	Does not arise.

SHRI ATIQUL ISLAM—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে কোন্ কোন্ Division এ এটা প্রয়োগ করা হয়েছে ?

SHRI M.L. BHOWMIK—যে সমস্ত Division এ attestation complete হয়ে গেছে ?

SHRI ATIQUL ISLAM—সেগুলি কোনগুলি।

SHRI M. L. BHOWMIK—Name of these sub-divisions ?

SHRI ATIQUL ISLAM Yes, sir.

SHRI M. L. BHOWMIK—1) Kamalpur, 2) Khowai, 3) Sonamura, At these 3 sub-divisons,

SHRI P. DAS GUPTA—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি সদরের কোন্ কোন্ portion এর attestation complete হয়েছে ?

SHRI M.L. BHOWMIK—I shall inform the House later on.

SHRI P. DAS GUPTA—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি এই যে 99 section (c) যে রুলে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেটা implement করা

হবে কোনদিন সদরে ? কোন সময় ?

SHRI M. L. BHOWMIK—Let it come into force.

MR. SPEAKER—I would call on Shri Sudhanna Deb Barma.

SHRI SUDHANWA DEB BARMA—Question No. 260.

SHRI M. L. BHOWMIK—Question No. 260

QUESTIONS	ANSWERS
1) Whether there is a scheme to construct a recreation clubs at Agartala for the work-charged employees (P. W. D.)	1) No
2) If so, whether the work of the said scheme has been started.	2) Does not arise.
3) If not, the reasons thereof ?	3) Does not arise.

SHRI SUDHANWA DEB BARMA—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমরা কি জানতে পারি যে ভবিষ্যতে এমন কোন ক্লাব হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা ?

SHRI M. L. BHOWMIK—Yes, whenever the site will be available.

SHRI ATIQUL ISLAM—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে work charged employees দের জন্য একটা club করার জন্য ১৯৬২ তে একটা স্কীম করা হয়েছিল কিনা এবং তাহা administrative approvalও সেই বৎসরেই এসেছিল কিনা ?

SHRI M. L. BHOWMIK—Yes, there was administrative approval for the construction of the club.

SHRI ATIQUL ISLAM—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে administrative approval পাওয়ার পরেও কাজটা সুরু করা গেল না কেন ?

SHRI M L. BHOWMIK—Due to non availability of land or site

SHRI ATIQUL ISLAM যখন নাকি আমরা স্কীমটা তৈরী করি তখন এরকম কথা ছিল যে বর্তমানে যে নেহরু ব্রীজ তার পাশেই এই building টা করার কথা ছিল ?

SHRI M. L. BHOWMIK – Might be, that was not finally selected.

SHRI ATIQUL ISLAM—এখন কি সেই স্কীমটা abandoned করা হয়েছে ?

SHRI M. L. BHOWMIK – Yes.

MR. SPEAKER—I would now call on Sri Dinesh Deb Barma.

SHRI D. DEB BARMA—Starred Question No. 264.

SHRI B. DAS—Starred Question No. 264 by Shri Dinesh Deb Barma.

QUESTION	ANSWER
1) Whether the village roads constructed since 1957-58 are being maintained regularly ?	1) Yes.
2) If not, what are the reasons.	2) Does not arise.

SHRI D. DEB BARMA—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে যে সমস্ত Village Road করা হয়েছে সেখানে সমস্ত soling, metaling হয়েছে ?

SHRI B. DAS—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সবগুলি soling metaling হয়নি ।

SHRI ATIQUL ISLAM—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে সোনামুড়া ডিভিশনে ঐ বৎসরই যে সমস্ত Village Road গুলি করা হয়েছিল সেগুলির কোনও চিহ্ন আছে কিনা ?

SHRI M.L. BHOWMIK—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেই Village Road গুলির চিহ্ন আছে ।

SHRI ATIQUL ISLAM—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি নলছড়া থেকে বাঘমারা বাজার পর্য্যন্ত যে রাস্তাটা করা হয়েছিল সেই রাস্তাটা এখন জংগলে ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছে কিনা ?

SHRI M. L. BHOWMIK—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সে Village Roadগুলি সাধারণতঃ local, India থেকেই করান হয় তারপর যা থাকে, যে রাস্তাগুলো Rehab. Dept. থেকে করা হয়েছিল সেগুলি normally PWD Dept এ চলে আসে ।

MR. SPEAKER—I would now call on the concerned Minister to lay the replies of the unstarred Questions and starred questions unanswered on the table

(The answers to the Questions were laid on table of the House as per Appendix 'x').

Next item in to-days list was calling attestation Notice. One Notice was received in the office given by Sri Dinesh Deb Barma but I am sorry to say that it was submitted only at 10-50 A.M. So there was no time to send the copy of it to the concerned Minister. I am sorry I could not admit it to-day. Then I would pass on to the next item of business. Private Members Resolution.

Shri Birchandra Deb Barma M. L. A will now proceed to move the following Resolution.—

Resolution :—

This Assembly requests the Central Govt. to take immediate steps to set up in Tripura Mills and Factories for the production of Cotton Yarn, Paper, Sugar, Jute textile.

For consideration of this Resolution three hours and thirty minutes have been allotted. Names of the members who will take part in the debate may please be furnished to me if it is possible. Yes, I have got a list from my right. I shall be obliged if I can get it from my left also.

I would call on the mover first.

SHRI BIRCHANDRA DEB BARMA—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার Resolutionটা হচ্ছে this Assembly requests the Central Govt. to take immediate steps to set up in Tripura Mills & Factories for the production of Cotton Yarn, Paper, Sugar, Jute Textile.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ১৭ বছর চলে যাওয়ার পরেও ত্রিপুরায় কোন রকম মিল বা ইনডাষ্ট্রিজ আজ পর্য্যন্ত গড়ে উঠেনি, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ত্রিপুরায় যেভাবে আমরা গণতন্ত্রের আস্বাদ পেযেছি, যে বিধানসভা আমরা পেয়েছি, এটা রিসেণ্টলি হয়েছে। এর পূর্ব্বে ত্রিপুরায় প্রথম নির্ব্বাচনে ইলেক্টরেল

কলেজ হয়েছিল সেখানে প্রতিনিধিদের কোনরকম কথা বলবার সুযোগ বা সুবিধা ছিলনা। তারা শুধুমাত্র লোকসভার একজন সদস্য হাউস অব কাউন্সিলে নির্ব্বাচন করাই একমাত্র তাদের কাজ ছিল। কাজেই ত্রিপুরার জনজীবনে জনসাধারণের পক্ষ থেকে কোনকিছু বলবার বা কোনকিছু দাবী করবার মত সুযোগ ত্রিপুরার জনসাধারণের ছিলনা। তারপর আমরা টেরিটোরিয়েল কাউন্সিল পেয়েছিলাম। তারও লিমিটেড ক্ষমতা ছিল। সে ক্ষমতার মধ্যে আমরা ত্রিপুরার উন্নয়নমূলক কাজ করবার মত যথেষ্ট ক্ষমতা বা অধিকার পাই নাই। আজকে ইদানিং আমরা বিধানসভা পেয়েছি, বিধানসভার মাধ্যমে ত্রিপুরার জনসাধারণের পক্ষ থেকে, ত্রিপুরার যেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ, ত্রিপুরায় ইণ্ডাষ্ট্রীজ গড়ে উঠুক, ত্রিপুরার শিল্প সম্পদ বেড়ে উঠুক এই দাবী আমি এই হাউসের মধ্যে রাখছি। ত্রিপুরার তিন তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চলে গেল, ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। ত্রিপুরার জন্য নানারকম স্কীম তৈরী হয়েছে কিন্তু যেটা বিশেষ প্রয়োজনীয় অর্থাৎ শিল্পসম্পদ—ইণ্ডাষ্ট্রীজ গড়ে না উঠলে দেশের উন্নতি হয় না, দেশের অগ্রগতি হয়না। সেটা এই তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে তার রূপ প্রকাশ পায় নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা খুব দুঃখের বিষয় যে ত্রিপুরার এই সমস্ত টাকা পয়সা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার টাকা পয়সা অনেক ক্ষেত্রে বায়িত না হয়ে রিফাণ্ডেড হয়ে গেছে। অথচ ত্রিপুরার জনসাধারণের যে দুঃখ দুর্দ্দশা যে ভীষণ কষ্টের মধ্যে তারা জীবন কাটাচ্ছে তার অগ্রগতির জন্য এ টাকা ব্যয় করা হচ্ছেনা। এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে স্কীম—রয়েছে পরিকল্পনা রয়েছে তার টারগেট ফুলফিল করা হয়না এবং শুধুমাত্র টারগেটই নয় আরও আশ্চর্য্যের কথা যেটা আমি বলেছি এই স্কীমগুলিতে ইণ্ডাষ্ট্রীজ গড়বার কোন স্কীম নেই, মিল বা ফেক্টরী গড়বার কোন স্কীম এইসব পরিকল্পনায় স্থান পায় নি, আর যা স্থান পেয়ে থাকে সেটাও ফুলফিল হয়নি। অনেকক্ষেত্রে টাকা রিফাণ্ডেড করে দেওয়া হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সরকারী হিসাবমতেও দেখা যাবে সমগ্র ভারতবর্ষের চেয়ে ত্রিপুরার

জনসাধারণের ইনডেপেণ্ডেনেন্স বেশী। ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থান তিন দিকে পাকিস্থান বেষ্টিত এবং ত্রিপুরার যোগাযোগ অবস্থা অত্যন্ত অসুবিধাজনক এইসমস্ত ব্যাপারে ত্রিপুরাকে উন্নীত করতে গেলে ত্রিপুরার শিল্পসম্পদ না গড়ে তুললে ত্রিপুরার অগ্রগতি হতে পারে না। এটা অত্যন্ত বাস্তব সত্য। সেদিকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে হলে ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে ত্রিপুরার শিল্পসম্পদ মিল প্রভৃতি গড়ে তোলবার আবশ্যকীয়তা হয়ত কোন সদস্য অস্বীকার করবেন না। আমরা জানি ত্রিপুরায় এমন সম্পদ রয়েছে ত্রিপুরার যে সমস্ত কাঁচামাল রয়েছে সে সমস্ত বাহিরে এক্সপোর্ট করা হয়—কলিকাতায় পাঠান হয়। ত্রিপুরার জুট, ত্রিপুরার তিল, কার্পাস কলিকাতায় যায়। ত্রিপুরার যেসমস্ত কাঁচামাল রয়েছে, সে সমস্ত কাঁচা মাল দিয়ে আমরা ত্রিপুরায় মিল এবং ফেক্টরী গড়ে তুলতে পারি কিন্তু সে সমস্ত কাঁচামাল আমরা বাহিরে অল্প দামে এক্সপোর্ট করতে বাধ্য হই কেননা ত্রিপুরায় কোন মিল বা ফেক্টরী না থাকার দরুণই। ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে বিধান সভার মাধ্যমে আমাদের দাবী হচ্ছে ত্রিপুরায় মিল এবং ফেক্টরী গড়ে তোলা। ত্রিপুরায় যাতে কটন মিল, জুট টেক্সটাইল গড়ে উঠে তার দাবীই আমি বিধানসভার মাধ্যমে রাখছি। ত্রিপুরার কার্পাস বাহিরে চলে যায়। ত্রিপুরার এখন যে অবস্থা তাতে ত্রিপুরার যে কটন সেটার আঁশ ছোট এবং বড় আঁশযুক্ত কটন ত্রিপুরায় গড়ে তোলা সম্ভব তাতে ত্রিপুরার কটন ইয়ার্ণের ফেক্টরী বা মিল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ত্রিপুরায় পেপার মিল বা ফেক্টরী গড়ে তোলা যায়। ত্রিপুরায় যে বাঁশ রয়েছে তাতে পেপার পাল্প তৈরী করা যেতে পারে এবং সেই পেপার পাল্পস দিয়ে পেপার ইণ্ডাষ্ট্রি, পেপার মিল বা পেপার ফেক্টরী গড়ে তোলা যেতে পারে। আমরা জানি যে, ত্রিপুরায় বহু পরিমাণে আখ হতে পারে এবং হচ্ছে বহু পরিমাণে গুড় হয় এবং তার থেকে সুগার মিল বা সুগার ফেক্টরী গড়ে তোলা সম্ভব। ত্রিপুরার যে পাট আমরা বাইরে চালান দিই সেই পাট দিয়ে ত্রিপুরায় জুট মিল বা ফেক্টরী গড়ে তোলা সম্ভব এবং এইভাবে আরও অন্যান্য মিল গড়ে তোলা যায়। উদাহরণ স্বরূপ কটন ইয়ার্ণ, পেপার, সুগার

এবং জুট টেক্সটাইলের মিল এবং ফেক্টরী গড়ে তোলার জন্য এই-রিজিলিউশনে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ ত্রিপুরার যে সম্পদ, ত্রিপুরার যে কাঁচামাল সেটা বাইরে না পাঠিয়ে যা ত করে আমরা ত্রিপুরার কাঁচা-মালকে কাজে লাগাইতে পারি এবং সেই কাঁচামাল দিয়ে মিল বা ফেক্টরী গড়ে তুলতে পারি এবং ত্রিপুরাকে অগ্রগামী করে তুলতে পারি তার জন্য এই রিজলিউশনে দাবী রাখা হয়েছে। এই মিল বা ফেক্টরীর সংগে আন-এমপ্লয়মেন্টের কথা এসে পড়ে কেননা ইনডাষ্ট্রীয়েলাইজড না হলে আন-এপ্লয়মেন্ট সমস্যা দূর হবেনা। মিল বা ফেক্টরী হলে সেখানে লোকদের আমরা নিয়োগ করতে পারি। মিল বা ফেক্টরীতে তাদের কর্মসংস্থান হতে পারে মিল বা ফেক্টরী হয়ে গেলে তার থেকে যে আয় হবে তার দ্বারা ত্রিপুরার সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। এটা পরিস্কার যে একটা দেশকে, একটা রাজ্যকে যদি উন্নত করতে হয় তাহলে তাকে ইনডাষ্ট্রীয়ালাইজড করা দরকার হয়ে পড়ে এবং ইনডাষ্ট্রী না থাকলে সেটা কোন মতেই উন্নত হতে পারে না। কাজেই আজকে এই বিধান সভার মাধ্যমে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই যে ইমিডিয়েট ষ্টেপ কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করুন যা দিয়ে কটন, ইয়ার্ণ, পেপার এবং সুগার ইনডাষ্ট্রি ত্রিপুরায় যা চালু হতে পারে তার জন্য ইমিডিয়েট ষ্টেপ নেওয়ার জন্য। সেটা চতুর্থ পরিকল্পনাতেও হতে পারে। চতুর্থ পরিকল্পনার এখন রূপায়ণের কাজ চলছে, কাজেই চতুর্থ পরিকল্পনায় এই সমস্ত ইনডাষ্ট্রীজ গড়ে তুলবার পরিকল্পনা বা স্কীম যদি তাতে দেওয়া হয় তাহলে ত্রিপুরায় অবিলম্বে এই সমস্ত ইনডাষ্ট্রী গড়ে তোলা সম্ভবপর হতে পারে। আমরা জানিনা যে সমস্ত পরিকল্পনা ত্রিপুরার জন্য হচ্ছে সেই পরিকল্পনাগুলির কাজ কে বা কারা করছে এবং কিভাবে তৈরী হয়েছে এবং বিধানসভা সেই কাজে কত-খানি হাত থাকবে আমরা জানিনা। ত্রিপুরার যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হয়েছে তার দ্বারা কি কাজ হয়েছে, কি এসেসমেন্ট হয়েছে সেই সম্পর্কে বিধানসভার কি বলবার থাকবে বা এসেসমেন্ট করবার কোন রকম সুযোগ বা সুবিধা থাকবে কিনা তাও আমরা জানিনা। চতুর্থ পরিকল্পনা রূপায়ণে বিধান সভার কতখানি হাত থাকবে আমরা পরিস্কারভাবে জানিনা। তবে এটুকু আমরা বলে দিতে পারি যে

ত্রিপুরার উন্নতির জন্য, ত্রিপুরার বৈষয়িক উন্নতির জন্য, ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তোলার জন্য এখানে ইণ্ডাষ্ট্রী গড়ে তোলবার যে প্রয়োজনীয়তা আছে, মিল বা ফেক্টরী গড়ে তোলবার যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেটা সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টকে আমরা অনতিবিলম্বে জানিয়ে দিতে চাই যাতে ক'রে ত্রিপুরার এই দাবী ফুলফিল্‌ড হয় তারজন্য আমরা মনে করি ত্রিপুরার যে দাবী, যে দাবী দীর্ঘ ১৭ বৎসর পূর্ণ হয় নাই— এর মধ্যেই এই দাবী পরিপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ত্রিপুরায় সর্ব্বাঙ্গীন কোন স্বায়ত্বশাসন বা দায়িত্বশীল শাসনমূলক কোন প্রতিষ্ঠান এতদিন না থাকায় ত্রিপুরার জনসাধারণের পক্ষ থেকে এই দাবী দাওয়া রাখা সম্ভবপর হয়নি। কাজেই আজকে সেই সুযোগ প্রথম যখন আমরা পেয়েছি তখন ত্রিপুরার জনসাধারণের পক্ষ থেকে আমরা এই বিধানসভায় ত্রিপুরার বিশেষ যে দরকার অর্থাৎ মিল এবং ফেক্টরী থাকা যে দরকার এটা আমরা এই বিধানসভায় উত্থাপন করে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টকে জানিয়ে দেওয়া এটা আমরা কর্ত্তব্য বলে মনে করছি। আমি মনে করি না যে আমার দক্ষিণে যারা আছেন তাদের এতে আপত্তি থাকবার কোন কারণ থাকতে পারে? কেননা এটা আমরা সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টকে রিকোয়েষ্ট করছি, সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টকে জানিয়ে দিচ্ছি টু টেক ইমিডিয়েট ষ্টেপ টু সেট আপ ইন ত্রিপুরা দিজ এণ্ড দিজ মিল এণ্ড ফেক্টরী। কাজেই এই প্রস্তাবের ভিতরে বিতর্কমূলক বিশেষ কিছু আছে বলে আমরা মনে করি না কারণ ত্রিপুরার উন্নতির পক্ষে মিল এবং ফেক্টরী এখানে গঠন করা অত্যাবশ্যক, এবং সেই অত্যাবশ্যক দাবীটাকে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টকে জানিয়ে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আমি মনে করি·········

MR. SPEAKER :— I would like to state at this stage that for the Hon'ble members— every member may speak up to the limit of 20 minutes though our rules, new rules adopted by us provides 10 minutes. But because I have given my consent so we shall······ The total time at our disposal— and the Hon'ble members should speak to-day if we consider both sides each member may have 20 minutes.

SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTY— If you agree some of us may be given more, some less.

MR. SPEAKER— All right.

SHRI BIRCHANDRA DEB BARMA— কাজেই আমার মনে হয় যে প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে এটা অত্যন্ত দরকারী। এর মধ্যে তর্কের কোন স্থান নাই। ত্রিপুরার উন্নতির জন্য মিল বা ফেক্টরী গড়ে তোলার জন্য কটন, ইয়র্ণ পেপার, সুগার এবং জুট টেক্সটাইলের জন্য সেনট্রাল গভর্ণমেন্টকে রিকোয়েষ্ট জানাচ্ছি কিসের জন্য টু টেক ইমিডিয়েট ষ্টেপ। কাজেই আমার মনে হয় যে প্রস্তাব আমরা রেখেছি এটা খুব যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব। আমি মনে করি এই প্রস্তাব হাউস ইউনেনিমাসলি গ্রহণ করে ত্রিপুরার যেটা একটা বিশেষ দরকার সেই দরকার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে সজাগ করবেন। এই বলেই আমি আমার রিজলিউশন মুভ করছি।

MR. SPEAKER—I would now call on Hon'ble Dr. B. Das.

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইমাত্র হাউজের সামনে মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা যে প্রস্তাবটি রেখেছেন সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে প্রথমে আমি যে কথাটা বলতে যাচ্ছি সেইটা হল সরকারের তরফ থেকে, ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে ত্রিপুরাতে যাতে শিল্প গড়ে উঠে, ত্রিপুরায় যাতে ফেক্টরী গড়ে উঠে সেই দিকে পরিকল্পনা আছে এবং সেই পরিকল্পনা নিয়ে সরকার চেষ্টা করছেন। আমি একটু পরেই সরকারের তরফ থেকে যেসব চেষ্টা করা হচ্ছে তাহা হাউসের সামনে তুলে ধরব, তার আগে আমি বলতে চাই যে এই প্রস্তাব এই মুহূর্ত্তে আনার কোন সার্থকতা নাই। কাজেই আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি এবং বিরোধিতা করে সরকারের তরফ থেকে যে প্রচেষ্টা চলছে প্রথমেই বলতে হয় এখানে একটা শিল্প গড়ে তুলতে হলে কতগুলি জিনিষ সম্বন্ধে আমাদের ভাবতে হবে, বিচার বিবেচনা করতে হবে। যে কথাটা আমি বলতে চাই সেইটা হল শিল্প গড়ে তুলতে হলে প্রথমেই যেটা দরকার সেইটা হল পাঁচটি এম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া। আমি সেইটা আরো পরিস্কার করছি প্রথমটি হল ম্যান দ্বিতীয়টি হল মানি তৃতীয়টি হল মেসিন চতুর্থটি হল মার্কেট পঞ্চমটি হল মেটারিয়েলস। দেট, ইজ র মেটারিয়েল এবং সাথে সাথে থাকছে টেকনিকেল এডভাইজ কাজেই আমাদের সেইদিকে

ভাবতে হবে পাঁচটা এর্ না নিয়ে টেকনিকেল এডভাইস ছাড়া হঠাৎ হুট করে একটা শিল্প আমরা গড়ে তুলব এই কথা হয় না। সবদিক বিবেচনা করে আমাদের সেইভাবে পরিকল্পনা রচনা করতে হবে এবং অগ্রসর হতে হবে। স্পিনিং মিল স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে দুই বৎসর আগে স্পিনিং মিল যাতে হয় সেই জন্য এডভারটাইজমেন্ট করা হয়েছিল। প্রথমে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট মনিপুর এবং ত্রিপুরার জন্য ৫০ হাজার স্পিন্ডেল দিতে রাজী হয়। তাতে আমাদের ভাগে ২৫ হাজার স্পিন্ডেল পড়ে। দুই বৎসর আগে আমরা এডভারটাইজ করি, করার পরে একটা ফারম এগিয়ে আসে এবং আমরা একে রিকমেণ্ড করে পাঠাই ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের কাছে এবং তারা লাইসেন্সও পেয়ে যায়। কিন্তু পরে তারা অক্ষমতা, ইনেবেলিটি প্রকাশ করে এবং এগিয়ে আসেন না। তারা অক্ষমতা প্রকাশ করাতে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয় এবং মেসার্স ফার ইষ্টার্ণ সোসাইটি লিমিটেড, কেলকাটা এগিয়ে আসেন. এগিয়ে আসেন তারা মিল করবেন। তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয় এবং তা'দের এপ্লিকেশন রিকমেণ্ড করে দেওয়া হয় ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের কাছে. সেংশনও হয় এবং লাইসেন্সও অলরেডি ইস্যুড., ইস্যু হয়ে গেছে। আগামী জানুযারীর মধ্যে তাদের এক্সপার্ট নিয়ে তারা এখানে আসছেন এবং শীঘ্রই যাতে এখানে মিলটা ষ্টার্ট হয়ে যায় সেইজন্য আপ্রাণ চেষ্টা গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে অবশ্যই থাকবে। গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া যে লাইসেন্সটা দিয়েছেন মিল স্থাপন করার জন্য তাতে স্পিনিং মিল ২৫ হাজার স্পিণ্ডল এর মিল এখানে যাতে হতে পারে তা তারা করবেন। এর জন্য দুইটা লাইসেন্সও হতে পারে। তাতে আমাদের যে প্রডাকশন হবে সেইটা বলা যায় ৭ লক্ষ ৩১ হাজার ২ পাউণ্ড ইয়ার্ণ ইয় রলি সেখানে প্রডাকশন হবে। পেপার মিলের সম্বন্ধে বলতে হলে, এইটা বিগ ইন্ডাষ্ট্রীর ব্যাপার, কাজেই প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজ সেখানে আসতে চাইলেও নানারকম অসুবিধা আছে। সবদিক বিবেচনা করে আমরা যখন ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টকে লিখি, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট যখন দেখলেন যে সেখানে একটা পেপার মিল সম্বন্ধে বিবেচনা করা যায় না, তখন আমরা নানারকম যুক্তি দেখিয়ে লিখছি যে আমাদের এখানে ইনডাষ্ট্রী নাই, এখানে

রিফিউজি এসেছে আমাদের এখানে বেকার সমস্যা হয়েছে। অনেক লেখালেখি করাতে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া এখানে পেপার মিলের ফিজিভিলিটি আছে দেখে মেসার্স নেশানাল ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন, গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া আণ্ডার টেকিংকে এপয়েন্ট করেন, এখানে পেপার মিল করা যায় কিনা দেখবার জন্য। ওনারা এখানে এসে সেই সম্বন্ধে নানারকম ডাটা, রেকর্ড কালেক্ট করেন এবং তারা একটা রিপোর্ট দেন। তাদের সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে সেখানে পাবলিক সেক্টরে, গভর্ণমেণ্ট লেবেলে, পেপার মিল ষ্টার্ট যাতে হতে পারে। সেটা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার একটিভ কন্‌সিডারেশনে আছে এবং খুব শীঘ্র সেইটা আমরা আশা করছি। জুট মিল সম্পর্কে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টকে লিখা হয়। প্রথমে আমাকে বলতে হয় যে জুট মিল এখানে রাখার জন্য ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়াকে লেখা হয়। ওনারা যুক্তি দেখিয়ে রিজেক্ট করে দেন। ওনারা কতগুলি যুক্তি দেখান যে সারা ভারতবর্ষে যতগুলি জুট মিল আছে তাতে যে লুমস্ আছে সেইটা ২০ হাজারের উপর excess এবং এটা এডিকোয়েট এই বলে তাঁরা approval দেন না। আমরা আবার লিখি যে আমাদের এখানে কোন ইনডাষ্ট্রী ডেভলপ করে নাই। এখানে রিফিউজি আছে ইন্‌ডাষ্ট্রী নেই এবং নিউ রিফিউজি আসছে এইসব যুক্তি দেখিয়ে আমরা আবার লিখি এবং গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়াকে লিখি যে আমাদের এখানে যে পাট হয় তাহা এক্সপোর্ট করতে হয় ইত্যাদি যুক্তি দেখিয়ে। তখন দুইটি কোম্পানি এগিয়ে আসে, তারা এখানে জুট মিল করবে। কিন্তু গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া তাদের নাম রিকমেণ্ড করেন না। এর পর আর একটা ফার্ম মেসার্স ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডেভেলপমেন্ট সিণ্ডিকেইট কোম্পানি লিমিটেডকে আমরা রিকমেণ্ড করে পাঠাই।

কিন্তু সেখানে তারা তখনও একসেস আছে, এডিকোয়েট আছে এইকথা তুলে আবার লিখে পাঠায়। এবারও আবার আমরা লিখে পাঠিয়েছি এবং আমরা বলেছি যে আমাদের খুব বেশী নয়, যেখানে তোমাদের ২০,০০০ লুমস্ এর মত এক্‌সেস আছে সেখানে আমাদের অল্প কিছুটা দাও এবং সেটার নামবার হয়েছে মাত্র ১৫০। ২০,০০০ যেখানে একসেস সেখানে আর ১৫০ লুমস্ এমন কিছু বেশী নয়।

কিন্তু এখানে এটা আমাদের দরকার, যেহেতু যে জুট আমাদের এইখানে প্রোডিউস হচ্ছে সেটা এক্সপোর্ট না করে যদি সেটা এই-খানে আমরা সেটা এখানে মিলেতে মিলজাত করি তাহলে সেটার ফিনিশড প্রোডাক্ট হয়ে যখন বেরুবে, সেটা বাইরে যখন আমরা পাঠাব আমাদের খরচা কম পড়বে ইত্যাদি কতগুলি যুক্তি দেখিয়ে আমরা পাঠাই এবং সেটাও ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের আণ্ডার একটিভ কন্সিডারেশনে আছে। আমরা আশা করছি আমরা সেটা পেয়ে যাব। সুগার ফেক্টরী আমরা যখন করতে যাব সেটার লাইসেন্স দরকার হয় না, সেখানে চার লক্ষ টাকার মত হলেই করতে পারে। এমন অনেক পার্টি আছে যারা করতে পারে। কিন্তু সেখানে প্রথমে এসেই যেটা দেখতে হবে, মেটেরিয়ালসের কথাটা যেটা বলছিলাম উনারা সেটা চিন্তা করেন। সেজন্য একটা পার্টি এখানে এগিয়ে আসছে খান্দেশ্বরী সুগার তৈরী করবার জন্য তার নাম মেসার্স ত্রিপুরা সুগার মিলস্। উনারা এখানে কিছুটা জমি চান, এজ এ ফিডার ফারম। ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট স্টেটা কনসি-ডারেশন করছেন এবং সেই সম্বন্ধে আমরা আশা করছি যে হয়ত তাদের আমরা কিছু একটা সুরাহা করে দিতে পারব। কাজেই ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট যাতে ত্রিপুরা ষ্টেট টি ইনডাষ্ট্রীয়েলাইজড হয়, ইনডাষ্ট্রিজ এখানে গ্রো করতে পারে সেদিকে বরাবর চেষ্টা করেছেন।

এখানে আরেকটি কথা বলতে চাই, যে কিছুদিন আগে আমরা পাওয়ার লুম—৩০০ লুমস আমাদের এখানে সেংসান হয়ে এসেছে। সেখানে কতগুলো টারমস্ এণ্ড কনডিশনস্ আছে, হ্যাণ্ডলুমড বোর্ডের থ্রুতে সেটা আসতে হয়—সেটা আমরা ফুলফিল্ড করেছি এবং এখানে হ্যাণ্ডলুমস এবং প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজার যারা আছে তারাও সেখানে নিতে পারবে। কিন্তু তাদের মধ্যে কতগুলি কন্ডিসান আছে সেই কন্ডিসানগুলি হল যে কো-অপারেটিভ সোসাইটির কাছ থেকে তাদের জিনিষপত্র আনতে হবে এবং তাদেরে ফিনিসড প্রোডাক্ট দিতে হবে। ১৫০টি লুমস্ মানে ৩০০ এর মধ্যে ১৫০টি এটা কো-অপারেটিভ সেক্টার সেটা করে নেবে। কিন্তু আমাদের এখানে যে সমস্ত কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে যেগুলি আছে,

কিন্তু আমাদের এখানে যেসমস্ত কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে, যেগুলি আছে, সেই কো-অপারেটিভ সোসাইটির তারা এই মুহূর্ত্তেই কয়েকটা লুম নিয়ে একটা ইউনিট করতে পারছেন না। মিনিমাম ১৬টি না হলে ইকনমিক ইউনিট হয় না। ১৬টি ইউনিট নিয়ে করতে হলে বেশ কিছুটা টাকার দরকার। আমার এইখানে এইরকম কো-অপারেটিভ সোসাইটি খুব কমই আছে যারা ১৬টি লুম নিয়ে একটা ইকনমিক ইউনিট করতে পারে। কাজেই আমরা চিন্তা করছি ১০০ লুমস নিয়ে গভর্ণমেণ্ট সেক্টারে নিয়ে আমরাই ষ্টারট করব। আমাদের পলিসি হয়েছে প্রথমে ট্রেনিং কাম প্রডাক্শন সেণ্টারে এটা করব। সেখানে আমাদের ছেলেদের ট্রেনিংও হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রডাকশনও বাড়বে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে আমাদের যে উদ্দেশ্য সে উদ্দেশ্যটা হল এই যে ১০০লুমস নিয়ে যে ফেক্টরীটা হবে সেটা যদি আমরা প্রথমে ষ্টার্ট দিই, তাহলে সেটা যারা শিখবে তাদের মধ্যে আমরা আবার কো-অপারেটিভ সোসাইটি করে তাদের মধ্যে এটা আমরা হ্যান্ড ওভার করে দেব। এ ছাড়াও এখানে আমাদের হ্যণ্ডলুমের ব্যাপারে কো-অপারেটিভ সোসাইটি যেভাবে কাজ করছেন এবং তাতে করে আমাদের এখানকার যে ফিনিশড. প্রডাক্টস্ সে সারা ইণ্ডিয়াকে কমপিট করার যোগ্যতা লাভ করেছে এবং আমাদের হ্যাণ্ডলুমের কাপড় সবদিক দিয়েই ভাল হয়। আমাদের হ্যাণ্ডলুমের কাপড় যাতে কম্পিট করতে পারে, বাজারে যাতে চালু হতে পারে, সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং সেজন্য যে যে অভাব আমরা ফিল্ করছি, সেটা calendering. sizing মেসিন এখানে ষ্টারট দেওয়া, সে নিয়ে আমরা ভারত সরকারের সংগে আলাপ করেছি এবং এর মধ্যে যদি কোন পার্টি এখানে এসে যায়, দেখতে হবে তারা এখানে তা ষ্টারট করতে পারে কিনা। যদি না পারে তাহলে সরকারেরও একটা পরিকল্পনা আছে।

ঠিক এমনি করে ত্রিপুরাকে ইণ্ডাষ্ট্রীয়ালাইজড করার জন্য ত্রিপুরাতে ফেক্টরী এবং শিল্প গড়ে তোলার জন্য সরকারের যে সমস্ত পরিকল্পনা আছে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী শীঘ্রই আমরা শিল্প গড়ে তুলতে

পারব বলে আশা করি। কাজেই এই মুহূর্তে যে প্রস্তাবটি এসেছে, এটার কোন সার্থকতা আছে বলে আমি বুঝতে পারছি না। স্বাধীনতার ১৭ বৎসর পরেও এখানে ইণ্ডাষ্ট্রি কেন গ্রো করেনি, আমার মনে হয় মাননীয় সদস্যরা তা বুঝতে পেরেছেন। ত্রিপুরায় যে কটন আছে সেই কটন শর্ট ষ্টেবল কটন তার সাথে মিক্স-আপ করতে হয় লং ষ্টেবল কটন। আমরা লং ষ্টেবল কটন গ্রো করার চেষ্টা করছি। তাছাড়াও খুব ভাল সুতা হয় মাদ্রাজের যে কটনটা আছে সেটা যদি মিক্স করা যায়। সে সবদিকে আমাদের নজর আছে, চেষ্টাও আছে। পরিকল্পনা তৈরী করতে গেলে পর ত্রিপুরার বিধান সভা থাকবে না, এই কথটা যে কেমন করে এল তা আমি বুঝতে পারলাম না কাজেই আমি আশা করি মাননীয় সদস্যরা আমার কথা বুঝতে পেরেছেন এবং এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER— I would now call on Shri Nripendra Chakraborti.

SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTI—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে প্রস্তাবটি হাউজের সামনে উপস্থিত করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী[illegible] চন্দ্র দেববর্মা সেই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি দুই একটা কথা বলব। আজকে এটা অত্যন্ত দুঃখের ও লজ্জার কথা স্বাধীনতা লাভের ১৭ বৎসর পরেও ত্রিপুরা ভারতের ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল মেপে উঠে নাই। এটা আমরা সকলেই জানি যে এই ১৭ বৎসর যাবত আমরা আমাদের বন্ধুরাষ্ট্রগুলি থেকে সম্মানজনকভাবে অনেক সাহায্য পাচ্ছি। সেই রাষ্ট্রগুলিকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে তারা বিনা সর্ত্তে নিঃস্বার্থভাবে উইদাউট ষ্ট্রিং যে সাহায্য আমাদেরে করছেন, এখানে শিল্প, বৃহৎ শিল্পের ভিত্তি স্থাপনের জন্যই তারা তা করছেন তার ফলেই, পর থেকেই ভারতের শিল্পের যে অগ্রগতি সেইটা আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থার মধ্যেও অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এটা লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে এর রেজাল্ট ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কিছুই নাই, আমরা দেখছি যে ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল মেপে এখনও স্থান পেল না। এখানে যে প্রস্তাবটি আনা হয়েছে কোন বৃহৎ শিল্পের জন্য

সেইটা নয়, মিডিয়াম সাইজ যে ইণ্ডাষ্ট্রী আছে তার কথা বলা হয়েছে। যেমন সুতার কল, কাগজের কল, চিনির কল, জুট মিল বা পাটের কল. সেইগুলি স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা যদি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতো তা হলে এখানে এই প্রস্তাব আসার প্রয়োজন ছিল না। ত্রিপুরায় আজকে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে সেকথা একবারও মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য থেকে পেলাম না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য থেকে পেলাম না যে যেখানে ছয় লক্ষ লোক ছিল আজকে ত্রিপুরায় তের লক্ষ লোক হয়েছে। সেইটা কেন্দ্রীয় সরকার, তাদের এখানে যে টেক্‌নো-ইকোনমি স্যারভে হয়েছিল তাতে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন যে এখানকার ইকোনমি, সামাজিক অবস্থা, সেইটা ভেঙ্গে পড়বার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তারা এই মন্তব্য করেছেন যখন এখানে ৯ লক্ষ লোক ছিল এবং গত সেনসাস রিপোর্টে এগার লক্ষেরও উপরে সেইটা প্রকাশ পাইয়াছে। তার পরে আমরা দেখছি যে প্রতিনিয়ত উদ্বাস্তু এখানে আসছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা যদি সেই টেকনো-ইকোনমি সারভে রিপোর্টের মন্তব্য, আমি যেটা উল্লেখ করেছি, আমরা দেখতে পাই যে সেখানে বলা হয়েছে এখানকার যে জমি আছে, এগ্রিক্যালসারেল লেণ্ড আছে তাতে পার কেপিটা এগ্রিকালচারেল ল্যাণ্ড আছে ৩ একর সেইটা সারা ভারতের সাথে তুলনা করে তাঁরা বলেছেন যে ইহা খুব কম। এটা ৯ লক্ষ লোকের ভিত্তিতে তাঁরা বলেছে। এবং তারা বলেছেন যে এখানে এগ্রিকালচারের এক্সপানসানের কোন সুযোগ নেই। মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় এই হাউসে উল্লেখ করে গিয়েছেন যে ৪১৬ বর্গ মাইল এগ্রিকালচারেল লেণ্ড নাকি আছে, অবশ্য তিনি যাহা খুসি বলতে পারেন কারণ তথ্যের সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের কোন সামঞ্জস্য থাকে না এবং সেইটা আমরা আশাও করি না। কিন্তু টেকনো-ইকোনমি সারভে, যেটা বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার এখানে করেছেন তাতে এই কথা বলা হয়েছে যে কৃষিতে আর এক্সপানশণের স্কোপ নেই। এবং সেখানে কতকগুলি তথ্য তাঁরা সারা ভারতের সঙ্গে তুলনা করে দেখিয়েছেন।

এখানে কৃষিতে যারা জীবন যাপন করেন তার সংখ্যা হয়েছে ৭২ পারসেণ্ট, সারা ভারতের সংখ্যা হল ৬৯ পারসেণ্ট। তাঁরা এইকথা দেখিয়েছেন তাদের রিপোর্টের মধ্যে যে এখানকার গ্রামাঞ্চলের লোকের সংখ্যা সারা ভারতের লোকসংখ্যা থেকে অনেক বেশী এবং সেই সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে, শুধু তাই না, এই যে সেনসাস রিপোর্ট যদিও এটার পুর্ণাঙ্গ বের হয়নি কিন্তু যে সামারী বা এক্সট্রাক্ট বের হয়েছে তাতে আমরা দেখতে পাই যে এই এগার লক্ষ লোকের মধ্যে সাত লক্ষ চার হাজার ৭৬ জন লোক আছে তাদের কোন কাজ নাই, তারা নন্ ওয়ারকিং পপুলেশন। এই সাত লক্ষ এইরকম একটা খুব উচু ফিগার ভারতবর্ষের খুব কম জায়গায় আছে সেইটা যারা সেনসাস রিপোর্ট দেখেছেন—এই রিপোর্টের এক্স-ট্রাক্ট এ আছে। তারপর ২ লক্ষ লোক আসলো যাদের কোন জীবিকাই নেই। এরপর যারা বিনিময় করে আসলেন তাদের যাহা ছিল এবং তারা যাহা পেয়েছেন বিনিময় করে তা বলতে গেলে অত্যন্ত নগণ্য এবং সেই অবস্থায় অস্বাভাবিক অবস্থা বলে কোন উল্লেখ, বিন্দুমাত্র উল্লেখ দেখছি না। আর যারা পুরাতন রিফিউজি ছিল তাদেরই বা এমন কি কাজ হয়েছে? এককানি জমি পর্য্যন্ত তারা পায় নাই, অথচ উল্লেখ দেখলাম না যে তারা কি খাবে। সমস্ত ভারতে যেখানে যেখানে উদ্বাস্তু রয়েছে সেখানে ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল প্রজেক্ট রয়েছে, কাজও হচ্ছে ষ্টেট গভর্ণমেণ্টগুলিও করেছেন যেমন পশ্চিম বঙ্গে ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল প্রজেক্ট সেখানে আছে। দণ্ডকারণ্যে আমরা দেখেছি বড় বড় শিল্পের, ইণ্ডাষ্ট্রির পরিকল্পনা করা হয়েছে রিফিউজি-দের জন্য! কিন্তু এই ত্রিপুরায় যারা রয়ে গেল ১৩ লক্ষের মধ্যে যারা সম্ভবতঃ শতকরা ৭০ জন রিফিউজি সেই রিফিউজিরা কি কাজ করবে, তাদের জীবিকা কি হবে, কি করে খাবে সেই সম্পর্কে তো মন্ত্রী মহাশয়ের মুখে একটা কথাও শুনতে পেলাম না। সেই সম-স্তের কোন প্রয়োজন নেই কারণ তারা স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে, তাদের যথেষ্ট উন্নতি করা হয়েছে এবং ক্রমশঃই হচ্ছে, তারা যারা একটি ঘরে ছিল এখন তাদের দোতলা বাড়ী হয়েছে এবং ক্রমশঃই হচ্ছে। এই রিফিউজি যারা এক একখানি ঘরে ছিল তারা আজ গাছ-তলায়, এবং ক্রমশঃ এই চলছে, তারা অনাহারে মরছে, তাদের ক্রমশঃ

একটা আছে, ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এইসব কথা থেকে চলে আসছি। আমরা দুইটি প্লেন্ আমরা পার হয়েছি তৃতীয় প্লেনে এসেছি এর মধ্যে ইণ্ডাষ্ট্রির কি পারফরমেন্স ত্রিপুরায় হয়েছে সেইটা মন্ত্রী মহাশয়ের মুখ থেকে যদি শুনতে পেতাম তবে বুঝতে পারতাম আজকে শিল্পের জন্য কি করছেন। প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা খরচ, ২য় পরিকল্পনায় ৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল তার থেকে অনেক কম টাকা আমরা খরচ করেছি এবং ৩য় পরিকল্পনায় ৬৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে, আমি জানি না কত টাকা সেখানে আমরা খরচ করতে পারব। আমি যেটুকু দেখছি তাতে সম্ভবতঃ ২৪ লক্ষ টাকার মত খরচ হয়েছে। আমাদের এই যে বরাদ্দ করা টাকা তাহা যে খুব কম টাকা তা নয়। মনিপুরের যে টাকা বরাদ্দ তাহা আমাদের থেকে খুব কম নয়। সেখানে আমরা দেখছি ১৬লক্ষ, ১৭ লক্ষের মত টাকা। মনিপুরের যে লোক সংখ্যা—তাদের লোকসংখা যেখানে ৬ লক্ষ আমাদের এখানে ১০ লক্ষ, আমাদের বেকার লোকের সংখ্যা খুব বেশী। অতএব আমাদের যে মস্ত বড় বরাদ্দ হয়েছে তাহাও নয়। বরাদ্দের কথা ছেড়ে দিলাম কিন্তু আমাদের পারফরমেন্স কি? মাননীয় স্পীকার, স্যার কিছুদিন এখানে কতগুলি ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল কো-অপারেটিভের হিসাব দেওয়া হয়েছিল, নাম দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমরা জানি সেইসব ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল কো-অপারেটিভ-এর শতকরা ৯৯টি বন্ধ, অকেজো কারণ এই নয় যে আমাদের ছেলেরা কাজ করে না, এই নয় ট্রেইণ্ড লোকের অভাব ছিল, মেটারিয়েলের অভাব ছিল, কোন কিছুরই অভাব ছিল না। কারণ এখানকার যারা সরকার, এখানকার যারা কর্তৃপক্ষ তারা ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল কো-অপারেটিভ সৃষ্টি করেছিলেন তাতে ইণ্ডাষ্ট্রি গ্রো করার জন্য নয় যাতে করে কিছু লোককে টাকা দেওয়া যায় সেই জনা, যাতে দুর্নীতি করে সেই সমস্ত টাকাগুলি তারা অপচয় করতে পারে এবং যখন অপচয় করে তখন তাদের নাম পর্য্যন্ত তারা প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ করে, এতটুকু সাহস তাদের নাই যে নামগুলি বলে যারা ৫ হাজার টাকা চুরি করে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে তাদের নাম পর্য্যন্ত বলবার সাহস এখানকার মন্ত্রীদের নেই। সেইটাই আমি

দেখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, সাম্প্রতিক একটা ঘটনার কথা আমি বলব। এখানে যে একটা ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ষ্টেইট আছে সেখানে আমরা ফুটওয়ার, কেইনিং, কারপেন্টি, ব্লেকস্মিথি, হেণ্ড মেইড পেপার, শিট মেটাল এইগুলি আমরা গ্রো করেছিলাম। কো-অপারেটিভের হাতে দেওয়া হয়েছিল ১০ হাজার টাকা, ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছিল এবং দে ওয়ার রানিং। সেই সমস্ত ছেলেরা, যারা অন্য যায়গাতে ট্রেইণ্ড সেই সমস্ত ছেলেগুলি এটা চালু করেছিল এবং আমি জানি সেইগুলি লছে চালু করছিল না, কিছু কিছু প্রফিটও করছিল। এক একটা কো-অপারেটিভ ৪০ হাজার, ৫০ হাজার টাকা ওয়েজ দিয়েছিল তাদের কর্মচারীদেরকে। হঠাৎ আর আই, সি, এলো, তাদেরকে বলা হল তোমরা লিখে দাও, ভলান্টারিলি লিখে দাও আর, আই, সি, তে যাবে। তারা অনিচ্ছুক ছিল। তাদেরকে প্রেসার দেওয়া হল যে তোমাদের লিখে দিতে হবে, তারা দিল। আজকে তাদেরকে বলা হল আর, আই, সি উঠে যাচ্ছে তোমাদের কাজ নেই। আশ্চর্যের কথা, এখানে কি একটা গভর্ণমেণ্ট আছে, না এটা একটি অরাজক রাজত্ব চলছে আমি বুঝতে পারছি না যে এখানে একশত ছেলে কাজ করছিল তাদেরকে তিন মাসের নোটিশ দেওয়া হল যে আর, আই, সি, উঠে যাচ্ছে। এখানকার মন্ত্রীরা গদীতে থাকা সত্বেও, তাঁরা টাকা গুনছেন, জিপ হাঁকাচ্ছেন, সব করছেন অথচ এই ছেলেদের ভবিষ্যৎ কি হবে সে সম্পর্কে একটা লোকও, একটা মন্ত্রীও খবর নিলেন না। একটা ডাইরেক্টার অফ ইণ্ডাষ্ট্রিজ আছেন তাঁর সঙ্গে ছেলেরা দেখা করতে গেল, দেখা পেলনা কারণ তার সময় নেই। সেই একশত পরিবার, উদ্বাস্তু পরিবার তারা আজ মরছে, কিন্তু সেইটা তাদের নিজেদের দোষে নয়।

এখানে মন্ত্রীরা সমস্ত কাজকর্ম করিতে পারেন, কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ষ্টেট্‌টা কেন ধ্বংস হচ্ছে সে সমস্ত কিছুর খবর নিতে পারেন না, সে সমস্ত ছেলেদের কি ভবিষ্যত হবে সে সম্পর্কে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না আশ্চর্যের কথা। অন্য কোন সভ্য সমাজে এটা সম্ভবপর হতে পারে বলে আমরা কল্পনা করতে পারিনা, একমাত্র ত্রিপুরায় এটা সম্ভব। ভারতের অন্য জায়গাও কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব আছে

কিন্তু সেখানে এটা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একথা বলছি যে এখানে ছেলে পাওয়া যায় না বা ছেলেরা ট্রেনিং নিতে চায় না তার কারণ এই নয় যে তারা অযোগ্য, তার কারণ হচ্ছে এটা চোরের রাজত্ব চলছে। ইম্পলিমেণ্টস চুরি হয়েছে কত মেটেরিয়েলস দিয়ে কত মেটেরিলসের দাম নেওয়া হয় সে খবর পর্য্যন্ত মন্ত্রী মহাশয়রা রাখেন না। আমি শুনেছি, ৫০ বস্তা জিনিষ দিলে ১০০ বস্তার বিল করে নেওয়া হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি গত বছরের বাজেট দেখেন তাহলে ইণ্ডাষ্ট্রীতে কতগুলি জীপের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কত তেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এডমিনিষ্ট্রেশানে কত কর্মচারী নেওয়া হয়েছে তা দেখতে পাবেন। এটাতো ব্যবসা নয় এটা হচ্ছে স্বজন পোষণের জন্য, দুর্নীতিপরায়ণ কতকগুলি আমলার জন্য এইগুলি ঘটছে। ইণ্ডাষ্ট্রীজগুলিকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা। মন্ত্রী মহাশয় যদি এই সম্পর্কে তথ্য দিতে পারেন তাহলে সুবিধা হত। মাননীয় স্পীকার স্যার, আই. টি. আই. থেকে প্রতি বৎসর ছেলেরা ট্রেইণ্ড হয়ে আসছে কিন্তু এরা যাবে কোথায়, তারা কোথায় কাজ পাবে? যদি কাজ না থাকে তাহলে ট্রেনিং বন্ধ করে দেওয়া হউক তাদের বলা হউক তোমাদের কাজ দিতে পারবনা—কোন ইণ্ডাষ্ট্রী নেই। বলা হয়, এবং এখানেও বলা হবে আমি জানি যে "ইনফ্রাষ্ট্রাকচার" তৈরী করতে হবে। ইনফ্রাষ্ট্রাকচার"-এর কথা আজ ১৭ বছর ধরেই শুনে আসছি। এর মেইন জিনিষ হচ্ছে "পাওয়ার" যা না হলে এমনকি মিডিয়াম ইণ্ডাষ্ট্রিজও গড়ে তোলা কঠিন একথা প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন। কিন্তু আমরা যখন রেলওয়ের উপর প্রস্তাব দিয়েছিলাম আঞ্চলিক পরিষদে তখন এই কংগ্রেসদল থেকে বলা হয়েছে, না এই প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করবনা। প্রস্তাব আনার সুযোগ দেওয়া হয়নি। কিন্তু রেলওয়ে আমরা এনেছি তাদের বিরোধিতা সত্বেও আমি নিজে প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ছিলাম। তখনকার শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পন্থ বলেছিলেন যে আমরা ধর্মনগর-এর বেশী দেবনা কারণ তাহলে তোমাদের আন্দোলন করা বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি ঠাট্টা করে বলেছিলেন। আন্দোলন আমাদের করতে হবে সেটা তিনি জানতেন কারণ প্রায়রিটি পেতে হলে আন্দোলন করতে হয় সেটা তিনি জানেন। দুঃখের

বিষয় হচ্ছে ফরাক্কা বাঁধের জন্য যেখানে পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস এবং কমিউনিষ্ট একত্রে প্রস্তাব নিতে পারেন ত্রিপুরায় এইরকম কংগ্রেস সদস্য দেখছিনা যারা ত্রিপুরার মংগলের জন্য একত্রে প্রস্তাব নিতে পারেন সেরকম চেহারা একজন সদস্যেরও দেখছিনা। সেখানে পশ্চিম বাংলায় ফারাক্কা বাঁধের জন্য একত্রে প্রস্ত'ব নিতে পারেন কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করতে পারেন যে ফারাক্কা বাঁধের জন্য তোমাদের টাকা দিতে হবে কিন্তু রেলওয়ের জন্য ত্রিপুরার কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট একত্রে প্রস্তাব নিতে পারিনা, কারখানার জন্য আমরা প্রস্তাব নিতে পারিনা এবং সে কাজটি তারা হাসিল করেছেন দলীয় সংকীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে ত্রিপুরার স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে তারা এটার বিরো- ধিতা করতে সাহস করছেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা একথা জানি যে রেলওয়ের মত আমরা পাওয়ার সম্পর্কে ডুম্বুর প্রস্তাব এনেছিলাম না? তখন কংগ্রেস দল বলেছিলেন-না আমরা আসাম থেকে পাওয়ার পাব, ডুম্বুর-এর দরকার নাই বলেছিলেন না? আজকে কেন ডুম্বুর প্রয়োজন হয়? কেন্দ্রীয় সরকার জানেন ত্রিপুরার সমস্যা কত গভীর। এখানকার সরকারের উপর নির্ভর করে নয়। ডুম্বুরের তারা বিরোধিতা তখন করেছিলেন।

This is not a fact (from Rullnig bench)

SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTI -Yes, this is a fact.

মাননীয় স্পীকার স্যার, বাজেট সেসানের বক্তৃতা মন্ত্রী মহাশয় পড়ে দেখুন সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কিনা আসাম থেকে পাওয়ার আনা হবে, ডুম্বুর দরকার নেই। কোনদিনও ইনফ্রাষ্ট্রাকচার হবেনা যদি এই জিনিষটা হয়।

(Interruption)

MR. SPEAKER—Order, order.

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের কেন্দ্রীয় রিহেবিলিটেশান মিনি- ষ্টার শ্রীত্যাগী যখন এখানে এসেছিলেন তিনিও বলেছিলেন যে আমি রেলওয়ের জন্য চেষ্টা করব কিন্তু তারপর কোথায়—কেন রেলওয়ের প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে গেল। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই জিনিষটা আজও হয়নি, হবেনা যদিনা আমরা এর জন্য প্রচেষ্টা

চালিয়ে যাই এবং ভেতরেও আমরা এই বিষয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব এবং তাদের বিরোধিতা সত্বেও চালিয়ে যাব। মাননীয় স্পীকার স্যার, র-মেটেরিয়েলসের কথা বলা হয়েছে, এরা কি খবর রাখেন এই ভদ্রলোকেরা যারা এখানে বক্তৃতা করতে আসেন, এখানে র-মেটেরিয়েলসের ব্যাপারে কত সুবিধা? তা ছাড়া সমগ্র ভারতের তুলনায় এখানে পিছিয়ে নেই। সুগার কেইন সম্পর্কে তিনি সম্ভবতঃ জানেন না ত্রিপুরায় সুগার কেইন ২৫৬০ পাউণ্ড উৎপন্ন হয় যেখানে অল ইণ্ডিয়ার ফিগার হচ্ছে ২৮০৮ এবং সেটা ইউ, পি. ও বিহারকে নিয়ে যেখানে সুগার কেইন সবচেয়ে বেশী প্রডিউসড হয়। কাজেই তার সংগে ফেভারএবলি কমপেয়ার্ড হতে পারে ত্রিপুরার সয়েল। এটা আমাদের কথা নয়, ত্রিপুরার টেকনো ইকোনমিক সারভের রিপোর্ট। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে সময় নষ্ট করে সেটা পড়ে নেবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, কটন ত্রিপুরায় ১৬৫ যেখানে অল ইণ্ডিয়ার ফিগার ৯২, ত্রিপুরার জুট-এর প্রডাকশন হচ্ছে ১১৫৮ অল ইণ্ডিয়ার ফিগার ৯৩২ কাজেই আমরা কোথায় পিছিয়ে? আমাদের র-মেটেরিয়েলসের কত ফেভারএবল কনডিশান রয়েছে। টেকনো ইকানমিক সার্ভে একথা বলেছে। ডাক্তার সাহেবের খাতায় একথা লেখা নাই এটা এক্সপার্টদের খাতায় লেখা থাকে। ডাক্তার সাহেবের বইয়ে এটা লেখা নাই।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি এই সমস্ত শিল্প অন্যান্য রাজ্যে তৈরী হয় এবং হচ্ছে এখানে যদি আমাদের শিল্প হত, কৃষকরা ভাল দাম পেত এবং কৃষকরা উৎসাহিত হত, সে সমস্ত টিলা জমিতেও আখের চাষ হত। একথা নয় যে এখানে আখ পাওয়া যায় না। মাননীয় সদস্য যিনি কৈলাশহর থেকে এসেছেন তিনি বলতে পারবেন কারণ তিনি পুরাণো লোক যে ধর্মনগর, কৈলাশহর কি বিরাট আখের চাষ ছিল। অমরপুর সমস্ত গোমতী ভেলিতে কি বিরাট আখের চাষ ছিল আমরা দেখেছি। সেগুলি কোথায় গেল। কারণ বাজার নাই বলে আখের চাষ নষ্ট হয়ে গেল। আজকে আমরা দেখছি উড়িষ্যায় পঞ্চায়েত পর্যান্ত সুগার মিল করেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় হয়ত সে খবর রাখেন না কারণ সে খবরের প্রয়োজন তাদের হয় না।

কিন্তু তিনি বলেছেন যে এটা আন-ইকনমিক। এর কাছে সেই তথ্য কোথা থেকে এল এই আমি জানিনা যে এটা আন-ইকনমিক। আমরা দেখছি যে উদয়পুরে আজও যে আখের চাষ হচ্ছে তা দিয়ে ছোট ছোট মিল গড়ে উঠতে পারে। সুগার মিল করার অসুবিধা নাই সেটা করা যায়। জুট, ইয়ার্ণ, সুগার মিল সম্পর্কে আমি যেটা বললাম সেটা করার এখানে সুবিধা আছে। পেপার পাল্প এর মিডিয়াম সাইজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ করার একটা স্কীম ৩য় পরিকল্পনায় ছিল সেখানে আমরা দেখেছি সম্ভবতঃ ১৮ লক্ষ টাকা বা এ'রকম একটা এমাউন্ট বরাদ্দ আছে সেটা কি হয়েছে কার পকেটে ঘুরছে সেটা মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারবেন, কিন্তু সে প্রচেষ্টা এখানে নাই। এখানে ফিনান্সের কথা উঠেছে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে আশংকা প্রকাশ করেছেন। মন্ত্রী মহাশয়ের রিপোর্টে বললেন যে প্রাইভেট পার্টি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। প্রাইভেট পার্টির মধ্যে একজন শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক যিনি মস্ত বড় একটা ইণ্ডাষ্ট্রী এখানে হাঁকিয়ে বসেছেন। কিন্তু তার ঘরের ভিতর গেলে দেখা যাবে এটা যে কত বড় ফাঁকা জিনিষ সেটা টের পাওয়া যাবে। এই হাউসে আমি এটার তদন্ত দাবী করি। সে ভদ্রলোক ইমপোর্ট লাইসেন্স নিয়েছেন, ত্রিপুরার নাম করে। কিন্তু সে সমস্ত জিনিষ ত্রিপুরায় আসেনা, কলিকাতা থেকেই বিক্রয় হয়ে যায় এবং এই বিজিনেস তার কলিকাতায় ভাল চলছে ত্রিপুরায় প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে প্রায় চলেনা। এই হচ্ছে কারণ এরা হচ্ছে গাঁটছড়া বান্ধা। এই সমস্ত লোকের বাড়ীতে আমি শুনেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কলিকাতায় গেলে আতিথেয়তা নেন, এমনকি গভর্ণমেন্টের বাড়ীতেও থাকেন না। কাজেই এই সম্পর্কে আমি তদন্ত চাচ্ছি, এটা তদন্ত করা হউক যে এই ভদ্রলোক ব্যবসা চালাচ্ছেন কত জিনিষ ইমপোর্ট করেছেন ত্রিপুরার নাম করে এবং সে সমস্ত জিনিষ এখানে আসে কিনা? মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একথা বলতে পারি যে এখানকার নাম করে যে সমস্ত আয়রণ ও ষ্টিল গত ৫ বৎসর আনা হয়েছে সেই আয়রণ এবং ষ্টিল এখানে আসেনি। এখানে যারা লোহার কাজ করে তাদের কাছে খবর নিয়ে আমি দেখেছি তারা কন্ট্রোল রেটে লোহা পায়না ব্ল্যাক মারকেট থেকে তাদের ক্রয় করতে হয়। অথচ ইণ্ডাষ্ট্রির খাতায় দেখুন সেই

লোহা আসছে কিনা। সেই লোহা গেল কোথায়? কার ঘরে সে লোহা গেল সে সম্পর্কে আমি তদন্ত চাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানকার যিনি ডিরেক্টার অফ ইণ্ডাষ্ট্রীজ ছিলেন তিনি কি করে এই সামান্য চাকুরী করে দুইখানা বাড়ী করেন সে সম্পর্কে তদন্ত চাই, সমগ্র ইণ্ডাষ্ট্রী এদের পৃষ্ঠপোষকতায়, কংগ্রেস নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায়, মন্ত্রীদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সমস্ত দুর্নীতি চালিয়ে আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রিজগুলিকে ধ্বংস করেছেন তার সে সম্পর্কে তদন্ত চাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, এল. আই. সি আমাদের দেশ থেকে অনেক টাকা নেয়। লক্ষ লক্ষ টাকা তারা প্রাইভেট ফার্মগুলিতে ইন-ভেষ্ট করে গভর্ণমেণ্ট কোং যদি এখানে ফর্ম করা যেত...

মাননীয় স্পীকার স্যার, ষ্টেট ডেভালপমেণ্ট কর্পোরেশান অন্যান্য জায়গায় হয়েছে কিন্তু এখানে হচ্ছেনা কেন? যদি থার্ড প্লেন দেখা যায় সেই থার্ড প্লেনে বলা হয়েছে যে এর জন্য টাকা ধরা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেখানে বলা হয়েছে যে আমরা ইণ্ডাষ্ট্রীয়েলি আনডেভলাপড এলাকার জন্য ষ্টেট ইনডাষ্ট্রিয়েল কর্পোরেশানকে টাকা দেব আজকে তারা বলছেন হবে হবে হচ্ছে কিন্তু গত ১০ বৎসরের মধ্যে তারা কি করেছেন গত ১০ বৎসরেও এই সমস্ত ইণ্ডা-ষ্ট্রীজ ডেভেলাপমেণ্ট করার জন্য ফিনান্স কর্পোরেশান করেন নি। তাছাড়াও মাননীয় স্পীকার স্যার ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ফিনান্স কর্পোরেশান ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল এবং ক্রেডিট ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশান সেণ্টালে আছে এবং নেশানেল ইণ্ডাষ্ট্রী ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশান যেটার নাম মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, এই সমস্ত অরগ্যানাইজেশানগুলি ইণ্ডাষ্ট্রীজগুলির ডেভেলাপমেণ্টের জন্য আমি দাবী করি। প্রাইভেট সেক্টারের জন্য বসে থাকার প্রয়োজন নাই। প্রাইভেট সেক্টারের লোক সহসা আসবে সেটা আশা করা বৃথা। সেটা ত্রিপুরার উন্নতির জন্য নয়। তাদের সংগে একত্র হয়ে তাদের যদি কিছু এক্সট্রা লাভ থাকে তাহলে তারা তা করতে পারেন কিন্তু ত্রিপুরার তাতে মংগল হবেনা এবং ত্রিপুরার মংগল করতে হলে ষ্টেট সেক্টার এ কাজ আরম্ভ করতে হবে। এই কথাটা আমি বলছি। আরেকটা জিনিষ-এর প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই ইণ্ডাষ্ট্রি ডেভেলাপড না হওয়ার ফলে কি ঘটনা ঘটেছে। আজকে গ্রাম অঞ্চলে একটা বিরাট আন-এমপ্লয়মেণ্ট

প্রবলেম সল্ভ হয়নি। এবং কৃষকদের মধ্যে ষ্ট্রাগল ফর ল্যাণ্ড—জমি পাওয়ার জন্য যে একটা সংগ্রাম সেই সংগ্রামের মধ্যে যারা দুর্ব্বল তারা পরাজিত হচ্ছে এবং যারা সবল তারা আজকে তার জমি দখল করছে, জোর জবরদস্তি করে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করে দেখবেন কি গত এক বছরের মধ্যে জোর জবরদস্তির ফলে কত হাজার ল্যাণ্ড ডিসপুট সৃষ্টি হয়েছে ত্রিপুরায় এবং তার মধ্যে শতকরা ৯০টির ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এইগুলির মধ্যে দুর্ব্বল যারা তারা হচ্ছে উপজাতীয় যারা দীর্ঘদিন জমিতে বসেছিল অথচ জমির আইন-কানুন জানেনা.অভিজ্ঞ নয়, সেটেলমেণ্টকে টাকা ঘুষ দিয়ে জমি রেকর্ড করাতে পারেনি সে সমস্তগুলি হচ্ছে উপজাতীয়, পাহাড়িয়া। হাজার হাজার এই সমস্ত উপজাতীয়কে জমি থেকে জোর জবরদস্তি করে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এই কারণে আজকে আমরা দেখি যে ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ডেভলাপমেণ্ট এটা হচ্ছে এগ্রিকালচার থেকে ডাইভার্ট করার একমাত্র উপায়। যারা ক্ষুধার্ত্ত মানুষ তাদেরত মৌখিক সহানুভূতি জানিয়ে হবেনা, অলটারনেটিভ—বিকল্প জায়গা দিতে হবে। সেই জায়গা দিতে হবে উদ্বাস্তুদের, যারা বেকার, তাদের চাকুরী দিতে হবে, পাহাড়িয়াদের জন্য জায়গা দিতে হবে। তা ছাড়া এখানকার ছেলেরা যারা—আমি জানি কর্মঠ তারা ট্রেনিং পেয়েছে তারা কেউ অকর্মণ্য নয়। সুন্দর ট্রেনিং তারা পান। ভূপালে যখন আমি গিয়েছিলাম মাননীয় স্পীকার স্যার আমি দেখেছি ৩০/৩৫টি ছেলে চমৎকার কাজ করছে

(at this stage the red light was lit)

MR, SPEAKER—The House stands adjourned till 2 P. M.

SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTI—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে কথা বলছিলাম, সেটা হচ্ছে, ত্রিপুরার অস্বাভাবিক অবস্থার কথা। সেই অস্বাভাবিক অবস্থা সম্পর্কে আমি একটা প্রশ্ন মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে, সম্প্রতি কমলপুরে আমাদের এডমিনিষ্ট্রেশন থেকে সার্ভে করা হয় শিক্ষকদের মাধ্যমে, যার রিপোর্ট গত অধিবেশনে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উপস্থিত করেছেন। সেই রিপোর্টে আমরা দেখি কি? আমরা দেখি যে, ত্রিপুরাতে ভয়াবহ অর্থনৈতিক চিত্র, কারণ সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে একজন

লোকের মথাপিছু মাসিক আয় হচ্ছে ১২৲ টাকা। এটা আমাদের রিপোর্ট নয়, প্রাথমিক শিক্ষকরা ঘরে ঘরে গিয়ে যে সার্ভে করেছেন. সেই সার্ভে রিপোর্ট-এই ভয়াবহ প্রশ্নটি উঠেছে। Techno-economic survey report আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব, যে ত্রিপুরাতে বাৎসরিক মাথাপিছু গড়পড়তা আয় হচ্ছে ২০৮৲ টাকা যেখানে সর্ব্বভারতীয় সংখ্যা হচ্ছে ২৬১ টাকা। কাজে কাজেই এই আর্থিক অবস্থা যেখানে রয়েছে, সেখানে যদি তার কোন রকমের পরিবর্ত্তন সাধন করতে হয় তাহলে ইণ্ডাষ্ট্রী ছাড়া সেটা হতে পারে না। দ্বিতীয় আর একটি জিনিষ সেটাও আমি বলছি যে এখানে মিনারেল্স এর সম্ভাবনা সম্পর্কে সে সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে তার তথ্য techno economic survey report এ গোপন রাখা হয়েছে। আমরা আশা করব যে, বর্ত্তমানে যারা সরকার, তারা এটা চালিয়ে নিয়ে যাবেন, মিনারেলস্ এর সম্ভাবনার কথা techno economic survey তে বলেছে যে এই বেল্টএ থাকার সম্ভাবনা হচ্ছে অত্যন্ত বেশী। কারণ বার্মা থেকে আসাম এই সমগ্র এলাকাটি হচ্ছে Petrolium এবং Oil এর এলাকা। কাজেই এই এলাকাতে এর সম্ভাবনা যে প্রচুর সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার একটি জিনিষ আমরা লক্ষ্য করি, সেটা হচ্ছে যে এখানকার techno economic surveyতে এই কথাটি বলা হয়েছে যে এখানকার power আমাদের consumption হচ্ছে মাথাপিছু ২, যেখানে সমগ্র ভারতের consumption হচ্ছে মাথাপিছু ৩২। এটা লক্ষ্য করার মত বিষয় যে কতখানি পশ্চাদপদ হলে পরে মাথাপিছু consumption হতে পারে মাত্র ২। আমার জানা নেই যে ভারতবর্ষের অন্য কোন এলাকায় এত কম power consumption আছে। এবং তারা একথাও উল্লেখ করেছেন যে, Industrial development ছাড়া এটা সম্ভব নয় এবং তার জন্যই যে project টি নেওয়া হয়েছে, সেটি যাতে তাড়াতাড়ি করা হয়। আমি ডম্বুর প্রজেক্ট এর কথা বলছি। সেই সম্পর্কে আমি মন্ত্রী মহাশয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, সর্ব্বশেষে আমি আমার বক্তব্য আবার রাখছি যেটা আমি আগেও রেখেছি। সেটা হচ্ছে এই যে, সেই ইণ্ডাষ্ট্রীগুলো যা আমাদের এখানেও আছে

সেগুলো যাতে বেঁচে থাকে সেই সম্পর্কে কার্য্যকরী প্রতিশ্রুতি আমরা মন্ত্রী মহাশয়দের কাছ থেকে পেতে চাই। বিশেষ করে যে কাজগুলো abandoned হলো। যাতে আমাদের এখানকার প্রায় একশত পরিবার একেবারে পথে এসে দাড়াল। তারা যাতে যতদিন পর্য্যন্ত না সেটা চালু হয়, ততদিন পর্য্যন্ত একটা সাহায্য পান এবং এই চালু করার একটা সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি আমরা মন্ত্রী মহাশয়দের কাছ থেকে পেতে চাই। সেটা কি করে চালু হচ্ছে, কিভাবে চালু হচ্ছে এবং তার ভবিষ্যৎ কি ?

এ সম্পর্কে আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি। আর আলোচনার প্রয়োজন মনে করিনা। এবং সর্ব্বশেষ আমি ওয়ার্নিং দিচ্ছি যে private sector সম্পর্কে আমাদের এখানে যে একটা মিথ্যা আশা দেওয়া হচ্ছে—

MR. SPEAKER :–I would draw the attention of the Hon'ble Member that "মিথ্যা" is unparliamentary.

SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTI—একটা অসত্য এবং বিভ্রান্তিকর একটা আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে।

MR. SPEAKER :—I have given my rulling thereon.

SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTI–বিভ্রান্তিকর, I obey, sir, বিভ্রান্তিকর যে statement দেওয়া হচ্ছে, সেটা করা উচিত হবেনা, কারণ কিভাবে টাকা দেওয়া হয় তার একটা দৃষ্টান্ত তো এখানে আমরা আজই দেখলাম যে, দুজন লোককে টাকা দেওয়া হল, ছোট ছোট industry করার জন্য। প্রমোদ রঞ্জন ধর, গোপাল দেব। একজন কয়েকদিন আগে পাকিস্তান থেকে এসেছেন এবং তিনি স্বর্ণ শিল্পী রেজিষ্টার্ড নন, আর একজন তিনি হচ্ছেন জুয়েলার যার সঙ্গে স্বর্ণশিল্পির কোন সম্পর্ক নেই তাকে স্বর্ণশিল্পির জন্য বরাদ্দ এই টাকা দেওয়া হল, সেটা কার টাকা ? স্বর্ণশিল্পির rehabilitation এর টাকা। কাজেই এখানে টাকা বিলি বণ্টন করা শিল্প অগ্রসর করবার জন্য নয়, এটা হচ্ছে খাতির করার জন্য, এবং other considerations থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়। কাজেই এর তদন্ত আমি দাবী করি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অনেক সময় নিয়েছি, আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি, এবং আমি মনে করি যে ধর্মনগরে যেখানে

রেলওয়ে এসেছে সেখানে আজই মাঝারী শিল্প গঠনের এই কাজ সুরু করা যায় এবং অন্যান্য জায়গায় তার প্রস্তুতি নেওয়া যায়, এবং আজই ধর্মনগরে যে কোন industry করবার যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন, সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা আছে। Power যদি প্রয়োজন হয়—আসাম থেকে সেই power আনা যায়। সেই power আনার ব্যবস্থা করা হউক। সেখানে রেলওয়ে facility রয়েছে এবং এখানে অন্যান্য raw matarials পাওয়া যায়। কাজেই ধর্ম্মনগরে একাজ আমরা সুরু করতে পারি। একথা বলেই আমি প্রস্তাব সমর্থন করে আমার আসন গ্রহ করছি।

MR. SPEAKER—I would now call on Shri Monoranjan Nath.

SHRI MANORANJAN NATH—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধীপক্ষের সদস্য হাউসে প্রস্তাব এনেছেন যে ত্রিপুরায় catton yarn mill, sugar mill, paper mill, jute mill ইত্যাদি করার জন্য। এই প্রস্তাবটি খুব সুন্দর এবং এটা হাটে বাজারে চালু করার উপযুক্ত। কিন্তু এই প্রস্তাব আসবার আগে আমাদের কতগুলি বিষয় চিন্তা করা দরকার। সেই বিষয়গুলি চিন্তা করে প্রস্তাব আনা দরকার। তারা যে প্রস্তাব আজ এনেছেন, আমি মনে করি ত্রিপুরা সরকার এর পূর্ব্বেই এই বিষয়ে চিন্তা করেছেন। এর দীর্ঘদিন আগেই, মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাতে এখানে industry গড়ে তোলা যায় তার চিন্তা করেছেন, তারজন্য চেষ্টা করছেন। সুতরাং এই অবস্থায় আজকের এই প্রস্তাব আনার কোন যৌক্তিকতা নাই। কেবল হাটে বাজারে চালু করার জন্য এবং লোককে বিভ্রান্ত করার জন্য এই প্রস্তাব আনা হয়েছে উদ্দেশ্য মূলকভাবে। কাজেই আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করতে পারছিনা। তবে ত্রিপুরার বেকার সমস্যা, দেশের চাহিদা ও উন্নতিকল্পে industry গড়ে তোলা আবশ্যক একথা স্বীকার্য্য। ত্রিপুরায় শিল্প প্রসার না হলে ত্রিপুরার উন্নতি ঘটবে না এ কথা অস্বীকার করবার কোন পথ নাই।

প্রস্তাব আনা অতি সহজ কিন্তু তা কার্য্যে রূপায়িত করা অত্যন্ত কঠিন। কার্য্যে রূপায়িত করে successful হতে পারলে সেই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা থাকে। তবে সেই প্রস্তাব আনবার আগে

আমাদের কতগুলি ব্যাপার চিন্তা করা দরকার। Industry করতে গেলে প্রথমতঃ চিন্তা করতে হবে এখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এখানে skilld labour আছে কিনা। এবং সেই skilled labour যদি থেকে থাকে তবে তা Mill বা Factory তে ব্যবহার করা যাবে কিনা ? Un-skilled labourও কি পরিমান আছে, তাও আমাদের দেখা আবশ্যক। তারপর দেখতে হয় যে, সেই mill বা factory স্থাপন করলে দেশের লোক কতটুকু উপকৃত হবে এবং দেশের চাহিদা কত ? সেই mill এর produce বাহিরে চালু হবে কিনা তা দেখা দরকার। সেই জিনিষ বাইরে পাঠাবার মত কোন যোগাযোগ আছে কিনা তাও আমাদের জানা দরকার। এই অবস্থায় আমরা যদি চিন্তা করি এবং সে সমস্ত raw material এখানে পাওয়া যায় সেই raw matireals দ্বারা এখানে কোন mill বা factory চালান সম্ভবপর কিনা তাও চিন্তা করা দরকার। যদি কোন মিল স্থাপন করা যায় তাহলে সারা বৎসর তার কাজ চলবে কিনা—না শুধু season timeএ চলবে তাও চিন্তা করা দরকার। এখানে বিরোধী পক্ষের একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, raw materials এর চাহিদা আছে। আবার বলছেন যে, বাইরে থেকে কোন private sector এখানে এসে কাজ করতে সক্ষম হবেনা, করবে না। Raw metarials যদি এখানে থাকে এবং তা যদি তার লাভজনক হয় তাহলে private sector এখানে আসতে রাজি হবেনা কেন ? এটা আমি contradictory statement বলে মনে করি। এখানে মিল বা factory চালু করলে দেখতে হয় যে সেই millবা factoryতে যে জিনিষ উৎপাদিত হবে সেই জিনিষ বাইরের বাজারের সঙ্গে compete করতে পারবে কিনা তাও আমাদের দেখা দরকার। এখানে কোন বিশেষ যোগাযোগের ব্যবস্থা নাই, এবং রেলওয়ে মাত্র ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত এসেছে, মাত্র একটি লাইন। এই লাইন দ্বারা বাইরে কতটুকু মাল চলাচল করতে পারে এবং কতটুকু cost পড়বে তাও অত্যন্ত চিন্তনীয় ব্যাপার। এই অবস্থাতেও ত্রিপুরা সরকার শিল্প প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব করেছেন এবং যাতে সেই factory বা মিল গড়ে উঠে তার চেষ্টা করছেন, এখানে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য বলেছেন

যে, ধর্ম্মনগরে মিল বা ফ্যাক্টরী ভাল হয়, সে সম্পর্কেও সরকার অবহিত আছেন। একটি sugar factory ধর্মনগরে করার জন্য একটা চেষ্টা হয়েছে এবং সেই কাজে অগ্রসর হওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। এখানে বিরোধী পক্ষের সদস্য বলেছেন যে ধর্মনগরে এবং কৈলাসহরে যথেষ্ট আখের চাষ হত। কিন্তু আমার মনে হয়, বর্ত্তমানে ধর্ম্ম-নগরে এবং কৈলাসহরে যে আখের অভাব হয়েছে এবং আখের দ্বারা যে গুড় উৎপাদিত হয়, তার যে কি দর হয়েছে মাননীয় সদস্য তার কোন খবর রাখেন বলে আমার সন্দেহ হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় ধর্মনগর এবং কৈলাসহরে আখের অত্যন্ত অভাব, সেটার নানাবিধ কারণ আছে।

বিরোধী পক্ষের একজন সদস্য বলেছেন যে, আগে Electorial College ছিল, তখন ত্রিপুরার লোকের কোন কথা বলবার ক্ষমতা ছিলনা। তারপর T.T.C আসলো তারও limited ক্ষমতা। তারপর এখন বিধানসভা আসছে এবং তার অগাধ ক্ষমতা। আমি বলব যে, আমাদের যে Union Territories Act আছে সে Act এর বলে, আমাদের এই বিধান সভা হয়েছে তাতে সে ক্ষমতা আছে, financial ব্যপারে আমাদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সুতরাং অগাধ ক্ষমতা এই কথা বলার কোন যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পাচ্ছিনা। আজকে মিল বা ফ্যাক্টরী যাই কিছু করতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হাত পাততে হবে, এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উপর সম্পুর্ণ নির্ভরশীল হতে হবে।

এখানে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য বলেছেন যে বাঁশ যথেষ্ট আছে তা এখানে কাগজ তৈরী করার যথেষ্ট raw-materials আছে, বর্ত্তমান অবস্থায় ত্রিপুরায় বাঁশের অত্যন্ত অভাব। সাধারণ লোকে বাড়ী ঘর করার জন্য পর্যাপ্ত বাঁশ বেত পাচ্ছে না। এই অবস্থায় একটি Paper mill চলে কিনা তা আগেই Investigation করা দরকার। হঠাৎ করে বললেই একটা paper mill চালু করা যায় না। বিশেষ করে দেখা দরকার যে এখানে paper mill এর raw materials পাওয়া যাবে কিনা এবং উৎপাদিত হবে কিনা। এখানে বিরোধীপক্ষের মাননীয় একজন সদস্য বলেছিলেন যে ডম্বুর প্রজেক্টের কাজ নাকি হবে না। আমি এই কথা বিশ্বাস করি না।

কারণ Industrial projectএর কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য আমরা আসাম থেকে ইলেকট্রিক আনব। ডম্বুরুতে কাজ হবে না এমন কোন কথা তিনি বলেন নাই। Mineral সম্পর্কে বলেছিলেন যে যদি এখানে Mineral থেকে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সে কাজ হবে এবং সেজন্য কর্মচারী নিযুক্ত আছেন এবং তার তথ্যানুসন্ধান করা হচ্ছে। এই অবস্থায় মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি, এখানে আজকে এই প্রস্তাব আনার কোন যৌক্তিকতা নাই। দীর্ঘদিন পূর্ব্বেই আমাদের ত্রিপুরা সরকার ইহা করার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এই Industry গড়ে তুলবার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন। সেই Industry এখানে গড়ে তুলবার জন্য Assam থেকে electricityও আনার চেষ্টা হচ্ছে। সরকার পক্ষ এবিষয়ে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন এবং মাননীয মন্ত্রী ইতিপূর্ব্বে তাঁহার বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এই সম্পর্কে আমি আর কিছুই বলছি না। এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER—I would now call on Shri Pramode Ranjan Das Gupta.

SHRI PRAMODE RANJAN DAS GUPTA—মাননীয় Speaker মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাহা সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করি। একটা দেশ বা একটা জাতি আজকের দিনে বাঁচতে পারেনা যদি সে দেশকে Industrialised না করা হয়। আজকে আমরা ১৭ বৎসর হয় স্বাধীনতা পেয়েছি। স্বাধীনতা পাওয়ার পর যে সমস্যা সারা ভারতে দেখা দিয়েছিল, সে সমস্যা ত্রিপুরাতেও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু আমরা ত্রিপুরাকে শিল্পোন্নত করার কোন চেষ্টা করিনি। এমন কি সারা ভারতে আজকে যে প্রশ্ন, যা আপনারা দেখেছেন, তৃতীয় পরিকল্পনার কাজ চতুর্থ পরিকল্পনায় শেষ হয় কিনা সন্দেহ। আজকে ত্রিপুরায় কোন পরিকল্পনা দূরের কথা কোন একটা কাজই আমরা দূরদৃষ্টি নিয়ে গ্রহণ করিনি। স্বাধীনতার পর থেকে ত্রিপুরার শাসন কর্তৃপক্ষ একটা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি নিয়েই এই ত্রিপুরাকে দেখেছে। এই ত্রিপুরায় এডভাইসারী বোর্ড হয়েছিল। ত্রিপুরার যারা কংগ্রেস মহল তাদের প্রতিনিধিই এই এডভাইসারী বোর্ডে ছিল।

তৎকালীন ত্রিপুরার শিল্পের ব্যাপারে এই এডভাইসারী বোর্ডের যারা Memberতারা কিছু করেছেন বলে আমরা জানি না, এমন কি কোন পরিকল্পনার প্রস্তাব পর্য্যন্ত দেয় নি। Territorial Council এর মারফতে যখন আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম তখন তারা অনেক অজুহাত দেখিয়েছিল। আমি প্রথম যখন Industryর কথা বলেছিলাম তখন বলেছিল Power নেই। আবার যখন Power এর কথা বলা হয়েছিল তখন এ Power কোথায় consume করা হবে, কি করা হবে এইসব অজুহাত তোলা হয়েছিল। এইসব অজুহাতে ত্রিপুরার শিল্প পরিকল্পনাকে আজ স্বাধীনতার ১৭ বৎসর পর এমন অবস্থায় নিয়ে এসেছে যে আজ ত্রিপুরার বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে। বেকার সমস্যাকে আমি শুধু এভাবে দেখতে চাই যে শুধু উদ্বাস্তুই আসেনি, এমন বহু সংখ্যক যুবক আছে, যারা class VIII, IX ও X পর্য্যন্ত পড়েছে। আজ পড়ার দিকে আর তারা এগোতে পারেনি। আজ তারা বেকার হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় যদি শিল্প থাকতো তবে তারা সেখানে Employed হতে পারতো। মাননীয় Speaker মহোদয়, আজকের দিনে Cost cf living যে ভাবে বেড়েছে, তাতে ত্রিপুরার প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে যদি ভবিষ্যতের কোন পথ দেখানো না যায় তবে ত্রিপুরায় যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে তাকে রোধ করবার কোন ক্ষমতা কারো থাকবে না। আমরা আজ যে প্রস্তাব House এর সামনে রেখেছি সেই প্রস্তাবের উত্তর আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যা দিয়েছেন তাতে আমরা পাচ্ছি যে আমরা করব এবং করছি। মাননীয় Speaker মহোদয় আজ ত্রিপুরার ১৭বৎসর যে টাকা নষ্ট হয়েছে, wastage করা হয়েছে তাতে ২।৩টি State Industry গড়ে তোলা যেত। আপনারা জানেন State Industriesএর যে conferanceএ যে আলোচনা হয়েছে তাতে আছে যে ৫ লক্ষ টাকা দিয়েও State Industry গড়ে তোলা যায়। সেই টাকা নিয়ে কি এখানে Industry গড়ে তোলা যেত না। যে টাকার কথা মন্ত্রী মহোদয় বলছেন সে টাকার উত্তর আমি দিচ্ছি, যে টাকার অভাব ছিলনা টাকা আমরা wastage করেছি, টাকা প্রকৃত কাজে ব্যবহৃত হয়নি। আমরা জানি যে প্রতি colonyতে

লাখ, দেড় লাখ টাকা co-operative বাবদ খরচ হয়েছে,—যেমন Umbrella stick তৈরী ইত্যাদির কাজে লোকসান হয়েছে কিন্তু আমাদের যদি সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা থাকত তবে সেইসব একত্রিত করে আমরা ২।১টা মিল প্রতিষ্ঠিত করতে পারতাম না? যদি খবর নিন তবে Employment Exchangeএ দেখবেন কত লোকের নাম Registry করা হয়েছে এবং কতলোক বেকার বসে আছে এবং কত পরিবার ২ বেলা খেতে পাচ্ছে না। এইসব লোককে Industry থাকলে provide করা যেত। আমি Raw Materials সম্বন্ধে প্রথম বলব cotton, jute এবং paper মিল কেন হয় না। আমার একটু সন্দেহ আছে যে এখানে কলিকাতা Mill owner দের কোন foul play আছে কিনা। Jute ত্রিপুরায় যে স্থান অধিকার করেছে সেটা সারা ভারতের মধ্যে ৩য় কি ৪র্থ স্থান। আগে যেখানে পাটের দাম উঠত ৪০—৪৫৲ টাকা, আজ সেখানে দাম উঠে ২৪—২৫৲ টাকা। কারণ Mill গুলি price dictate করছে। এখানে যারা Jute purchaser আছেন, তারা সবাই Calcutta Mill এর মালিক এবং তারা ত্রিপুরায় Mill করছে না কারণ তাদের লাভ; তারা এখানকার পাট যে কোনও দামে কিনতে পারে। Middle men এর দ্বারা এইসব পাট purchase করে ত্রিপুরায় কৃষকদের সর্ব্বহারা করছে। আমি মনে করি ত্রিপুরার যুবকদের অন্ন সংস্থানের জন্য এখানে মিল স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। আমি একথাও বলব যে কংগ্রেসের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় আছেন এবং মন্ত্রীরা আছেন তারা Mill ownerদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এখানে মিল স্থাপনের কোন চেষ্টা করছেন না। আমি আশা করেছিলাম Jute Industry ত্রিপুরায় কেন হবে না, তার কারণটা কি এর উত্তর মন্ত্রীদের কাছ থেকে পাব। আপনারা জানেন Jute Industry market সম্পর্কে একজন সদস্য মাননীয় শ্রীমনোরঞ্জন বাবু বলেছেন যে হাটে বাজারে চালু করার জন্য। অবশ্য তার মত unprincipled লোকের পক্ষে unprincipled কথা বলায় এমন কিছু যায় আসেনা। আমি সেই কথার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি না। কিন্তু ত্রিপুরার Jute ত্রিপুরার Raw Jute এখানে Bale হয়ে কলিকাতার Mill এ

Finished goods হয়ে যদি সেখানে Market পায় তবে ত্রিপুরায় সেই Jute Finished হয়ে কেন Market পাবে না? তার carrying cost কি বেশী পরবে না কম পরবে? অতএব আমাদের মাথায় যদি হরতাল থাকে তবে আমাদের কাছে পরিকল্পনা আসতে পারবে না। আমাদের যে শাসকবর্গ, যে মন্ত্রীমণ্ডলী আমাদের শাসন চালাচ্ছেন, তাঁদের মাথায় সম্পূর্ণ হরতাল আর না হয় অন্য এক জায়গা থেকে তাদের চাবি নারছে যাতে তারা এই বিরোধীতা করতে চান। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আরো একটি উদাহরণ দিচ্ছি Industryকে কিভাবে অবহেলা করা হয় ত্রিপুরাতে। ত্রিপুরায় ৫২টি Tea Industry ছিল। ত্রিপুরার শাসকবর্গ কিভাবে এই Industryকে হত্যা করেছেন তার আমি উদাহরণ দিচ্ছি। আমি জানি নরসিংগড় চা বাগান এখন আর নেই। Rehabilitation Deptt. একটা Industryকে হত্যা করে সেখানে চা বাগান বন্ধ করেছেন। কারণ সেই Industryর যে মালিক তার হাতে একটা মোটা রকমের টাকা দেওয়া হয়েছে। সেরূপ প্রতাপগড় চা বাগান। সেই চা বাগানে ২৫০।৩০০ শ্রমিক ছিল, আজ তারা বেকার পথে পথে ঘুরছে। যেভাবে এখন তারা জীবনযাপন করছে তা বলার নয়। কিন্তু আজ বাগান কোথায়? সে বাগানের উপর আজ পুলিশের একটা বিরাট অট্টালিকা গড়ে উঠেছে। সে Industryকে হত্যা করেছে কারা? তাদের কি আর কোন জায়গা ছিল না? কেন তারা এই Industryকে হত্যা করলো? কারণ ত্রিপুরার একজন প্রতিপত্তিশালী লোক তার মালীক এবং আমি জানি একজন সদস্যও তার মালিক তারা একটা বিরাট টাকা Acquisition মারফত পেয়েছে। সে বাগানকে সেখান থেকে হত্যা করেছে। তারপর আসুন Rajluxmi Tea Estate, Jamthum Tea Estate কমলপুরে বিরাট টাকার মালিক যিনি বাগান চালাচ্ছেন, সেসব বাগান তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু সে বাগান যদি তারা চালু করতো এবং সরকার যদি সেগুলির দিকে নজর দিতো তাহলে কি সেখানে আমরা Employee দিতে পারতাম না। অনেক লোককে আমরা Employment দিতে

পারতাম। কিন্তু সে প্রচেষ্টা নেই। আমি জানি Jamthum, সুরমা এবং রাজলক্ষ্মী চা বাগানের যে মালীক সে লক্ষপতি। কিন্তু তাকে দিয়ে চা বাগান চালু করার জন্য ত্রিপুরা সরকারের কোন প্রচেষ্টা নেই। ত্রিপুরার মন্ত্রীসভারও কোন প্রচেষ্টা নেই এবিষয়ে। তারপর ঈশানপুর Tea Estate এ ৪৫৯ একরে বাগান আজ ৪০ একরে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ সেখানে ২০ জনও Labour নেই। একদিন সেই বাগানে ৬৫০ লেবার কাজ করত, আজ তারা কোথায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখে কে? আজকে Industryর প্রতি সে অবহেলা তার দরুন যে সকল জায়গায় হাজার হাজার লোক কাজ করে যেতে পারত তারা আজ কাজের অভাবে, অনাহারে পথে পথে ঘুরে মরছে, অতএব আমি যে প্রশ্ন রেখেছিলাম যে এই মন্ত্রীসভা বা কংগ্রেস পার্টি ত্রিপুরাকে শিল্পায়িত করার কোন চেষ্টা করছে না এবং করবার চেষ্টা তাদের নেই। শুধু তাই নয় Tea Industry মারফত ত্রিপুরা সরকার তথা ভারত সরকার বেশ মোটা একটা টাকা পায়। Excise duty, হিসাবে এবং আরও নানা রকম income tax, agriculture income tax হিসাবে। কিন্তু সেই tea industry'ক আরও উন্নত করা এবং আপনারা বোধ হয় জানেন যে Industrial Financial Corpn. একটা আছে, তার থেকে চা বাগানগুলিকে টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু সেই টাকা দেওয়ার ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকার কতদূর ত্রিপুরা tea industryকে সাহায্য করেছে। তা আজকে আমি জানতে চাই। আমি জানি কিছুদিন আগেও ত্রিপুরা রাজ্যের চা বাগানগুলি Industrial Financial Corpn থেকে সাহায্য চেয়েছিল, কিন্তু এখনও তারা পায় নাই। আসামে বিভলার বড় বড় যে Concernগুলি আছে সেসব concern Tea Board ও Industriel Financial Corpn. থেকে লাখ লাখ টাকা সাহায্য পেয়েছে। ত্রিপুরাতে তার কোন প্রচেষ্টা নেই। ত্রিপুরাকে শিল্পোন্নতি করার যে চেষ্টা তা নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই চা বাগান সম্পর্কে আমি আরও একটি কথা বলব, অনেক সময় উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয় যে ত্রিপুরার চা uneconomic কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। ত্রিপুরার চা

আজকে বাজারে compete করতে অসুবিধা feel করছে কেন? তার কারণ ত্রিপুরায় আজকে যে machineগুলি আছে সেগুলি out model. ত্রিপুরাকে শিল্পোন্নত করার যে চেষ্টা সে চেষ্টা এখানে নেই। মাননীয় স্পীকার মহোদয় চা বাগানের প্রসঙ্গে আমি আরও অনেক কথা বলব, আমি জানি অনেক সময় উত্তর দেওয়ার চেষ্টা হবে যে ত্রিপুরার চা uneconomic. এই রকম একটা উত্তর দেওয়া চেষ্টা করবে, কিন্তু তা নয়। আজকে ত্রিপুরার চা বাজারে compete করতে অসুবিধা feel করছে কেন? তার কারণ আজকে ত্রিপুরার চা বাগানের যে machinery যে machineryগুলি Back dated মানে C. T. C. machinery দরকার। আর সেই machinery আনতে হলে ৭০।৮০ হাজার টাকার দরকার। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে challange করতে পারি যে একটা C T C Machine set করতে হলে ৮০ হাজার টাকায় করা যায়। আপনি যদি কোন বাগানকে ৮০ হাজার টাকা দেন তবে আমি দেখিয়ে দিতে পারি যে সেটা করা যায়। অতএব তিনি সে সম্বন্ধে খবর জানেন না। আমি জানি তিনি ডাক্তারী শাস্ত্র ভাল জানেন কিন্তু এ শাস্ত্রে তিনি common senseএর অভাবের পরিচয় দিয়েছেন। মাননীয় স্পীকার মহোদয় এটাই সবচেয়ে বড় দুঃখের বিষয় যে কথাটা আমি এখানে বলছি—মাননীয় মেনন সাহেব বলেছিলেন মন্ত্রী হতে একটু common sense থাকলেই চলে। কিন্তু এখানকার মন্ত্রীদের সেই common senseএর অভাব। অতএব আমি সেই common senseটা apply করে ত্রিপুরাকে শাসন করার ব্যবস্থা করেন তিনি তা হলে আশা করি ……

Point of order. This is unparliamentary.

MR. SPEAKER—This is not unparliamentary but undesirable. I request the Hon'ble Member to go on.

SHRI PRAMODE RANJAN DAS GUPTA—মাননীয় স্পীকার মহোদয় যদিও এটা parliamentary কিন্তু undesirable বলে আমিও দুঃখিত। তবে অনেক সময় undesirable commentsএর উপর

এ-সমস্ত উত্তর দিতে হয়। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ত্রিপুরায় spinning millএর কথা বলছি; একথা সত্যি যে কেমিল্লা কটনের একটা world market ছিল। সেই কেমিল্লা কটনের জন্ম কুমিল্লায় হয়নি। তার জন্ম ছিল ত্রিপুরায়। কিন্তু কুমিল্লা কটন আমাদের Negligencyএর জন্য, আমাদের অবহেলার জন্য দিনের পর দিন তা আর production হয় না। একদিন কেমিল্লা কটনের সবচেয়ে বড় purchaser ছিল জাপান। কিন্তু আজ কেমিল্লা কটন কোথায়? ত্রিপুরায় যার জন্ম, ত্রিপুরায় যা হতো সে কেমিল্লা কটন নামে পরিচিত হলেও কুমিল্লায় তার জন্ম নয়। আজ আমরা সেটাকে যত্ন করে রক্ষা করে রাখতে পারি নি কেন? Agriculture Department এর সে পরিকল্পনা নেই। এবং Agriculture এর সাথে Industry Deptt. এর মধ্যেও সেই co-operation নেই। এই দুইটি Deptt. এর মধ্যে co-operation না থাকলে আমি আর একটি উদাহরণ দিয়ে বলব অদূর ভবিষ্যতে আর একটি জিনিষের কি অবস্থা হতে পারে। তাই যে ত্রিপুরার কটন, বিশ্ববিখ্যাত কটন সে কটন দিয়ে আমরা spinning mill এখানে করতে পারি। এটা সত্য কথা যে long stable আমাদের এখানে কিছু আনতে হবে। আপনারা জানেন যে ক্যাশোনাট চাষ হয় সেই ক্যাশোনাট আফ্রিকা হতে কেরালায় পর্য্যন্ত import করা হয়। এবং সেখানে সেটা manufactured হয়ে সমস্ত world market দখল করছে। আজকে ত্রিপুরায় যে short stable কেমিল্লা কটন হয় সেটাকে যদি আমরা উৎসাহ দেই, সেই Agriculture Deptt. থেকে যদি আমরা Finance করি, আমরা যদি তাদের Raw materials বিক্রি করার জন্য market তৈরী করি, মার্কেট অর্থাৎ Industries যদি আমারা Establish করি তাহলে কেমিল্লা কটন আবার ত্রিপুরায় আগের মতই বাড়বে। এবং cash crop অর্থাৎ কৃষকের যদি cash crop না থাকে তবে তাদের বাঁচার পক্ষে অনেক সময় অসুবিধা হয় এবং সেই cash crop বসাতে তার যে কটন সেই কটন থেকে একটা মূল্য পেয়ে বাঁচতে পারে। একদিকে কৃষকের সাহায্য অন্যদিকে ত্রিপুরাকেও এইভাবে আমরা শিল্পায়িত করতে

পারি। আমরা জানি Handloom এর জন্য অনেককিছু আনা হয়েছিল অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে এবং আমাদের Industry র যিনি প্রধান অধিকর্তা ছিলেন জানিনা কি কারণে তিনি ত্রিপুরা পরিত্যাগ করে চলে গেছেন কিন্তু এটা সত্যি কথা যে audit reportএ দেখা যায় যে বহু টাকা লক্ষ লক্ষ টাকা তার হাতে নষ্ট হয়ে গেছে। এখনও আমরা অনেক জায়গায় গিয়ে দেখি অনেক তাঁত অবহেলায় নষ্ট হয়ে গেছে, তা কোন কাজে আসছেনা। কিন্তু এই টাকাগুলি যদি আমরা একত্রিত করতে পারতাম এবং সেটা যদি সত্যি সত্যি ত্রিপুরার উন্নতির কাজে লাগাতে পারতাম তবে ত্রিপুরায় আজকে এই অবস্থা থাকতো না। তারপর bamboo ; এখানে আমি যা বলছি সেটা paper mill. Paper mill এর যে প্রশ্ন সেটা আপনারা জানেন paper mill, card board manufacturing mill এখানে হতে পারে, তারজন্য অনেক ভাল খড়, ভাল ঘাস এবং bamboo দরকার। এই তিনটাই তার raw materials. আমাদের ত্রিপুরার খড় যেহেতু elevated জায়গায় খড়, তার quality ভাল। আমাদের ত্রিপুরার ঘাস ভাল, ত্রিপুরায় bamboo হয়, কৈলাসহরে অনেক bamboo আছে। ত্রিপুরার যারা বাসিন্দা, অনেক আগে থেকে যারা আছেন তারা জানেন যে ইটাখলা, শ্রীমঙ্গল ষ্টেশন, এই সমস্ত ষ্টেশনের মারফতে কত bamboo ত্রিপুরার থেকে টিটাগড়ে চালান যেতো। এই কথা স্বীকার করুন তাহলে আমরা আনন্দ পাই। যদি আমাদের ত্রিপুরা থেকে এত এত বাঁশ টিটাগড় যেতে পারতো তবে আমাদের এখানে mill হবেনা এই কথাটি কি করে বলি। বলতেও লজ্জা করে। কিন্তু কেন আজ বাঁশের এই অবস্থা ? বাঁশ কেন নাই ? এসবের চাষ করতে হয়, এসবের রক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। এইসব bamboo যদি প্রকৃত মূল্য পায়, যদি আমরা industry করতে পারি, তবে কেন তাকে মানুষ জুম করে নষ্ট করবে ? নষ্ট করেনা। আমি একটা raw materials এর কথা বলব এখানে। আমাদের অবহেলায় সেটা কিভাবে নষ্ট হয়েছে। সেটা হচ্ছে Pineapple. ত্রিপুরার Pineapple ভারতের মধ্যে best pineapple এবং

pineapple canning industry এখানে করা যায়। আমরা একটা survey করেছিলাম আমার নির্ব্বাচন কেন্দ্র সিমনা তহশীলে। এবং সেই surveyতে আমরা দেখেছিলাম যে ১৯৪৮ সালে আমাদের সিমনাতে প্রায় ২ লাখ থেকে ২॥ লাখ pineapple হয়। আজকে সিমনায় ৪০ হাজার pineapple নেই। Encourage করছেন ত এভাবেই। ছনের ক্ষেত হয়েছে pineapple এর বাগানগুলি; কৃষকরা ছেড়ে দিচ্ছে এগুলি কারণ বাজারে যদি ১পয়সা ১ পয়সা করে দর হয় pineapple এর তাহলে কৃষক বাঁচতে পারে না। আমি দেখেছি নিজের চোখে, কারণ আমি গ্রামের লোক গ্রামে থাকি। গ্রামের বাজারে pineapple কৃষকরা নিয়ে এসেছে, বাজারে তখন ১ পয়সা দু পয়সা দাম, সমস্ত দিয়ে গেছে। আপনারা খেয়ে ফেলুন আমরা চলে যাচ্ছি। আমাদের ভাড়ের পয়সা পর্য্যন্ত pineappleএ উঠে না। কিন্তু এই pineappleকে আমরা যদি ঠিকমত কাজে লাগাতে পারতাম, আজ যদি আরেকটা canning industry grow করতে পারতাম এবং তা যদি consume করতে পারতাম, তাহলে ত্রিপুরার কৃষকরাও বেঁচে যেত এবং আমরা একটা ভাল সংখ্যক লোক employ করতে পারতাম। কিন্তু আমাদের negligence এর দরুন, আমাদের অদূরদর্শিতার দরুন, আমরা এই pineapple industryকে সর্ব্বনাশ করেছি। তিনি বলেছেন মাত্র ২টা industry আছে। সেটা তিনি জানেন যে তার consume করার ক্ষমতা কতদূর। তারপর মাননীয় Speaker মহোদয়, আমি যে কথাটা বলেছিলাম cashewnut এর চাষ এখানে করা হয়। Forest Deptt. অনেক পরিমাণে cashew nut চাষ করছে। এবং অনেক জায়গায় cashew nut ফলতেও আরম্ভ করেছে। কিন্তু আর কয়েক বছরের মধ্যে cashew nut যে অবস্থায় আসবে, তার যদি কোন industry করা না হয় তাহলে সে সব cashew nut আবার জঙ্গলে পরিণত হবে। ত্রিপুরার soil cashew nut এর পক্ষে খুব ভাল। কিন্তু আজকে industries Deptt.এ কোন রকমের একটা scheme নেই। একটা industry যদি গড়ে তুলতে হয়, তার দৃষ্টি থাকবে ৩।৪ বছর আগে।

৪ বছর পর machinery দরকার, spare parts দরকার, factory দরকার। তার কাজ আরম্ভ করতে হবে এখন থেকেই। তার পরিকল্পনা এখন থেকেই নেওয়া দরকার। কারণ আগামী দিনে cashew nut যেভাবে আসবে, যখন তার market পাবেনা, তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে। Cashew nut purchase একমাত্র Govt. করছে। যে market price আগে ছিল ১৲ টাকা করে কিলো, এখন সেটা হয়েছে ১'৪০ পয়সা এবং এ অবস্থা যদি চলে তবে ক'দিন পরে কিলো দাঁড়াবে আট আনা। তখন কোন কৃষক কিম্বা আর কেউ আর cashew nut চাষ করবে না। এখন আমাদের এখানেই দোষ যে যেখানে আমরা Agriculture Deptt থেকে একটা জিনিষের Development করছি। Agriculture Deptt. থেকে বিরাট সংখ্যক টাকাও দেওয়া হচ্ছে for the cultivation of cashew nut, loan দেওয়া হচ্ছে কৃষকদের। এখন সেই টাকায়, সেই loanএ যদি cashew nut চাষ করে তার মূল্য না পায়, সে যদি বিক্রী করতে না পারে বাজারে, যদি কোন processing industry ত্রিপুরায় না থাকে, সেগুলি কাটতি হবে কি করে? এবং সেই loan আর recover হবে না। তখন আসবে, সংশিত, তখন আসবে নীলাম, তখন আসবে ক্রোক। কিন্তু তার জন্য যে দায়ী তাকেত প্রথম arrest করা দরকার যিনি মন্ত্রীর গদীতে বসে আছেন সে দূরদৃষ্টি যার নেই। তাকেইত প্রথম হাতকড়া দেওয়া উচিত। কিন্তু সেটা হয়নি। এই জন্যই আমি বলছি মাননীয় speaker মহোদয় মারফত অনুরোধ করছি যে আমাদের cashew nut সম্বন্ধে ··· মাননীয় speaker মহোদয় আমি আমার বক্তব্য এখনই শেষ করছি।

MR. SPEAKER—I would now now call on Shrimati Renu Chakraborti.

SHRIMATI RENU CHAKRABORTI—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের মাননীয় সদস্য বীরচন্দ্র দেববর্মা যে কথাগুলি বলেছেন, সে সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে বহুদিন আগে থেকেই পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা যখন আরম্ভ হয়েছে তখন থেকে এ পর্য্যন্ত যতগুলি

পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সবগুলিতে ত্রিপুরার মান উন্নয়নের জন্য ত্রিপুরার বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য, ত্রিপুরার সমস্ত দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের কর্ম সংস্থানের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছোটখাট industry গড়ে তোলে যাতে জনসাধারণের অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন করা যায় তারজন্য পরিকল্পনা করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে, এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেটা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখছেন। কতগুলি কাজ আছে যে ইচ্ছা করলেই সেগুলি করা যায় না। টাকার বরাদ্দ ও প্লেন করলে সেগুলি কার্যে পরিণত করা যায় না। তিনদিক পাকিস্থান পরিবেষ্টিত এই ত্রিপুরায় চেষ্টা করলে, ইচ্ছা করলে যে হয় না তার একটা কারণ বৈদ্যুতিক অভাব, transportএর অভাব, productionএরঅভাব এবং skill labourএর অভাব এবং industrialisation এ যেগুলি দরকার যেমন, man, money, machinery materials, market & technical advises, যে কোন লোকই স্বীকার করবেন যে এগুলির অভাব হলে শুধু পরিকল্পনা করলে কোনদিন কাজে আসে না। তারজন্য সমস্তরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হবে। এই সমস্তকিছু করার আগে investigation বিশেষ করা দরকার। তা না হলে আমরা যদি কোন industry গড়ে তোলার চেষ্টা করি, পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে আমরা যদি machinery ইত্যাদি আনতে আরম্ভ করি, তাহলে আমাদের বিরাট একটা অর্থের অপচয় হয়ে যাবে। সুতরাং সেভাবে ত্রিপুরাকে industrialised করে তোলবার জন্য ত্রিপুরা সরকার যে সচেষ্ট হয়েছেন তার বহু উদাহরণ আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী দিয়েছেন এবং তারা বলেও গেছেন। তারপর আর একটি জিনিষ ত্রিপুরাতে industry গড়ে তোলা যায় কিভাবে, raw materialsএর জন্য forest ও agriculture deptt.এর মাধ্যমে নানা প্রকার experimentও চলছে। তারমধ্যে আমাদের planning commission ইতিমধ্যে ত্রিপুরা সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী pineapple canning factory, card board factory, machine shop, প্রভৃতি 65-66এর মধ্যে কাজ করার

অনুমতিও দিয়েছে। এগুলির জন্য National Industrial Development Corporation এর সঙ্গে আলাপ আলোচনাও চলেছে। M/s. Jaysree Tea Industry ও Calcuttaর একটি firm ত্রিপুরাতে plywood Industry গড়ে তোলবার জন্য খুব interest প্রকাশ করছে। ত্রিপুরা সরকারও তাদের কি করে সাহায্য করতে পারেন এবং কি করে তা কার্য পরিণত করা যায় সেগুলি চেষ্টা করে দেখছেন। Cashew nut এর কথা যে বলছেন সেগুলি যখন Forest Departmentথেকে চাষ করা হচ্ছে, সেগুলি সম্বন্ধেও আমি আশা করি মন্ত্রীমণ্ডলী বিশেষ নজর দেবেন এগুলি যাতে জঙ্গলে পরিণত না হয়; সত্যিকারের কাজেই লাগাতে পারে সেদিকেও আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী নিশ্চয়ই নজর দেবেন।

(Interruption)

MR. SPEAKER—I would request the Hon'ble Member not to disturb.

SHRIMATI RENU CHAKRABORTI—কার্য্যে পরিণত করতে সময় লাগে slow but steady. কারণ একটা কাজ তাড়াহুড়া করে আরম্ভ করে দিলেই তা টাকার অপচয় ছাড়া আর কিছুই হয়না। কিন্তু যে কোন কাজ করার নিয়মই হল যে must steady, Co operative সম্বন্ধেও আপনারা বলেছিলেন যে আমাদের co-operative-গুলিতেও অনেক দুর্নীতি আছে যার জন্য অনেক সময় industrial workগুলি ব্যাহত হয়। সে co-operative এর মধ্যে যদি কোন দুর্নীতি থাকে, তবে আমাদের মাননীয় সদস্যেরা প্রত্যেকে যদি সমালোচনায় দৃষ্টিভঙ্গী না নিয়ে, এবং সত্যিকারের ত্রিপুরাকে কিভাবে গড়ে তোলা যায়, অর্থনৈতিক মান কিভাবে উন্নয়ন করা যায়, তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে এক হয়ে যেখানে দুর্নীতি আছে সেই co-operativeগুলিকে যাতে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা যায় সেদিকে চেষ্টিত হয় তাহলে আমার মনে হয় co-operativeগুলিও সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারবে। কারণ এগুলি কোন সরকারের হাতে নয়। এগুলি জনসাধারণের হাতে, এবং জনসাধারণ যাতে নীতিভ্রষ্ট না হন সেদিকেও তাদের সাথে সহযোগীতা করা দরকার।

আর আমার মনে হয় co-operative সম্বন্ধে কোন দুর্নীতি প্রমাণিত হয় Govt. এ বিষয়ে step নিতে দেরী করেন না। R.I.C. সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে ৬টি centre ছিল, তার মধ্যে ৫টি বন্ধ হয়ে গেছে। ৫টি centre বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ রয়ে গেছে। তারা ক্রমশ: loss দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু ১টি centre যা রয়েছে সেটা হচ্ছে pineapple canning centre. সেই pineapple canning centreও যাতে নষ্ট হয়ে না যায় সেইদিকে আমাদের যথেষ্ট পরিকল্পনা রয়ে গেছে। সুতরাং আমাদের pineappleগুলিতে কিভাবে কাজে লাগান যেতে পারে সেবিষয়ে নানাপ্রকার পরিকল্পনা আছে এবং কোন জিনিষই যাতে ত্রিপুরায় নষ্ট না হয় সেদিকে আমরা চেষ্টা করে দেখব। তারপর বড় বড় পরিকল্পনা যেমন spinning mill, paper mill, jute mill, sugar factory এগুলি সম্পর্কে যে সমালোচনা করেছেন সে বিষয়ে আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী সরকারের নীতি কি-তা বলেছেন। Spinning Mill সম্পর্কে বলেছেন যে licence দেওয়া হয়েছে এবং হয়ত আগামী জানুয়ারী মাসের মধ্যে সেগুলির কাজকর্ম আরম্ভও হয়ে যাবে। এবং জানুয়ারী মাসে কাজ আরম্ভ হয়ে যাবার পরে আমাদের স্থানীয় ২০০০ লোক উপকৃত হবে। সুতরাং সরকারের কোন পরিকল্পনা নেই সেটা কিভাবে বলা যেতে পারে সেটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছিনা। Paper mill সম্বন্ধেও দেখা যায় যে আমাদের পরিকল্পনা আছে। এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী investigation চলছে। Investigation report আসলে পরে নিশ্চয়ই আমাদের এখানে paper mill স্থায়ী হবে এবং সেই paper millএ ও আমাদের scheme আছে যে আড়াই হাজার লোক উপকৃত হবে। সুতরাং ত্রিপুরায় refugeeদের সমস্যার কথা ত্রিপুরা সরকার বা মন্ত্রীমণ্ডলী একদম চিন্তা করছে না সেটা কি করে যে সম্ভব হতে পারে তা আমি এখনও বুঝতে পারছিনা। Jute mill সম্বন্ধেও দেখা যায় যে jute mill সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকারের বিশেষ চেষ্টা আছে এবং সে scheme submit করা হয়েছে India Govt. এর কাছে। Central Govt সেটা চিন্তা করে দেখছেন। তারা অবশ্য প্রথম অস্বীকার করেছিল

Rolls এর অভাবের জন্য। তারা বলেছিলেন যে এত Rolls তারা দিতে পারবেন না। কিন্তু ত্রিপুরা সরকার আবার তাদের request করাতে তারা সহানুভূতির সংগে সেটা বিবেচনা করে দেখছেন। হয়ত তার licenceও তারা পেয়ে যেতেও পারে। সুতরাং সেটাও যে হবে না—jute millও হবেনা, তার কারণ আমরা খুঁজে দেখতে পাচ্ছি না। ত্রিপুরা সরকার ও মন্ত্রীমণ্ডলী সে জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। Sugar factory সম্বন্ধেও সেরকমই তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এবং M/s. Tripura Sugar Company নামে একটা Company এখানে··· দোকান খোলার জন্য প্রস্তাব করেছিল। এবং সেভাবে তারা কাজও আরম্ভ করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু তার জন্য তাদের কিছু জমি দরকার। Govt. এর কাছে তারা সে জমি চেয়েছে এবং সে জায়গা পেলে পরে তারা হয়ত শীঘ্রই একটা কিছু কাজ আরম্ভ করতে পারে। এইভাবে আমাদের এখানে ক্রমশঃ industry গড়ে উঠছে। আমরা যদি স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখি যে ত্রিপুরা পূর্ব্বে কি ছিল এবং বর্ত্তমানে কি হয়েছে এবং কি হতে যাচ্ছে তাহলে আমরা বুঝব যে ত্রিপুরা সরকার industryর জন্য বিশেষভাবে চিন্তা করছে এবং মন্ত্রীমণ্ডলীরা ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং আজকে এই কথাটা বলার আমি কোন যুক্তি দেখতে পাচ্ছিনা। এই প্রস্তাবের আমি বিরোধীতা করছি।

MR. SPEAKER—I would request Shri Atiqul Islam.

(Now Dy. Speaker was in the chair)

SHRI ATIQUL ISLAM—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার শিল্পোন্নয়ন করার জন্য এবং কতগুলি mill করার জন্য মাননীয় সদস্য বীরচন্দ্র দেববর্মা যে প্রস্তাবটা এনেছেন তাকে আমি পরিপূর্ণ সমর্থন করি। আমাদের এই জিনিষটা দেখা দরকার যে আজকে ত্রিপুরার যা সমস্যা যেভাবে নাকি বেকারের সংখ্যা বাড়ছে শিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত, পুরা অশিক্ষিত এই বেকারের সংখ্যা যেভাবে নাকি বাড়ছে এবং সারা ত্রিপুরায় আজকে যে অনাহার; অর্দ্ধাহার দেখা দিচ্ছে, যদি আমরা তার একটা সমাধান করতে চাই, তাহলে পরে শুধু কৃষির উপর

নির্ভর করে তার সমাধান করা সম্ভবপর নয়। এবং সেই জন্যই আমাদের শিল্প গড়া দরকার। ছোট শিল্প, মাঝারী শিল্প, ভারী শিল্প—যেগুলি নাকি আমাদের পক্ষে করা সম্ভব তার সবগুলিকেই করার জন্য আমাদের চেষ্টা নেওয়া উচিত। কারণ এছাড়া আমাদের কাছে আর কোন দ্বিতীয় পথ খোলা নেই। আমরা এখানে jute mill করতে পারি। একথা আগেও বলা হয়েছে, jute mill করতে গিয়ে যে ব্যাপারটা আমাদের সামনে আসছে, সেটা আমরা যতখানি বুঝছি, কলকাতায় যারা নাকি jute mill চালান তারা এটা চাননা যে এখানে jute mill হউক। কেন চান না? কারণ এই জন্য যে যদি এখানে mill হয় তাহলে আজকে তারা কলকাতায় বসে যে বাজার দর ঠিক করছে, এখানকার পাটের দর যেভাবে উঠা-নামা করাচ্ছেন, তখন তা তারা পারবেন না। এইখানে mill হলে পরে এখানের mill এর চাহিদা অনুযায়ী মিল মালিকদের পাট কিনতে হবে, পাটের দর তখন বাড়বে, কলকাতায় বসে এখন তারা যেভাবে করেন, সেভাবে তারা ঠিক করতে পারবেন না। এইজন্যই তারা বিভিন্ন রকমে বাধা দিচ্ছেন। এবং সরকার তাদের হাতের পুতুল হয়ে তাদের কাজের সহায়তা করছেন। এবং ঠিক সেইজন্যেই যদিও আমরা শুনেছি যে অনেক private company এখানে mill করতে চাচ্ছে—কিন্তু আমাদের সরকার তাদের খুব সাহায্য সহায়তা করছেন না। এবং তার ফলে আমরা এখানে jute mill করতে গিয়েও jute mill করতে পারছি না। অনেক কথা আমাদের মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী রেণুকা চক্রবর্ত্তী বলেছেন যে, অমুক প্রস্তাব আমরা দিয়েছি তা বিবেচনা করা হচ্ছে, অমুকটা গিয়েছে, সে প্রস্তাব আমরা পাঠিয়েছি, চেষ্টা করা হচ্ছে। যখন এই চেষ্টা আর এই বিবেচনা, বিবেচনা আর চেষ্টা সে কদিন চলবে? ১৭টা বছরও পার হয়ে গেল। বিবেচনা আর চেষ্টা চলবে কদ্দিন? গ্রামের মানুষ বলে যে এ বছর না সে বছর, মানুষ বাঁচে ক' বছর? সেই কুড়ি বছর ১৭ বছর পার হয়ে গেছে, আর তিন বছর আছে। সেই ৩ বছরে আপনাদের কপালে industry দেখা হবে না। অবশ্য এটা খুব সহজ যারা নাকি খুনেবশী মদের দোকানের খবর রাখেন, তারা

industry হবে কি হবেনা তার খবরও তারা রাখতে চাননা। কাজেই industry সম্পর্কে যখন কথা উঠবে, তারা বিদ্রূপ করবে এটা তাদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা জানি যে industry করা আমাদের পক্ষে কতখানি প্রয়োজন এবং industry না হলে পরে ত্রিপুরার উন্নতি কতখানি ব্যাহত হয় তারও চিন্তা আমাদের করতে হয়। যাদের করতে হয় না, তাদের কথা স্বতন্ত্র, এগুলি নিয়ে বিদ্রূপ আর ঠাট্টা তারাই করতে পারে। অন্যের পক্ষে এগুলি সম্ভবও না, তারা চিন্তাও করতে পারবেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমি এই কথা বলতে চাচ্ছি যে, আমাদের এই যে চেষ্টার পালা, এই যে বিবেচনার পালা, সেই পালাটা আমাদের শেষ করা প্রয়োজন। আমরা দেখছি আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১টা, ২টা ৩টা শেষ করে আমরা ৪টার মাথায় এসে দাঁড়িয়েছি এবং ৪টার মাথায় দাঁড়িয়ে আমাদের দেশে কয়টা শিল্প হল কি হলনা সেই জিনিষটা আমাদের বিবেচনা করা দরকার। সেই প্রস্তাব আমি আজ এখানে আলোচনা করতে চাইনা যে আমাদের ৩টা পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পরে, ৪টা পরিকল্পনার মাথায় এসে আমরা ত্রিপুরায় কটা industry করলাম, কেন করলাম না, এবং industryতে আমরা কত টাকা খরচ করার পরও আমরা যেই তিমির সেই তিমিরেই আছি সেই জিনিষটা আমাদের হিসাব নিকাশ করা দরকার। কোথায় আমাদের ব্যর্থতা, কেন আমরা করতে পারিনা এবং এটা করার জন্য আমরা sincere কিনা। ত্রিপুরার উন্নতির কথা বলতে হলে আমাকে বলতে হবে যে ত্রিপুরার উন্নতি যে পরিমাণে না হয়েছে সে পরিমাণ কংগ্রেসের যারা নেতা তাদের উন্নতি হয়েছে। তারা ক্রমশ: ধাপে ধাপে এগিয়ে আসছেন। আমি জানি এক সময়ে যে কংগ্রেস নেতা খালি পায়ে পথে পথে হাটতেন, দুদিন পরে তিনি যখন Advisor হলেন তখন তার পায়ে চটি উঠল, তিনি jeep চড়লেন, আর আজ তিনি মন্ত্রী হয়েছেন আজ তিনি Ambassador ছাড়া চলেন না। তাদের কথা আমরা জানি। উন্নতি ত্রিপুরার না হলে পরেও, তাদের হয়েছে। আপনারা এভাবে চললে পরে, আপনাদের একটা উন্নতি হবে বটে, গোষ্ঠীর, দেশের, মানুষের বা সারা ত্রিপুরার

তাতে কোন উন্নতি হবেনা। আপনাদের সদিচ্ছাই যদি একমাত্র হত এবং সদিচ্ছাতেই যদি সব কাজ হয়ে যেত তাহলে আজকে ভারতবর্ষের অভাব থাকত না। কারণ আমরা অনেকদিন আগে থেকে শুনেছি যে আমরা সমাজতন্ত্রের পথে চলছি। আর আমরা দেখছি যে আমরা অনাহারতন্ত্রের পথে চলছি। সমাজতন্ত্রের কথা বললেই যদি সমাজতন্ত্র হয়ে যেত তাহলে সারা ভারতবর্ষে অনাহারতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হত না। মানুষ না খেয়েও মরত না। কাজেই কথা বলা এক জিনিষ আর কাজটা করা আরেক জিনিষ। কাজেই আমরা কাজ চাই। কতকগুলি কথা, কতকগুলি আশ্বাস, কতকগুলি প্রতিশ্রুতি এই নিয়ে আমরা চলতে চাইনা। আমরা চাই যে আমাদের দেশে কিছু হোক এবং হওয়ার জন্য যা কিছু করা দরকার সে বিষয়ে আমাদের তরফ থেকে আপনারা সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। সেখানে কোন কার্পন্য আমাদের থাকবে না। কাজেই এই জিনিষটা আমি সমস্ত House কে চিন্তা করতে বলি। আমরা সবাই যদি মিলে মিশে কাজ করি তাহলে কাজটা সুন্দর এবং সফল হবে। যদি আমরা সেইদিকে না গিয়ে এককভাবে কাজ করতে চাই বা দলীয় উদ্দেশ্য নিয়ে চলতে থাকি তা হলে কাজটা সুন্দর এবং সফল হবেনা। এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. DEPUTY SPEAKER—I would now call on Shri Karunamoy Nath Choudhury.

SHRI KARUNAMAY NATH CHOUDHURY—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে industry সম্পর্কে যে প্রস্তাব এসেছে এই প্রস্তাবের মূল যে বক্তব্য তাহা ত্রিপুরাতে industry গড়া খুবই দরকার। এই সম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয়রা ও সদস্যেরা অন্যান্য sessionএর সময় তারা তাদের বক্তব্য রেখেছেন। ত্রিপুরা সরকার তার কাজ করছেন, প্রস্তাবাকারে যা আনা হয়েছে তার যে কোন সার্থকতা নেই সেই সম্পর্কে আমি বলছি। ত্রিপুরায় সর্ব্বহারা উদ্বাস্তুদের যেমন একটা বিরাট সমস্যা আছে। তেমনি আদিবাসীদের একটা বিরাট সংখ্যা আছে. এখানে জমির পরিমাণ মাথাপিছু কত কমে গেছে সেই বিষয়ে আর আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে

করিনা। Industryর উপর জোর দেওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই এইকথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলেছি। সুতরাং industryর বিরোধীতা নয়, প্রস্তাবের শুধু বিরোধীতা করছি। আজকে এখানে যে প্রস্তাব এসেছে এই প্রস্তাবটি যদিও Heavy শব্দটি লেখা নেই তবু আমার অনুমান করতে অসুবিধা হচ্ছে না, মাননীয় সদস্যদের বক্তৃতা থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে এইগুলি Heavy Industry. এখানে sugar mill [illegible] heavy বুঝব এবং sugar factory [illegible] heavy নয় বলব। এটা আমার ব্যক্তিগত কথা নয় নিয়মমাফিক যেভাবে চলে আসছে আমি সেই কথাই উল্লেখ করব। আমার ভাষা দ্বারা এই শিল্পের কোন পরিবর্ত্তন হবে না কাজেই মাননীয় সদস্যরা যে কোন রকম ভাষ্য করতে পারেন। সেই ভাষ্যের দ্বারা তাদের বক্তব্য বা আমার বক্তব্য কোনদিন পরিবর্ত্তন হবে না। আমরা বলেছি ত্রিপুরায় এখন যে অবস্থা সেই অবস্থায় আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের অপেক্ষা না রেখেও আমরা ত্রিপুরা রাজ্য সাধারণ শিল্পগুলি গড়ে তুলতে পারি, যেগুলি factoryর মধ্যে ধরা যায়। সেই সম্পর্কে ত্রিপুরা রাজ্যে যে যে সম্ভাবনা রয়েছে সেইগুলি investigation করে যাতে সত্বর করা যায় তার ব্যবস্থা করতে আমরা বার বার বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই Assembly আরম্ভ হওয়ার পর থেকে আমরা কি কি Industryতে কতটুকু উন্নতি লাভ করেছি এই সম্পর্কে কোন বিস্তৃত বিবরণ আমরা এখনও বিধান সভায় পাই নাই। আমি যতটুকু জানি এখানে industry সম্পর্কে committee রয়েছে। সেই committeeর রিপোর্ট এখনও বিধানসভায় আসেনি। মাননীয় সদস্যরা খুব সম্ভব ভাবছিলেন যে heavy industryর কথা বলে তাঁরা বাজি মাত করে দিতে পারবেন। কিন্তু মূল যে কথা সেই কথাটি হচ্ছে তাদের বক্তব্যের বিরোধীতা নয় প্রস্তাবের বিরোধীতা করা। যে ক্ষেত্রে small industry ত্রিপুরাতে সার্থকভাবে গড়ে উঠছে না সেক্ষেত্রে Heavy Industry সুদূর পরাহত বলে আমি মনে করি। এখানে small industry বলতে যে কয়েকটি রয়েছে সেই সম্পর্কে বিগত অধিবেশনে বিরোধী পক্ষের সদস্যরাও তাদের বক্তব্য রেখেছেন।

এখানে কোন industry বা কোন facto y success-full হয়েছে এই কথা জোর করে বলা খুব শক্ত। আমি যতটুকু জানি একমাত্র এখানে একটি এলুমিনিয়াম ফেক্টরী মোটামুটিভাবে চলছে। ইহা লাভজনক পর্যায়ে চলছে কিনা আমরা জানি না, তবে চলছে। এখানে ফাউন্টেন পেন প্রস্তুত হচ্ছে, এখানে প্লাষ্টিক পাউডার ব্যবহার হচ্ছে, এখানে টিনের কোটা ব্যবহার হচ্ছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার পরিণতি কি হচ্ছে এই সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ জানা এখনও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এবং আমাদের এখানে small scale industry বা village industry যেভাবে উন্নতি লাভ করা দরকার, তা হয়নি। আমি আশা করব যে আমাদের মাননীয় মন্ত্রীবর্গ যে সমস্ত আশ্বাস দিয়েছেন, industry সম্পর্কে, অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা কার্য্যকরী করার চেষ্টা করবেন, এবং আমি এও আশা করব এই House এই সম্পর্কে জানতে পারবেন। আমরা ডুম্বুর পরিকল্পনা কখনও বিরোধীতা করিনি বরং এই পরিকল্পনা যাতে কার্য্যকরী হয় তারজন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করছি। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এখানে যেটুকু তদন্ত নেওয়া হয়েছিল তাতে সাময়িকভাবে ডুম্বুর scheme একবার স্থগিত ছিল, একবারে বন্ধ হয়নি। আসাম থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে Electricity আনার ব্যবস্থা হয়েছে একথা আমাদের মন্ত্রীবর্গ ঘোষণা করেছেন। সেই কাজ চলছে বলে আমরা জানি। ত্রিপুরা ষ্টেট যখন এই উমিয়াম প্রজেক্ট থেকে electric আসবে তখন শুধু সরকারী শিল্পই নয় বেসরকারী সংস্থাগুলিও শিল্পে অগ্রসর হতে পারবে। এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বেসরকারী প্রচেষ্টায় বড় বড় শিল্প গড়ে উঠছে। ত্রিপুরা রাজ্যেও বেসরকারী শিল্পে কতটুকু অগ্রসর হচ্ছে, এই বক্তব্য বিরোধীদলের সদস্যরা এখানে রাখেননি। সরকার যদি সহযোগীতা না করতেন তা হলে আমরা যুক্তভাবে সরকারকে বলতাম। পশ্চিম বঙ্গে দুই পক্ষ মিলে ফরাক্কা বাঁধের প্রস্তাবের সমর্থনের কথা এখানে বলা হয়েছে, আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য বিশেষ করে যিনি এই প্রস্তাব এনেছেন তাঁকে আমি আহ্বান জানাব যে বেসরকারী চেষ্টায় এখানে চালানোর জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। বেসরকারী

লোকেরা এসে ফিরে গেছে এরকম দু'চারটি নাম কি উনি বলতে পারেন ? সরকার সেই চেষ্টায় সাহায্য করেন নি এরকম দুচারটি নাম যদি উনারা দিতে পারেন তবে আমরা সাহায্য করতে চেষ্টা করতে পারি। আমি যতটুকু জানি যে এখন পর্য্যন্ত বেসরকারী শিল্প প্রতিনিধি যারা, তারা ত্রিপুরাতে কোন শিল্প স্থাপন করতে উদ্যোগী নন। কারণ যাহা—যদি লোক পাওয়া যায় তখন আমরা বলব। ত্রিপুরাতে সরকারী শিল্প প্রচেষ্টার কি পরিণতি ঘটছে, সে সম্পর্কে বিরোধী দলের সদস্যরা বিগত অধিবেশনগুলিতে তাঁদের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, এবং একটা বিফলতার ইতিহাস তোলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। আমি জানিনা এটা সফলতা কি বিফলতা ? তবে আমি বলব, যেকোন জায়গায় প্রাথমিক পর্যায়ে কোন শিল্প গড়ে উঠতে হলে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তাকে আমরা experimental thing বলব এবং ত্রিপুরা রাজ্যেও এই experimental stage বা পরীক্ষামূলক যে অবস্থা তার মধ্যে এখন চলছে। এখনও একটা ভারী শিল্প গড়ে তোলার মত অবস্থা হয়নি। ত্রিপুরা রাজ্যে বিস্তৃত এলাকায় টিলাভূমি রয়েছে এগুলিতে বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল উৎপন্ন করার সম্ভাবনা আছে। এই কারণে ত্রিপুরাতে শিল্প গড়ে উঠতে পারে এ বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা প্রস্তাবাকারে রাখলে সরকারের যে বাধ্যবাধকতা আসে, আমি তাহা সমর্থন করতে পারি না। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের communicationএর যে অবস্থা ইহা এমন সন্তোষজনক নয় যে, ত্রিপুরা সরকার একটা heavy industryর কাজ আরম্ভ করতে পারেন। রাস্তাঘাটের উন্নতি না হলে যে কোন industryর ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তা থাকে না। আমি যতটুকু জানি যে ত্রিপুরাতে heavy industry গড়ে তোলার জন্য ত্রিপুরা সরকার অন্যান্য প্রদেশে যারা শিল্পপতি আছেন তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন এবং অবস্থা যখনই সুস্থ হয়ে আসবে তখন তার যথাযথ ব্যবস্থা করা হবে। আমরা এমন emergency periodএ বাস করছি। আমাদের heavy industryর জন্য বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন রয়েছে এবং সেই বৈদেশিক মুদ্রা ইচ্ছা

করলে পাওয়া যায় না। অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটলে তখন আমাদের সরকার সে সমস্ত কাজে হাত দেবে। এছাড়া প্রস্তাব গ্রহণ করলে, কোন কাজ হবে বলে আমি মনে করি না। আমার বক্তব্য, আমি এখানে শেষ করছি।

DY. SPEAKER—I would now request Hon'ble Member Shri Dinesh Deb Barma.

SHRI DINESH DEB BARMA—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে industry গড়ে তোলার যে প্রস্তাব Communist Bloc থেকে আনা হয়েছে, সে প্রস্তাব আমি সমর্থন করি। কিন্তু আজকে কংগ্রেস bench থেকে যে সকল যুক্তি তারা উত্থাপন করেছেন, তাতে বাস্তবতার দিক থেকে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ ওনারা সব সময় ঘটনার পিছে পিছে চলছেন, আজকে সরকার পক্ষের একথা বুঝা উচিত যে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি হবে। ১৯৪৭ ইংরেজীতে একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে ১৯৪৬ সালে ত্রিপুরাতে যে অবস্থা ছিল তা আর ত্রিপুরাতে থাকবে না। দিন দিন ত্রিপুরার সমস্যা বাড়বে লোকসংখ্যা বাড়বে। তারা শুধু "পরিকল্পনা করেছি; পরিকল্পনা হচ্ছে" এই বলেই তাদের দায়ীত্ব শেষ করতে চায়। হাঁ আমি স্বীকার করি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হয়েছে। কিন্তু এই পরিকল্পনার মাধ্যমে ত্রিপুরার উন্নতি কতটুকু হয়েছে তার হিসব-নিকাশ কেন তারা দিবেন না! এইটুকু চিন্তা করে আশ্চর্য্য হতে হয় যে এই সকল পরিকল্পনার মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের সত্যি সত্যি অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে মান তার উন্নতি হচ্ছে কিনা না তা হ্রাস পাচ্ছে; তার কোন হিসাব-নিকাশ নেই। শিল্প, factory প্রভৃতি করে ত্রিপুরা রাজ্যে জনসাধারণের মধ্যে যে বেকার সমস্যা আছে তার কতটুকু সমাধান করতে পেরেছে তার কোন হিসাব তারা এই হাউসের সামনে উপস্থিত করতে পারেনি। তারা শুধু তত্ত্ব দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করে যে "আমরা এই পরিকল্পনা করেছি— ঐ পরিকল্পনা করেছি, আমাদের হাতে কোন টাকা পয়সা নেই টাকার জন্য কেন্দ্রের উপর নির্ভর করতে হয়" ইত্যাদি। ইহা আমিও স্বীকার করি যে আমাদের টাকার জন্য

কেন্দ্রের উপর নির্ভর করতে হয় এবং অনুমোদন বা মঞ্জুরী নিতে হয় কিন্তু অনুমোদন চাইলে পাওয়া যায় না। তার জন্য ঠিক ঠিক করে বরাদ্দ করতে হয়। তারা অফিসার ও মন্ত্রীদের মাধ্যমে একথা পরিষ্কার বলে দেয় যে আগে কৃষক বা জনসাধারণ ভাল করে কাজকর্ম করুক তারপর অবস্থা বুঝে বেশী করে tax ইত্যাদি ধরা যায় তার ব্যবস্থা করা হবে। জনসাধারণের বেলায় তাদের এই বিচার আর নিজের বেলায় ঠিক তার উলটো ব্যাপার। সত্যি সত্যি আজ যদি ত্রিপুরা রাজ্যের ১২।১৩ লক্ষ লোকের সংসার সঙ্কুলানের চিন্তার কথা তারা ভাবত তা'হলে তারা টাকার প্রশ্ন বড করে দেখত না দেখতেন মানুষের সমস্যা কিভাবে লাঘব করা যায়। সাধারণ মানুষকে কিভাবে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করা যায়, সেই চিন্তাই আজকে প্রথমে করা দরকার— এটা তাঁরা অনুভব করতেন। আমি আজকে ২।১টা কথা এখানে উল্লেখ করে দৃষ্টান্ত রাখব যে আজকে সরকারী অপদার্থতা; কংগ্রেসের অপদার্থতা কিভাবে ঘটেছে এখানে, তার বিপর্যয়ের দিকটা না তুলে আমি পারলাম না। যারা সরকার পরিচালনা করে তাদের যদি সৎ ইচ্ছা থাকত, তা'হলে পরে আগরতলায় যে Match factory আছে, heavy industryর কথা বাদ দিলাম, তার অবস্থা কি? আজকে সেই factory কোথায়? সে factory যদি থাকত, তা'হলে এই আগরতলায় যে অর্দ্ধশিক্ষিত বেকার আছে, আমি গ্রামাঞ্চলের বেকারের কথা বলছি না, তার মারফতে তাদের emyloyment হয়ে যেতো। আমি আরও বলব, অরুন্ধুতীনগরে যে R. I. C. বলে যে factory ১৯৬১ সালে গড়ে উঠেছিল, আজকে তার অবস্থা কি? তার অবস্থা যদি ভাল হত তা'হলে আমরা সন্তুষ্ট হতাম, কিন্তু সেখানে যে ৮০জন লোক কাজ করত, তারা আজকে পথে বসেছে, অনাহারে, অর্দ্ধাহারে দিন কাটছে। তার দিকে সরকারের কোন দৃষ্টি নেই। আমি দাবী করব, অনুরোধ করব, ঐ industryতে যারা কাজ করত, তাদেরে যতক্ষণ পর্যান্ত পুনর্নিয়োগ করতে না পারেন ততদিন পর্যান্ত তাদিগকে ডোল দিয়ে রক্ষা করা হয়। আমি আশা করব আপনারা তা'দিগকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিবেন, কারণ আপনারাই তো

তা'দিগকে পথে বসিয়েছেন, তার জন্য দায়ী করব আমি এই সরকারকে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই, ত্রিপুরাতে যে ২১২টি সাবানের factory আছে, তার কথা কোন সদস্য এমন কি মন্ত্রীরাও এখানে উল্লেখ করেন নাই। ঐ সকল সাবান factoryতে কত লোক কাজ করে তার কোন হিসাবও দেওয়া হল না। শুধু ঐক্যের কথায়, শুধু মুখের কথায় ত্রিপুরার জনসাধারণের সমস্যার সমাধান হবেনা। তারজন্য কার্য্যকলাপ চাই। আজকে এই যে লক্ষ লক্ষ বেকার তার সমস্যা সমাধানের কি পথ। আপনারা সকলে স্বীকার করেছেন Industry গড়া দরকার। আজকে মানুষের যা প্রয়োজন তা যতক্ষণে কার্য্যকরী করবেন ততক্ষণ মানুষের ক্ষুধা অপেক্ষা করেনা। অপেক্ষা করেনা এই কারণে. এই রাজ্যে যেভাবে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে ততই মানুষ বেকার হয়ে যাচ্ছে, ততই মানুষ উচ্ছন্নের দিকে যাচ্ছে, মানুষ অন্নহীন হয়ে যাচ্ছে। আজকে সরকারপক্ষ যদি ভাবেন. যে আমরা আসনে বসেছি. আমরা যথেচ্ছভাবে পরিকল্পনা করলে জনসাধারণকে সন্তুষ্ট রাখতে পারব তা মোটেই ঠিক হবেনা। আপনারা জানেন এই ত্রিপুরা রাজ্যে হাজার হাজার মণ কার্পাস উৎপাদন হয়। আজকে আস্তে আস্তে তার হার কমছে তার কারণ, যে পদ্ধতিতে তুলার চাষ হয় সেই পদ্ধতি আপনারা বাতিল করে দিয়েছেন আপনারা জানেন এই রাজ্যে যে তুলা উৎপন্ন হয়, তা বেশী না হলেও অন্তত পক্ষে ত্রিপুরারাজ্যের মানুষের তিন মাসের খোরাক চলত এই তুলার দাম দিয়ে। কিন্তু আজকে তারা সেই সুযোগ পাচ্ছে না। আজকে ঐ মুনাফাখোর, ঐ যে টাকাওয়ালা লোক তারা অবাধে জনসাধারণকে লুণ্ঠন করেছে। আজকে একটা কাপড়ের দাম, তাদেরে জিজ্ঞাস করে দেখুন, পাঁচ বৎসর বা দুই বৎসর আগের তুলনায় কত আকাশ পাতাল তফাত! আর আজকে যে কৃষক তুলা উৎপাদন করে বিক্রী করে সেই তুলার দাম কত? আমি শুধু সরকারকে অনুরোধ করব, আজকে যে পদ্ধতিতে তারা তুলার বীজ বপন করেন সে পদ্ধতিতে যদি তাদেরকে উৎসাহ দেন তবে সেখানে আমরা আরো হাজার দুয়েক লোক কার্য্যে নিয়োগ করতে পারি। সেই উন্নত ধরণের পদ্ধতিকে আপনারা অবহেলা

করেন, সেটা চালু করেন। কিন্তু আজকে ভুতুরিয়া প্রভৃতি মাড়োয়ারী কোম্পানীগুলি সমস্ত রাজ্যের তুলা দখল করে এককভাবে মুনাফা লুটছে। আর আপনারা চেয়ারে বসে চোখে চশমা দিয়ে লক্ষ্য করছেন যে আমার রাজ্যের লক্ষ লক্ষ টাকা লুট করছে; কিন্তু আপনারা নীরব। তুলা কত প্রয়োজনীয়। সেই তুলার উপর নির্ভর করে আপনারা যদি এখানে যদি একটি সুতর কলেরও ব্যবস্থা করতে পারতেন তবে রাজ্যে কিছু লোককে অন্তত: employment দেওয়া যেত, বেকারও কিছু কমত।

আপনারা পরিকল্পনা করছেন যে Pottery Industry এখানে করা হবে। কিন্তু আমি জানতে চাই, কেউ বলতে পারেন কিনা, আজকে সেই Pottery Centre এর মাধ্যমে কয়টা Pottery supply করে? সরকার যদি এই শিল্প করে থাকেন, তবে সরকার কত টাকা এই শিল্প থেকে আয় করেন তার হিসাব কেউ দিতে পারলে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হব কিন্তু আজকে কোথায় সেই Pottery। আজকে আপনারা Handloom এর কথা বলছেন, এই গ্রামগুলোর দিকে লক্ষ্য করে দেখুন সমস্ত তাঁত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারা কাপড় বুনতে পারছে না। কাপড় তৈরী করতে পারছে না আর আপনারা সেই Block Development এর মাধ্যমে কি করছেন? এ কথা বললে হয়ত আপনারা বলবেন সরকার মুনাফা করতে বসেনি। আমি বলব সরকার, যাদেরকে মুনাফা দেওয়ার জন্য এখানে বসেছেন, কি রকম যদি কেউ পাঁচ সের সূতা কাটে, পাঁচ সের সূতা দিয়েই সরকারকে কাপড় তৈয়ারি করে দিতে হবে। সেই কাপড় আপনারা কি করেন? আজকে যাদের ছোট বড় তাঁত আছে আপনার তাদেরকে দিয়ে যাতে তারা বিনা ব্যয়ে সূতা সংগ্রহ করতে পারে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিতে পারতেন, তা হলে গ্রামের এই সমস্ত তাঁত আজকে অচল হয়ে থাকতো না। আর এই তাঁতে যারা কাজে করতেন তারা বেকার হয়ে পড়ত না।

আপনাদের লক্ষ্য কোথায়? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা কথা না বললে পারলাম না যদিও ওনারা সেই Procedure খুঁজে পেয়েছেন কিনা জানিনা। ডুম্বুর হাড্রোইলেট্রিক স্কিমের উপরে

যখন cut motion ছিল, সেই cut motion আমার ছিল। কিন্তু সেখানে তারা আমাকে এই কথা বলেছেন যে এটি unsocialist দৃষ্টিভঙ্গি। আপনার যেমন দৃষ্টিভঙ্গি আছে আমারও দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে। আমি তখন sentiment নিয়ে এই কথা বলি নাই। আসাম থেকে বৎসর ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার বিদ্যুত আনাত পারেন আর এই ডুম্বুর পরিকল্পনায় মাত্র ১৬ লক্ষ টাকা খরচ হবে। সেটা কোন হিসাব? তখন আমাকে বলেছেন আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে মানেন না, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে বিভ্রান্ত করতে চাই। তাতে আমার দুঃখ নাই। এই cut motion নিয়ে যখন ভোটাভোটি হয় তখন আপনারা Noes বলেছিলেন কিনা আমি জানতে চাই? আজকে ডুম্বুর পরিকল্পনা হতে চলেছেন। তখন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমাকে বলেছেন যে এই পরিকল্পনা যদি হয় তাতে শত শত পরিবার আশ্রয়হারা হবে তখন আপনার Communist রা আবার চিল্লাবেন যে এই হয়ে গেল সেই হয়ে গেল, ঘর ডুবে গেল, সরকারের কোন দায়িত্ব নাই।

যে সমস্ত লোক effected হয়ে তাদের বিকল্প ব্যবস্থা করার জন্য তখন আমি সরকারকে বলেছিলাম। আর আজকে আপনারা হাততালি বাজিয়ে রাজ্যের মানুষকে শোনাতে চান যে আপনারা সাংঘাতিক পরিকল্পনা সেখানে করেছেন। আপনারা আসাম থেকে যে বিদ্যুত আনার পরিকল্পনা করেছেন সেই বিদ্যুত আনার পিলারের যে ব্যবস্থা করেছেন তা পাথারকান্দি পর্যান্ত আসবে কিনা আমার সন্দেহ। ত্রিপুরাতে আসা দূরের কথা, আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন। আজকে Industry নামে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নামে বড বড় কথা বললে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যার সমাধান হবে না। আপনারা determined হউন আপনারা কি কি করতে চান, কি কি করবেন। চলুন আমরা সবাই একবাক্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে Industryর জন্য দাবী করব। যেখানে তিন লক্ষ টাকার মুঞ্জুরী আছে সেখানে আমরা নয় লক্ষ, প্রয়োজনে বিশ লক্ষ টাকা

যেন মঞ্জুর করা হয়। আপনারা বলেছেন Heavy Industry করতে গেলে অনেক জিনিষের দরকার, বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারের দরকার। এই রাজ্যে ইহার ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা নাই। ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু ইহা আমি দাবী করিনা ত্রিপুরা রাজ্যে ইস্পাত কারখানা করা হউক, লোহার কারখানা হউক। ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত শিল্প করা সম্ভব সেই সম্ভাব্য শিল্পগুলিকে আগে উদ্ধার করা দরকার। অনেকে বলছেন; ত্রিপুরা রাজ্যে কাগজ শিল্প করার মত বাঁশ নাই। বাঁশ আছে কিনা দেখবেন? মন্ত্রীদের গাড়ীটা ঘন্টায় ৯০ মাইল স্পীডে চলে। বাঁশ দেখবে কি করে। আপনি চলুন আমার সাথে, উনকোটি পাহাড়ে কি বাঁশ আছে আমি দেখিয়ে দিব। অবশ্য কোন কোন পাহাড়ে বাঁশের অভাব পড়েছে এইকথা আমি অস্বীকার করিনা। কিন্তু সেই উন-কোটি পাহাড়, কুমারঘাটের সংলগ্ন সেখানে বহু বাঁশ আছে। সেই বাঁশকে কারখানার কাজে লাগানোর কোন চিন্তা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। কাজেই বক্তৃতা দেওয়া এককথা আর outlook আর এক কথা। আজকে যদি আপনাদের সেই রকম দৃষ্টিভঙ্গি থাকত যে আমরা এটা করতে চাই, কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করছেন না, আসুন opposition group আমরা দাবী আদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী জানাই। এরকম একটা determination আপনারা নিন। তখন আমরা যাই কিনা দেখবেন। শুধু লাইসেন্স পাওয়ার জন্য আর দেওয়ার জন্য যদি আপনারা এই অবস্থা করে থাকেন তা' হলে এই রাজ্যের ১২/১৩ লক্ষ মানুষকে মরিবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলি Rural Industry করার প্রচুর সম্ভাবনা ত্রিপুরাতে রয়েছে। কাজেই সেটা যদি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টির মধ্যে না থাকে কোন কিছু করা সম্ভব হবেনা। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যার দিকে যদি লক্ষ্য করেন, ত্রিপুরার মানুষের দুঃখ দুরবস্থার কথা চিন্তা করে সরকারকে অনুরোধ করব যে আপ-নারা একগুয়েমি নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে এই সমস্ত প্রস্তাবকে বান-চাল করার চেষ্টা করছেন সেই প্রস্তাব আপনারা withdraw করুন। এবং Industry গড়ার পক্ষে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে তা

নিশ্চয়ই আপনারা সমর্থন করবেন বলে আশা করি এবং এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ।

SHRI HLURA AUNG MAG—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন তার সমর্থনে আমি ২/১টা কথা বলব। আমি লক্ষ্য করেছি সরকারী দলের সদস্যগণ বিভিন্নভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করেছেন এবং অনেকে বক্রোক্তি করেছেন যে এই প্রস্তাবটা হাটে বাজারে চলত। এই কথা না বলে যদি তারা Industry গড়ার জন্য কোন বিকল্প প্রস্তাব দিতেন তাহলে আমি ধন্যবাদ দিতাম। কিন্তু সেইরকম কোন প্রস্তাব এই Houseএ নেই শুধু বিরোধীতা করার মনোবৃত্তি আমরা দেখতে পাই। কোন Constructive proposal যদি আমরা আনি তবে সেটা তারা majority ভোটে নষ্ট করে দেয়। তারা নিজেরাও কোন প্রস্তাব আনেনা। আমরা বিভিন্ন প্রস্তাব এনেছি যেমন বিধান সভার প্রস্তাব, রেল লাইনের প্রস্তাব, যে প্রস্তাব এনেছি তারা ভোটের জোরে বাতিল করে দেয়। TTCর আমলে, এখন বিধান সভায়—আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের যারা প্রতিনিধি হয়ে এসেছি। আজ Rulling partyর সদস্যরা যদি constructive wayতে এই প্রস্তাব আনতেন আমরা তা সমর্থন করতাম। কোন constructive প্রস্তাব আনেনি শুধু বিরোধীতা করা। আমি Speaker মহোদয় মাধ্যমে জানতে চাই আজ পর্য্যন্ত বিধান সভায় এইরকম প্রস্তাব যা আমরা এনেছি তারা এনেছেন কিনা? প্রথমে আমরাই এ প্রস্তাবগুলি এখানে উত্থাপন করি। তাই Iudns ry গড়ার মাধ্যমে দেখি আমাদের করুণাবাবু বলেছেন যে, যে কোন লোক যদি নিজের ইচ্ছায় Industry গড়ে তুলতে চায় এবং সেইজন্য যদি তারা কোন সহানুভূতি বা সাহায্যের জন্য আসতো তাহলে তাদেরকে আমরা সাহায্য করতাম। তারা কোনদিন খালিহাতে ফিরতো না। এ বিষয়ে আমি বলতে চাই যে বিলোনীয়াতে একটা শিল্প গড়ে তোলার জন্য নিজের উদোগে নিজে যন্ত্রপাতি তৈরী করে শিল্প গড়ে তুলেছিলেন। শটিফুড কারখানা সে নিজের উদ্যোগে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত সেই শিল্প চালাচ্ছেন। কিন্তু সরকারের নিকট বহু আবেদন নিবেদন করেও সে আজ পর্য্যন্ত কোন সাহায্য পাননি। এমন কি শটিফুড আমাদের মাননীয় উপমন্ত্রী ডা: বি. দাসকেও ইহা দেখিয়েছেন এবং তিনি খেয়েও দেখেছেন। এই Sugar of Milkকে বাঁচানোর কোন চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত করা হয়নি। মাননীয় সদস্য উক্তি করেছেন তিনি যাননি। আমি জানতে চাই একথা সত্য কিনা। এ বিষয়ে তদন্ত করা হউক। সে যদি নিজের উদোগে এই শিল্প গড়ে তোলে থাকে তবে সে কেন সাহায্য পাবেনা? এমন কি লাইসেন্স পর্য্যন্ত তাকে দেওয়া হয়নি। এই

অবস্থা এখানে চলছে কেন ? তাই আমি বলবো যে Industry গড়ার কোন মনোবৃত্তি তাদের নেই। শুধু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নাম দেখিয়ে. কেন্দ্রকে অঙ্গুলি দেখিয়ে আজ ত্রিপুরার মানুষকে অভাবে অনাহারে মারছে। আমি এই Houseএর সদস্য এবং মন্ত্রীমণ্ডলীকে বলবো তারা যেন এই অভাব, অনাহারে মৃত মানুষগুলির মৃতদেহের কানে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নামটি খোদাই করে তাদিগকে বাঁচাইয়া তোলেন। কিন্তু তারা তা করবেন না। এভাবে যদি ত্রিপুরায় চলতে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে ত্রিপুরার জনসাধারণের কিছু বলার থাকবে না। মাননীয় সদস্যা রেনু চক্রবর্ত্তী বলেছেন যে আমরা কেন্দ্রের কাছে লিখেছি। একথা অনেকদিন পর্য্যন্ত শুনে আসছি। নোয়াখালির এক ব্যবসায়ীর কথা আমার মনে পড়ে। সে ব্যাপারীটি কচু কিনত। সব সময় গণে ডাণ্ডা সাতাইশ। এভাবে ৩০ ৪০শে গেলেও সে বলে ডাণ্ডা সাতাইশ। তখন বিক্রেতা টের পেল যে সে চুরি করছে। তখন সবাই লাঠি নিয়ে তাকে পিটতে শুরু করলো। ব্যবসায়ীটি তখন জলে ডোবে বলছে ডাণ্ডা সাতাইশ, ডাণ্ডা সাতাইশ। এই হলো এখানকারও অবস্থা। ত্রিপুরার সব মানুষ আজ অনাহারে পতিত। এই হলো তাদের পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। অনেক সদস্য বলেছেন আখ এখানে হয় না। আখের চাষ ধ্বংস হয়ে গেছে। কেন হয়ে গেছে ? ধ্বংস করছে কে ? সরকারই এই আখ চাষের ধ্বংসকারী। এই সদস্যরাও এর কোন মূল্য দেয়নি। তারা বসে বসে বেতন গুণছে। কোন কিছু কাজ তারা করেননি। বিলনীয়া ও সাবরুমে যেভাবে আখ চাষ হতো গত ২।৩ বৎসরের মধ্যে সেখানে আখের চাষ একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে এক একজনের ৪।৫ কানি জমির আখ চাষ হতো সে সমস্তই এখন পোকের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেছে। সরকার এ বিষয়ে কোন কিছু করছেন কিনা আমি জানতে চাই। চাষীরা পরিশ্রম করে, খরচ করে এই সমস্ত চাষ করে ত্রিপুরাকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে চেষ্টা করছেন সেই চেষ্টাকে সরকার কোন রকম সাহায্য করেন না। মাননীয় সদস্যরা ও মন্ত্রীমহোদয়রা যদি বিলনিয়া যান তবে আমি সেখানে গিয়ে আপনাদিগকে দেখিয়ে নিয়ে আসতে পারি। সেখানে কোন সাহায্য সহানুভূতিই পাওয়া যায় না। যে গুড়ের সের পূর্বে আট আনা, দশ আনায় পাওয়া যেত সে গুড়ের সেরের বর্ত্তমান বাজারমূল্য ১৲, ১।০ তে উঠেছে। কারণ আখ চাষের জন্য কৃষকরা সরকার থেকে কোনরূপ সাহায্য পায় না। তাই আজ আখ চাষ ত্রিপুরা থেকে ধ্বংস হতে চলছে। এই হলো আখচাষের অবস্থা। তাই আজ আখ চাষকে পুনর্জ্জীবিত করার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কিনা তা আমি জানতে চাই মন্ত্রীমহোদয়ের কাছ থেকে। তারপর cotton চাষ সম্পর্কে আমি জানতে চাই। আগে ত্রিপুরায় জুমিয়ারা জুমের মাধ্যমে যে cotton উৎপাদন করতো তা আজ জুম কাটা বন্ধ করার ফলে সমস্ত জুম বন্ধ হয়ে গেছে। Cotton Productionও বন্ধ হয়ে গেছে জুমের মাধ্যমে। তার বিকল্প কোন চাষের ব্যবস্থা নিচ্ছেন কিনা এবং তারজন্য কি পরিমাণ টাকা নিয়োগ করছেন সরকারের মাধ্যমে তা আমরা জানতে চাই। কিন্তু সে পরিকল্পনার আজও কিছু জানা যায় নাই। শুধু নামেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কিন্তু কাজে আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা। তারপর পাটচাষ সম্পর্কে আমরা বহু কথা কথা শুনতে পাই। যন্ত্রপাতি পাওয়া যাবে কিনা, চালানো ঠিক হবে কিনা, বাজার পাওয়া যাবে কিনা এসব নানা কথা সরকারী সদস্যদের কাছ থেকে শুনতে পাই।

ত্রিপুরা রাজ্যে পাট চাষ যা হয় তা ভারতের মধ্যে ৩য় কি চতুর্থ স্থান অধিকার করে। কিন্তু সরকারের এই পাট চাষীদের উপর কোনরকম সহানুভূতি বা দরদ নেই। কারণ যারা পাট চাষ করে, যে পরিশ্রম তারা করে সেই অনুপাতে তার দর পান না। কারণ পাটচাষীরা জলের দরে সেই পাট বিক্রী করতে বাধ্য হন, তখন Calcutta থেকে Mill এর Agentগণ এখানে থেকে ৫ টাকা হইতে ১০ টাকা দরে পাট ক্রয় করেন। তখন হয়ত পাটচাষীরা মনোক্ষুন্ন হয়ে সেই বৎসরে আর পাট চাষ সেই রকম করেন না। তখন হয়ত Agentগণ ১২।১৪০ টাকা দরে কিছু পাট কিনল, তখন চাষীরা মনে করেন যে এবার বুঝি পাটের দাম বাড়ল কিন্তু বেশী করে পাট চাষ করলেই দেখা গেল যে পাটের দর আবার কমল। কিন্তু পাটের নিম্নতম দর যদি বেধে দিত তা হলে পাট চাষীরাও উপযুক্ত দাম পেত এবং mill মালীকরাও এখানে mill করতে বাধ্য হতেন। এইভাবে চাষীদের দিকে আমরা যদি দৃষ্টি দিতাম তবে এখানে Industry করতে পারি এবং এইগুলি করা সম্ভব। কিন্তু তারা কোন Constructive wayতে কাজ করবেন না। কেবল বলবেন অমুক পরিকল্পনা আছে, অমুক পরিকল্পনা আছে। এই কথা বহু শুনেছি। তাই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে এই কথা বলতে চাই যে মাননীয় সদস্য বীরচন্দ্র বাবু এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা যদি আমরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করি তাহলে একটী সুন্দর ত্রিপুরা গড়ে তোলা সম্ভব। এছাড়া আমি আর কোন প্রস্তাব দেখতে পাইনা। সুতরাং আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব যে তাহারা যেন এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker— I would call on the Hon'ble Member Shri Bir Chandra Deb Barma

SHRI BIR CHANDRA DEB BARMA—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে প্রস্তাব আমরা আজ এখানে রেখেছি তাহাতে এখনই mill করে দেওয়ার কথা বলা হয়নি। প্রস্তাবে Central Govt. কে request করার কথা বলা হয়েছে। Central Govt. যাহাতে mill start করার ব্যবস্থা করেন তারজন্য request করার কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাব গ্রহণ করার অর্থ এই নয় যে আজকে প্রস্তাব গ্রহণ করলে কালকে mill start করতে হবে। যার ঐ ধরণের ব্যাখ্যা করেছেন আমি বলব প্রস্তাবটা তারা ভালভাবে পড়েননি। প্রস্তাবটা যদি পড়তেন তাহলে দেখতেন যে প্রস্তাবে Central Govt.কে request করার কথা বলা হয়েছে। আজকে ত্রিপুরার যে অবস্থা agricultural resource প্রায় শেষ হয়েছে। বাহির থেকে প্রচুর লোক আসছে। এখানেও বহু লোক বেকার। এই অবস্থায় যদি আমরা Industry গড়তে না পারি তাহলে এই বিপুল সংখ্যক লোককে চাকুরী দিতে পারবনা। কাজেই এখানেই Industry গড়ে তোলা একান্ত দরকার এবং সেজন্যেই Central Govt.কে request করা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বলা হয়েছে যে আমরা আলাপ আলোচনা করছি। যে সমস্ত individual undertaking দিয়েছে তাহাদের সাথে আলোচনা করছি। কিন্তু redtapism আর কতকাল চলবে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ১৭ বৎসর হয়ে গেছে। আর কতকাল এই redtapism আমাদের বরদাস্ত করতে হবে। ত্রিপুরার বর্ত্তমান যে অবস্থা তা অবশেষে central Govt কে জানিয়ে এখানে Industry স্থাপন করা অতি প্রয়োজনীয় বলে আমরা মনে করি। তা না হলে অদূর ভবিষ্যতে ত্রিপুরার একটা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে। ত্রিপুরার Agricultural resource এর উপর নির্ভর করে এত লোককে বাঁচিয়ে রাখা যায়না। ত্রিপুরার লোককে যদি বাঁচাতে হয় এবং ত্রিপুরাকে যদি উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে অবিলম্বে এখানে Industry স্থাপন করা প্রয়োজন। আমরা যাতে সকলে মিলে একযোগে resolution পাশ করে Central Govt কে বর্ত্তমান অবস্থা জানাই যে এখানে Industry ছাড়া ত্রিপুরার লোককে বাচানো সম্ভব নয়। আমি এদিক থেকেই আমাদের প্রস্তাবটা রেখেছি। বিশেষ করে যে সমস্ত Industry grow করার কথা বলা হয়েছে 3rd planএ তা নেই। কাজেই 4th planএ তা

নেই। কাজেই 4th planএ যাতে এ সমস্ত Industry grow করার ব্যবস্থা করা হয় আমাদের Resolution পেয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অবহিত হতে পারেন যাহাতে এগুলো 4th planএ Include করা হয়। এখানে সরকার পক্ষের অনেকে বলেছেন যে এখানে বেসরকারী উদ্যোগে যে সমস্ত শিল্প গড়ে উঠেছে সরকার তাদের সাহায্য দিচ্ছেন। কিন্তু সরকার কিরূপ সাহায্য দিচ্ছেন তার একমাত্র প্রমাণ Match Factory। যে Match factory এখানে গড়ে উঠেছিল আজ তা নেই এখানে বেসরকারী উদ্যোগে যে সমস্ত শিল্প গড়ে উঠছে সেদিকে মনোযোগ দিচ্ছেন না। আর R I Cর যে ৮৩জন লোক আজ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আমি সরকারের নিকট অনুরোধ করবো। তারা যেন এই সমস্ত লোককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে না দিয়ে তাদের একটা বিকল্পের ব্যবস্থা করেন। Machine making Industry এবং Steel Industry, এগুলো heavy Industry. যে industryর কথা প্রস্তাবে বলা হয়েছে এগুলোকে medium Industry বা small Industry বলা যেতে পারে। প্রত্যেক রাজ্যে small industry service institute Central Govt. থেকে করা হয় কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে এখনও তা করা হয়নি। আমি বুঝতে পারলাম না যে small industry এখানে কেন হয়নি। যে সমস্ত industry গড়বার জন্য Techno economic survey of the Central Govt. বলে গেছেন Infra structureএর কথা, সেগুলো হল railway power, raw meterials সেগুলো private party করবে না। এগুলোর জন্য সরকার ব্যবস্থা করবেন। কাজেই এগুলোর ব্যবস্থা করা সরকারের প্রয়োজন। ডুম্বুরের বিকল্প হিসেবে বলা হয়েছে আসাম থেকে power আনা হবে। পাকিস্থানের কর্ণফুলি থেকেও power আনার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও সেগুলোর কোন ব্যবস্থা হয়নি। সুতরাং আমি বলবো যে এখানে industry grow করার জন্য সরকার আগ্রহান্বিত নন। কাজেই আমি মনে করি যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে সবদিক দিয়ে তার যৌক্তিকতা রয়েছে। তারপর tribalদের প্রতিটী ঘরে handloom রয়েছে। তাদের yarnএর demand রয়েছে। কিন্তু আমরা তাদের yarn দিতে পারিনা। এখানে যদি আমরা spining mill করি তাহলে তাদের yarn দিতে পারি। তারপর বলা হয়েছে ত্রিপুরার raw meterialএর production সম্পর্কে। এখানে bamboo production হয়। কিন্তু এখন তেমন production হচ্ছেনা। তার কারণ এখানে আমরা large scale ভাবে bamboo productionএর কোনরকম ব্যবস্থা করছি না। বিহার Govt. large scaleএ bamboo production এর জন্য একটা scheme নিয়েছেন। আমরা জানি আমাদের এখানে bamboo হয়। এখান থেকে টীটাগড়ে bamboo চালান যায়। কিন্তু large scaleএ bamboo productionএর জন্য

সরকার কি কোন scheme নিয়েছেন ? তা নেননি। এখানে sugarcane হতো, cotton হতো। কিন্তু আমরা কি কোন scheme নিয়েছি large Scaleএ sugarcane অথবা cotton production এর জন্য ? আমরা কোন কিছুই করছি না। এখানকার soilএ raw meterials হয়। কিন্তু আমরা কোনরকম large scale productionএর scheme নিচ্ছিনা। Large scale productionএর scheme নিলে এখানে Industry grow করা যেত। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে ত্রিপুরায় এ সমস্ত industry grow করা সম্ভব। এবং এদিক দিয়ে যদি আমরা Central Govt. কে request করি এখানে industry grow করার জন্য তাহলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়না। ত্রিপুরার বর্ত্তমান যে অবস্থা তাহাতে এখানে industry grow না করলে ত্রিপুরার লোককে বাঁচানো সম্ভব নয়। সুতরাং আমি মনে করি যে এখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে তার যৌক্তিকতা আছে। যারা এ প্রস্তাবের বিরোধীতা করছেন তারা এখানকার অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত নন। বিরোধীতা করার জন্যই শুধু তারা বিরোধীতা করছেন। কেন্দ্রীয় সরকার হয়তো অসন্তুষ্ট হবেন তারজন্যই তারা বিরোধীতা করছেন। গণরাজ পত্রিকায় আমরা দেখতে পাই যে আমরা এখানে অমুক industry করবো, অমুক industry নিয়ে আসবো বলে বলা হয় এবং এরজন্য মন্ত্রীমহাশয় বার বার দিল্লী যাতায়াত করেন। কিন্তু আজ পর্যান্ত কি করা হলো তা আমরা জানিনা। এজন্য মন্ত্রী মহাশয় T. A., D. A. বহু কিছু পান। কিন্তু আসল যে উদ্দেশ্য industry তার কিছুই হয়নি। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির ১৭ বৎসর পরেও ত্রিপুরাতে কোন industry গড়ে উঠেনি। যদি private sector না হয় তাহলে public sectorএ এখানে industry grow করা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে ত্রিপুরার লোককে বাঁচানো যায় না। কাজেই যে প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি। যদি এ প্রস্তাব না আনি তাহলে আমরা আমাদের দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হয়েছি বলে মনে করবো। জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে এ প্রস্তাব বিধান সভায় আনা হয়েছে। যারা বিধান সভাকে হাটে বাজারে পরিণত করতে চান তাদের মুখেই একথা মানায় যে এ প্রস্তাব হাটে বাজারে বিকোবার জন্য, বিধান সভার জন্য নয়। কাজেই এ প্রস্তাব যাতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় সেটাই আমি আশা করবো।

MR. SPEAKER :—Consideration of the resolution is over I would now put the question to vote. The question before the House is "This Assembly requests the Central Govt. to take immediate steps to set up in Tripura Mills and Factories for the production of Cotton, yarn, paper, sugar and jute textiles".

As many as are of that opinion will please say "Ayes, Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes' 'Noes'

'Noes' have it, 'Noes' have it.

House stands adjourned till 11 A. M. to-morrow, the 17th December.

——:•:——

APPENDIX—'A'

STARRED QUESTION NO. 75 BY SHRI DINESH DEB BARMA

QUESTION.	ANSWER.
1. Whether pay-scales of Matric and Non-Matric Tehsildars are different	(1) Yes
(2) If so, the reasons thereof	2) The scale of pay for the post of Tehsildars has been fixed at the lower of the two scales now existing. The higher pay for Matriculates has been laid down solely on the ground of their higher qualifications

STARRED QUESTION NO. 145 BY SHRI BIR CHANDRA DEB BARMA

QUESTION	ANSWER
a) Whether crops of large areas in Kailashahar, Khowai, Kamalpur, Sadar, Sonamura and Udaipur divisions had been damaged seriously in 1963 due to floods and invasion of pests ;	a) Paddy crops in some area of Kailashahar, Khowai, Kamalpur, Sadar, Sonamura and Udaipur sub-divisions were damaged to some extent by flood and pests
b) If so, whether agriculturists of these areas had got the benefit of remission of rent under the provisions of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960 ;	b) No.
c) If not, the reasons therefor ?	c) Damage to crops was not to that degree as to call for remission of land revenue. Other relief measures were taken where necessary

QUESTION & ANSWERS

STARRED QUESTION NO. 147 BY SHRI BIRCHANDRA DEB BARMA

QUESTION	ANSWER
a) Whether any land has been allotted under section 14 (1) & 14 (2) of the Tripura Land Revenue & Land Reforms Act, 1960 in each Sub-division and in the Municipal area of Agartala ;	a) Yes
b) If so, the total area allotted division-wise and the number of such allottees ?	b) See table below

Name of Sub-division	No. of allottees	Area involved
Sadar	7251	4786,36
Kamalpur	2900	1515,73
Sonamura	713[illegible]	3100,61
Khowai	4968	10805.89
Udaipur	8435	1962,75
Kailasahar	1543	1773.33
Belonia	173	399,44
Agartala Municipality	2	1,004

STARRED QUESTION NO. 151 BY SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTY

QUESTION	ANSWER
1) Whether the rate of T. A (per mile) sanctioned to the Settlement Staff is the same as that sanctioned to the staff under the District Administration ;	1) Yes
2) If not, the reasons for the difference in T. A. rate ;	2) Does not arise
3) Whether any transfer T. A. is sanctioned to Settlement Staff when transferred ;	3) Yes
4) If not the reasons therefor ?	4) Does not arise

QUESTION & ANSWERS

STARRED QUESTION NO. 161 BY SHRI PRAMODE RANJAN DAS GUPTA

QUESTION	ANSWER
1) The number of revenue villages formed, divisionwise during the present Settlement operation.	1) Total number of revenue villages is 871 as under— Sadar—140, Sonamura—63, Khowai —98, Udaipur—64, Kamalpur—64, Kailashahar—97, Dharmanagar—87 and Sabroom—59.
2) The number of villages of which records of rights have been finally published ;	2) 230 Villages
3) Whether sub-section (1) (c) of section 99 of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960 has been enforced in these villages ;	3) Section 99 (1) (c) of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960 has been enforced from 1st December, 1964 in respect of Kamalpur, Khowai and Sonamura Sub-divisions comprising 225 villages
4) If not, the reasons therefor ?	4) Does not arise

STARRED QUESTION NO. 163 BY SHRI PRAMODE RANJAN DAS GUPTA

QUESTION	ANSWER
1) The names of the Tea gardens with areas of land recorded in their names ;	1) As per statement
2) Whether the Govt. has any surplus land within any of these Tea gardens ;	2) This is under consideration under provision of Section 136 (1) (f) of the Tripura Land Revenue & Land Reforms Act, 1960.
3) If so, whether these lands will be allotted to Tea Garden labourers ;	3) Does not arise at this stage
4) Whether any person has been evicted from the surplus land in Tea gardens ;	4) Does not arise at this stage
5) If so, whether they have been given any alternate plot of land ?	5) Does not arise at this stage

Sl. No.	Sub-division		Name of Tea Garden	Land in khas possession of Tea Garden	Tenanted land vested to Govt. u/s. 135(d)	Remarks
1	2		3	4	5	6
1.	Sadar Sub-Division	1	Harishnagar T G.	1268,43	262,38	
		2	Mohanpur T. G.	457.23	56,57	
		3	Kalachhara T. G.	528,71	589,59	
		4	Adarini	348,78	—	
		5	International Tea Trading Co. (Narsinghar)	92,08	351,10	
		6	Tripura Hill Development Co. Ltd.	225.10	15,90	
		7	Krishnapur T. E.	785,80	204,07	
		8	Brahmakunda T.E.	396,01	144,99	
		9	Meglibund T. E,	1083,71	781,45	
		10	Meghipara T. E.	1059,31	32,57	
		11	Mantala T. E.	843,02	45,37	
		12	Simnachhara T. E,	898,65	207.32	
		13	Gopalnagar T. E.	254,55	4,42	
		15	Tippera Tea Corporation Ltd.	603,07	6,01	
		15	Rajluxmi T, E.	149,08	20,88	
		16	New Durgabari T, E.	256,02	338,72	
		17	Kalkalia T.E. (North)	176,52	—	
		18	Kalkalia T. E. (South)	201.33	—	
		19	Ishanpur T. E.	995,93	78,10	
		20	Jadavnagar T.E,	55,22	14 39	
		21	Tufanialunga T. E,	428,75	1,90	
		22	The Central Tippera Tea Co. Ltd. (Harendranagar T. E.)	644,17	—	
		23	Malabati T. E.	117,55	24,03	
		24	Peerless T. E.	1326,48	146,29	
		25	Nripendranagar T. E.	528,09	58.20	
2.	Khowai	1	Kalyanpur T. E.	471,40	575,96	
		2	Khowai T. E,	661.60	–	
3.	Kamalpur	1	Mahabir T.E.	1124,33	—	
		2	Ramdurlavpur T. E.	820,76	—	
		3	Jomthum T. E.	168,93	22,62	

1	2	3	4	5	6
3.	Kamalpur	4 Barsurma T. E.	58,26	—	
		5 Darangtilla T. E,	489.46	86,53	
		6 Garad Tilla T, E.	102,07	—	
4.	Kailashahar	1 Golakpur T. E.	1040,27	—	
		2 Silkote T. E. (Hirachhera)	735.66	—	
		3 Dilkhosh T. E.	2552,44	—	
		4 Sarojini T. E.	225,73	—	
		5 Kalishashar T. E,	862,63	—	
		6 Rangrung T, E;	591.06	—	
		7 Nottingchhera T, E,	306,15	—	
		8 The Tripura Tea Co, Ltd, (Sonamukhi)	702,43	—	
		9 Devasthal T, E.	645,57	—	
		10 Halaichhora T, E,	597,63	—	
		11 Anila T, E,	43.03	—	
		12 Manuvalley T, E,	1621,03	—	
		13 Jagannathpur T, E.	1494,75	265,57	
		14 Sova T, E,	201,22	—	
5.	Dharma-nagar	1 Ranibari T, E.	2047,52	156.20	
		2 Maheshpur T, E,	875,33	—	
		3 Sarala-Brajendra T, E,	896.58	—	
		4 The Vikrampur Tea & Industry Co Ltd.	1079,59	45.72	
		5 Halflong T, E,	942,64	0,75	
		6 Pearachhera T, E,	1148,02	2,23	

Appendix—'A'

Unstarred Question No. 143 by Shri Bir Chandra Deb Barma

QUESTION.	ANSWER.
(a) Whether any land belonging to the Government has been set apart for pasturage, for forest reserves or for any other public purposes under section 13 of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960.	(a) Yes for pasturage no new lands have been set apart for Forest reserve under Section. The Forest reserves are under Indian Forest Act of 1927.
(b) if so, the area divisionwise, set up per each of these purposes ;	(b) 4.03 acres only in Sadar Sub-division.
(c) whether any landless persons have been evicted while assigning such lands for these purposes ;	(c) No.
(d) if so, their number divisionwise ,	(d) Dose not arise.
(e) whether the persons evicted have been given alternative land for their rehabilitation,	(e) Does not arise.
(f) whether any Gram Panchayat has been allotted such khas pasture land, or any such land assigned for publlc purposes.	(f) Yes for pasturage.
(g) if so, the total area of such land allotted to Gram Panchayat ?	(g) 4,03 acres for pasturage

STARRED QUESTION NO. 169 BY SHRI ATIQUL ISLAM

QUESTION.	ANSWER.
1) Whether it is a fact that one has to prove Indian nationality before receiving compensation money for the land acquired by the Govt.	1) The residence of the awardees is looked into.
2) If so, under what provision of law this is required ?	(2) Section 5 of the foreign Exchange Regulation Act, 1947.

Starred Question No. 177 by Shri Atiqul Islam.

QUESTION	REPLY
1) Whether the Work charged Employees are entitled to Gazetted holidays	(1) The Work-charged Employees are entitled to enjoy 13 days effective Public holidays and 3 National holidays per year.
2) If not the reasons thereof ?	2) Does not arise.

STARRED QUESTION NO. 182 BY SHRI AGHORE DEB BARMA.

QUESTION	ANSWER
I) Whether the Govt. has received any writen representation complaining about the corrupt practices of one Naib and one Tahsildar and Manu Tehsil, Sabroom;	(I) Yes.
2) If so, whether the matter was investigated ;	(2) Yes.
3) What is the result of that enquiry ?	(3) The allegation was not substantiated.

STARRED QUESTION NO. 185 BY SRI AGHORE DEB BARMA

QUESTION	ANSWER
I) Whether any written representation is received by the Govt. complaining about the corrupt practices of Shri Fena Roy Sardar of Maharanipur, Khowai and certain others ;	(I) Yes.
2) if so, whether the matter has been enquired into ;	(2) Yes.
3) and with what result ?	(3) Allegations could not be substantiated by evidence in course of enquiry.

Starred Question No. 195 By Shri Sunil Kumar Choudhury, M.L.A.

QUESTION	REPLY
I) Whether erosion by river Gumti has caused and damage to the people of Udaipur Town.	(I) Yes. but of nominal nature.
2) If so, the approximate loss suffered by affected people.	(2) Cannot be properly assessed.
3) Whether any measure is being taken to protect the Udaipur Town from further erosion.	(3) Yes.
4) If so, what are these measures ?	(4) By construction of spurs.

Starred question No. 196 by Shri Sunil Kumar Choudhury, M.L.A.

Question	Reply
1, Who are the parties given contract for the supply of	1 (a) The Contractors for the supply of bricks for Belonia

Question	Reply.
Bricks for the construction of of Belonia—Rajnagar Road & Belonia—Hrishyamukh Road.	Rajnagar Road are as follows :- For 0-6 Mile Shri S. K. Bhowmik. For 6—12 Mile Shri Gopal Ch. Das. (b) The Contractors for supply of Bricks for Belonia-Hrishyamuk Road are as given below :— 0-6M/2F—Shri Gopal Ch. Das. 0-6M/2F—12M/4F— Shri S. K. Sarkar.
2. Whether the terms of contracts had been observed by these contractors and bricks have been delivered in time.	No.
3. If not, the reason thereof.	Shri S. K. Bhowmik and Shri S. K. Sarkar did not complete the supply within the stipulated time and therefore necessary action as per terms of contract has been taken against them. Shri Gopal Chandra Das could not complete the supply in time due to rains but has re-started work. He has however been asked to complete the balance supply expeditiously.

STARRED QUESTION No. 233 By SHRI HLURA AUNG MAG

Question	Answer
(1) Whether any tribal land had been requisitioned at Charakbari, Belonia in 1958.	(1) No land was requisitioned. However, an area of land measuring 28.245 acres under jote No. 71 at mouza Charakbari of Belonia Sub-division belonging to one Shri Angir Karbari (a tribesman) s/o late Uthan Mog of Belonia was acquired in the year 1957-58

(2) if so, the purposes for which these lands had been requisitioned.	(2) The acquisition as for rehabilitation of displaced persons.
(3) whether compensation has been paid in all cases, (4) if so, the rates at which such compensation has been paid ?	A sum of Rs. 5333.28 paise was awarded (at) Rs. 50/- per kani in favour of the interested party Shri Angir Karbari and the awarded sum was deposited in the Agartala Treasury as the party did not came forward to take the amount of compensation

STARRED Question No, 276 By SHRI AGHORE DEB BARMA

Question	ANSWER
1. Whether the Govt has revised any representation this year from the flood affected people of Amtali (near Bisramganj), Sadar, requesting for financial help,	1. No.
2, if so, whether their cases have been examined, and	2. Dose not arise,
3. the result thereof ?	3, Dose not arise,

UNSTARRED QUESTION NO. 146 BY SHRI BIR CHANDRA DEB BARMA

QUESTION / **ANSWER**

a) Whether any land belonging to the Govt. and not declared as Reserve Forests has been recorded in the name of the Forest Department as Protected Forest in the present Settlement operations ;

a) Yes

b) If so, the divisionwise break up of the area recorded as Protected Forests ;

b)

Name of division.	Area recorded as protected forest	
Sadar	46,610, 16	acres
Kamalpur	57,055,99	,,
Khowai	1.86,133.68	,,
Udaipur	24,844.12	,,
Sonamura	39,513.08	,,
Kailasahar	1,53 095,46	,,
Belonia	1,02,360.83	,,
Dharmanagar	1,54,333,60	,,
Amarpur	1,86,384.06	,,
Sabroom	60,714,17	,,
	10,11,045,15	acres

c) What are the principles followed in seperating the land recorded as Protected Forest from the land recorded as Government Khas ;

c) All areas of unclassed Govt. open forests which are not constituted as Reserved Forests and which are not given Settlement by the Government and are not utilised for any other Government purpose are recorded as Protected Forests in the present Settlement operation.

d) What are the provisions under Land Revenue & Land Reforms Act, 1960 under which the recording of Government land as Protected Forest is made ?

d) Recording of Government land as protected forest is made as per provision of Section 12 of the Tripura Land Revenue & Land Reforms Act, 1960 and rule 8 of the rules made thereunder.

UNSTARRED QUESTION NO. 150 BY SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTY

QUESTION	ANSWER
1) The total area of Bastu and Bastu Bhita recorded in the present Settlement operations ;	1) Total area of bastu recorded in the present survey and Settlement operation in Tripura is 47,531,54 acres. Bastu bhita has not been recorded in the survey Settlement records. Bastu bhita as mentioned in the question is presumably meant 'bhiti' Total area of bhiti recorded in the present survey Settlement operation is 42.581,99 acres.
2) Whether Land Revenue for Bastu and Bhita upto I acre will be remitted as has been done in West Bengal ?	2) There is no provision in the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act. 1960 for remission of land revenue for bastu and bastu bhita upto 1 acre.

UNSTARRED QUESTION NO. 152 BY SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTY

QUESTION	ANSWER
1) Whether the Settlement staff working in the revenue courts (Attestation camps, Central Camps and objection camps) are allowed to enjoy holidays on Sundays and second and fourth Saturdays ;	1) Sundays are closed holidays in all areas except in Agartala town where Thursday are closed instead of Sundays for affording facility to to the land-holders working in courts. offices, Banks etc. Following the practice in Settlement and for obtaining the standard outturn second and fourth Saturdays are not observed as holidays.
2) If not, whether they are paid overtime allowances for working on these days.	2) No

STARRED QN. NO. 154 BY SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTI

QUESTION	ANSWER
1 Total amount of money spent upto July, 1964 for the present survey and settement to be completed.	1) Rs, 98,30,085.00
2) when these operation are expected to be completed.	2) 1966-67.
3) whether the Govt. proposes to levy any tax for covering a part of the cost of settlement operations.	3) A portion of the cost will be levied as per provision of section 48(b) of the Tripura Land Revenue and land Reforms Act. 1960.
4) if so, details of those proposals ?	4) Details are under preparation.

UNSTARTED Q NO, 55 BY SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTI

QUESTION	ANSWER
1) Total number of persons who hold more than 25 standard acres of land.	1) 158
2) the area of excess land of these persons that have been vested in the Government.	2) 109.53 acres.
3) whether excess land thus vested in the Govt. has been allotted any Jhumia or landless agriculturists.	3) Yes.
4) if so, the number of such allottees and the area thus allotted in each division ?	4)

Name of division.	No. of allottees.	Area involved
Sadar	20	42.21 acres

UNSTARRED Q. NO. 156 BY SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTI

QUESTION	ANSWER
1) Whether acquisitioa of all Estates [Taluks] have been completed in all divisions.	1) Yes.
2) if so, the number of Taluks, Talukdars and area covered by acquisition in each division.	2) As per statement enclosed
3) the number of Talukars who have been paid compensation for such acquisition of Taluks.	3) 316
4) the total amount of compensation paid.	4) Rs. 4,29,426.14 paise.

Unstarred Question No. 157 By Shri Nripendra Chakraborti

Question	Answer
1. Whether any raiyat who at the commencement of section 100 of the Tripura Land revenue and Lands Reforms Act. 1960 owns land in excess of a basic holding has applied for the reservatiou for his personal cultivation of any parced of his land leased out to under raiyats.	1. Yes.
2. if so, a divisionwise break up of the number of such raiyats and the area prayed for reservation.	2. 24 in Khowai sub-division only. Area prayed for reservation—189.996 acres.
3. whether any sueh land has been declaared as retainable land of the raiyats.	3. Not yet.
4. if so. the number of such raiyats and the area thus declared.	4, Does not arise.
5. the number of under raiyats affected by such declaration ?	5. Does not arise.

UNSTARRED QUESTION NO. 158 BY Shri Nripendra Chakraborty.

Question	Reply
1) Whether the lands leased out to under raiyats and Bargadars have been recorded in their names in the present settlement operations,	1) Yes.
2) if so, the number of under raiyats and Bargadars in each division and the area recorded in their names,	2) As per provision of Section 2(V) of the Tripura Land Revenue & Land Reforms Act, 1960 under raiyate include Bargadars. Settlement records have been prepared accordingly with out distinction between them. The number of under raiyats/Bargadars and the area recorded in their names has been furnished in the enclosed statement Sub-division wise
3) whether any land held by under raiyats and Bargadars has been declared as non-resumable,	3) No.
4) if so, the number of such under raiyats and Bargadars in each division and the area thus declared non-resumable ?	4) Dose not arise.

UNSTARRED QUESTION NO. 159 BY SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTY

QUESTION	ANSWER
1. The total amount of fee realised by the Government from the people upto 1963-64 while implementing the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960.	1. Rs. 3,23,389.68 paise in court fees.
2. a division-wise break up of that amount,	2 Name of Sub division. / Amount realised.
	Sadar Rs.1,1.6796,07
	Kamalpur Rs. 17,834,53
	Sonamura Rs. 63,619,10
	Khowai Rs 37.496.45
	Kailashahar Rs. 27,769.29
	Udaipur Rs. 25,422.81
	Dharmanagar Rs. 4,836.78
	Belonia Rs. 17.533.26
	Amarpur Rs. 2.226.00
	Sabroom Rs 12.75
	Charge Officer, Sadar, Udaipur, Panisagar and Headquarter Office Rs. 9,842.64
3, what is the fee collected for each report for mutation of one right title and interest,	3. Court fee worth Re. 1/-
4. whether the same rate of fee is adhered to in cases where there are more than one applicants jointly paying for the same report for mutation.	4. No.
5. if not, the resons therefor.	5. Section 46(2) of the Tripura Land Revenue & Land Reforms Act provides that any person acquiring by succession, survivorship, inheritance etc. or otherwise any right in land shall report his acquisition of such right to the village accountant with-

UNSTARRED QUESTION NO. 159 BY SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTY

QUESTION	ANSWER
	in three months from the date of such acqu isition Serial 6 of the Schedule. V (Part A) of the Tripure Land Revenue & Land Reforms Rules, 1961 provides that proper fee for such report shall be Re.1/- (court fee).

Unstarred Question No. 160 by Shri Pramode Ranjan Das Gupta

QUESTION.	ANSWER.
1) The total number of cases drawn upto June, 1964 under section 15 of the Tripura Land Revenue & Land Reforms Act, 1960 for eviction of unauthorised occupants of land belonging to the Govt.	1) 26,988
2) a division-wise break up of that number. 3) the number of persons actually evicted in each division during the period.	2) & 3) (see table below)

Name of Division	No. of cases.	No. of persons actually evicted.
Sadar	8.649	528
Kamalpur	2.623	16
Khowai	10,130	31
Sonamura	3,394	82
Kailashar	1,522	38
Belonia	235	20
Udaipur	435	65
Dharmanagar	Not yet taken up.	
Amarpur	Not yet taken up.	
Sabroom	Not yet taken up.	

QUESTION.	ANSWER.
4) the names of the public purposes for which these persons have been evicted.	4) Unauthorised occupants were evicted as per provision of Section 15 of the Act which does not mention any public purpose.
5) total area of land required for each of these public purposes ?	5) Does not arise,

UNSTARRED Q. NO. 181 BY SHRI ATIQUL ISLAM

QUESTION	ANSWER
1) Whether there is any wakf board in Tripnra.	1) Yes.
2) if so, who are the office bearers of the said Board.	2) The name of the members are given below :— a) Janab Ahammed Hossain, Pleader—Chirman b) Janab Muktal Hossain, Advocate—Member c) Janab Kamaluddin Ahammed —Member d) Janab Md. Monohar khan, Pleader—Member e) Janab Abdul Wajid —Member Besides, the District Magistrict & Collector was appointed Ex-officio Commissioner of Wakf for Tripura and Janab Arman Ali Munshi Advocate was appointed Secretary.
3) what is the function of the said Board.	3) General superintendence of all wakfs
4) how many wakf estates in Tripura and their division wise break-up.	5) 114 so far known. a) Dharmanagar—88 b) Sadar —17 c) Sabroom —1 d) Belonia —8
5) what is the yearly income of the wakf states.	5) Rs. 14,160/-(approximately.
6) whether the income of the wakf states are properly spent.	6) The Board is not functioning effectively. The Chairman of the Board has left India for Pakistan for good without handing over the relevant documents to any body and as such it is not possible to say whether the income of the wakf properties is properly spent.
7) whether the Govt. has any information that certain wakf states have already been exchanged with the properties of minority of East Pakistan.	7) Yes.
8) if so, what steps the Govt. proposes to take in the matter ?	8) When Wakf Board starts funtioning effectively it will take suitable action.

UNSTARRED Q. NO. 191 BY Shri Sunil Kumar Choudhury

QUESTION	ANSWER
1) Whether the Government received any representation from the people for the abolition of Adda aud Gharchukti Taxes,	1) No representiou appears to have been received for abolition of Adda & Gharchukti Taxes.
2) whether the Government proposes to abolish these taxes ?	2) No.

UNSTARRED QUESTION NO. 192 BY Sri Sunil Kumar Choudhury

Question	Answer
1) Whether the Government has set up Land Acquisition Committee as contemplated in the Land Acquisition (Compensation) Rules, 1963.	1) Yes.
2) if so, the composition of the Committee ?	2) The composition of the Committee is as follows :— i) Chief Secretary, Government of Tripura......Chairman. ii) Development Commissoner, Government of Tripura ...Member. iii) Shri Umesh Lal Singh, M. L. A. Tripura ...Member.

UNSTARRED QUESTION NO. 105 BY SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTY

QUESTION	ANSWER
1) Whether any land belonging to the Govt. has been allotted under section 14(1) of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960	1) Yes.
2) if so, division-wise break up of the number of such allottees having no land, land upto basic holding land measuring more than basic holding but not exceeding family holding, and land measuring more than family holding	2) As per statement enclosed.
3) the rates of premium charged from these allottees.	3) Rate of premium charged under the provisions of rule 11 of the Tripura Land Revenue and Land Reforms (Allotment of Land) Rules, 1964.
4) the total premium realised division-wise, upto Nov, 1964.	4) See table below.

4)

Name of sub division.		Total premium realised.
Sadar	Rs.	1,05,775.61
Sonamura	"	84,985.75
Khowai	"	45,986 96
Kamalpur	"	25,934.65
Udaipur	"	72,219.18
Kailashahar	"	22,032.16
Belonia	"	6;020.75

QUESTION	ANSWER
5) whether any revenue and cess have been charged from any of these allottees from 3 years back from the date of allotment.	5) Yes, in the case of trespassers.
6) if so, whether charging of such revenue and cess was in conformity with the provisions of the Tripura L.R, and L R, Act, 1960 ?	6) Such case of allotment with rank trespasser and with the persons who extended their cultivation where the land was broken by the trespassors themselves were the cases of retrospective settlement. In such cases, revenue for the period of cultivation upto the period of three years back was collected and hence charg ir g of such revenue in those cases was in conformity with the provisions of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960

Statement (Division Wise)

Name of Sub-division.	No. of such allottee having.				Total
	no land	land upto basic holding	land measuring more than basic holding but not exceeding family holding	land measuring more than family holding	
Sadar	481	6770	—	—	7251
Kamalpur	—	2283	617	—	2900
Khowai	882	3663	389	34	4968
Snamura	—	3061	3916	155	7132
Udaipur	—	5286	3078	71	8435
Kailasahar	218	1133	192	—	1543
Belonia	—	173	—	—	173

Unstarred Question Na. 231 By Shri Sunil Kumar Choudhury

QUESTION	ANSWER
1) Whether any loan was given to the flood affected betel leaf cultivators of Belonia in 1957.	1) Yes.
2) If so, whether sanshit notices are being issued for the realisation of that loan.	2) No notices are being issued as sanshit notice. Action for realisation of arrear dues has been taken under Section 62(a) of the Tripura Land Revenue & Land Reforms Act, 1960 and rule 89(1) of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Rules, 1961.
3) If so, whether the Govt. has received any representation from thes people asking on a postponment of the realisation of that loan.	3) Prayers were received for allowing time to clear up the dues.
4) Steps taken by the Govt. in the matter.	4) Time was allowed to the persons who prayed for time to clear up their dues.

UNSTARTED Q. NO.258 BY SHRI HLURA AUNG MAG

QUESTION	ANSWER	
1) The names of the places where crops of the tribal people have demaged by elephants.	1) Name of sub-division	Name of places
	Dharmanagar	Balcherra.
	Kailashahar	Karamcherra, Kanchancherra, Maschli, Jarulcherra, Sindhukumarpara, Jamaircherra, Ramkuttacherra, Demcherra, Taibaglal & Karticherra.
	Kamalpur	Kathalbari & Debbari.
	Sonamura	Microsapara & Thalibari.
	Amarpur	Kachucherri, Bolanpasha, Dhananjoybari, Ayacherra. Ranirpukur; Thakurcherra, Kamalakhyacherra, Hejacherra, Taichakma, Gandacherra, Ramranjanpara, Kachumpara, Ayabchhera, Pradhanchandradalapatipara, Tribal colony, Feoracherra Dhalajan. Mailansingh, Jagabadhupara. Nabadwiproajapara Rampadparra. Utlacherra, Narayanpur, Lebacherra. Manikyadewan, Macherra, Karbuk & Rambhadra.
	Belonia	South Krishnapur, Jashmura and Anandpur.

2) whether any relief has been given to the affected people of those places.

3) if so, the amonut of relief given in eaeh case ?

2) & 3) No demand was made for any relief from the effected people, and immediate relief to victims was also not necessary. Adequate and prompt action was however, taken to check the depredation by elephants by supplying crackers to the villagers to disperse the wild elephants. Shikaris were also deputed to kill the rogue elephants were killed.

Unstarred Question No. 198 By Shri Sunil Kumar Chowdhury.

QUESTION	REPLY
1) Whether construction of Suksagar Sluice Gate and Girl's High School have temporarily been suspended ?	...No.
2) If so the reasons thereof,	... Does not arise.
3) Steps taken to expediate their construction.	Does not arise.

UNSTARRED QUESTION NO.212 BY SHRI BIR CHANDRA DEB BARMA

QUESTION	REPLY
1) Whether the work for the construction of an embankment for the protection of Khowai Town from floods has been started.	Yes
2) If not, the reasons for the delay in starting this work.	Does not arise.

Unstarred Question No. 234 By Shri Hlura Aung Mag

QUESTION	ANSWER
1) Whether the flood affected agriculturists of Baikhora, Belonia applied to the Government for any relief or aid for removing sand from their affected agricultural land.	1) No.
2) if so, steps taken by the Government in the matter ?	2) Does not arise.

Unstarred Question No. 245 By Shri Hlura Aung Mag.

QUESTION	ANSWER
1) Total number of colonies set up in Tripura during last 5 years for the rehabilitation of the landless agriculturists. 2) Name of these colonies and the number of the landless agriculturists rehabilitated in each of them. 3) Name of the colonies set up with the scheduled tribe landless agrilculturists among them. 4) Whether any loan or aid has been advanced to these landless agriculturists, 5) if so, the rates at which such assistance has been advanced ?	Materials are under collection.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

17th December, 1964

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Thursday, the 17th December, 1964.

PRESENT.

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, the Chief Minister, three Deputy Ministers, Deputy Speaker and twenty-four Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :— First item in the list of Business is Questions.

Starred Questions. I would call on Sri Birchandra Deb Barma.

Shri Birchandra Deb Barma :— 214.

Shri. M. L. Bhowmik :—Starred Question No. 214

asked by Shri. Birchandra Deb Barma.

QUESTION. REPLY.

1. The total number of Teachers who left the Ram Thakur Pathsala Boy's High School & Girls' High School since their inception.

Date of : recognition.	Number of teachers whose services have been terminated.	No. of teachers who have resigned	No. of cases who left	Total.
1	2	3	4	5
1. R. T. P. Boys High. 1-3-61.	14	16	12	42
2. R. T. P. Girls' High. 1-1-62	—	3	16	19
3. Pry. Section R. T. P.	8	5	4	17

2. The total number of Teachers whose services were terminated during this period in these two schools.

22 (14 from Boys High School & 8 from Pry. Section as per col. 2 above).

3. Whether any teacher of the above two categories made any complaint against the school authorities to the Education Department.

Yes.

4. If so, steps taken in the matter.

a) In two cases of teachers of the Pry. Section, there was appal to the Appellate Tribunal which decreed compensation to the teachers concerned to be paid by the School authorities in the form of 12 months pay. The decree has been partially complied with, the teachers having been paid three months pay.

b) 2 Non-Matric teachers of Pry. Section have been reinstated and given chance to qualify themselves on orders of the Education Directorate.

c) In case of one Matriculate V. M. Teacher School authorities have been directed to reinstate him in Service.

d) 3 teachers have recently made appeals to the Appellate Tribunal and their appeals are expected to be heard by Tribunal.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :— Names of the teachers resigned, dismissed and terminated from service ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— Names will be given later on.

শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি যে গত ৩০/৭/৬৩ তারিখে শ্রীপ্রণব কুমার দেব রামঠাকুর পাঠশালার বয়েজ স্কুলের শিক্ষক, তিনি ডিরেক্টার অফ্ এডুকেশানের কাছে একটি দরখাস্তে অনেকগুলি গুরুতর অভিযোগ—করাপশানের অভিযোগ এই স্কুলের সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে এনেছেন ?

শ্রীভৌমিক : — যদি এনে থাকেন then the question is under the disposal of the Education Department.

শ্রীচক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই মর্মে অভিযোগ পাওয়া গেছে কিনা যে এই স্কুলের সেক্রেটারী যত টাকা শিক্ষকদের বেতন দেন তার চেয়ে বেশী লিখিয়ে নেন ?

শ্রীভৌমিক :— The Government is not aware of such fact.

শ্রীচক্রবর্ত্তী :—মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি শ্রীঅজয় চক্রবর্ত্তী, বি, এস, সি, এ স্কুলের টেম্পোরারি কাজ করার পর দীর্ঘ দুই বৎসর পর আজকেও সেই কাজের জন্য বেতন পান্‌নি যদিও আমাদের গভর্ণমেন্ট থেকে সেই টাকা উশুল করা হয়েছে ?

শ্রীভৌমিক :— Government is not aware of such fact.

শ্রীচক্রবর্ত্তী :— মন্ত্রী মহাশয় এই সম্পর্কে তদন্ত করতে রাজী আছেন কি ?

শ্রীভৌমিক:—Yes, the Government is prepared to make enquiry in the matter.

শ্রীচক্রবর্ত্তী :— মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি শ্রীবিভূতি গুহ নামে একজন শিক্ষক তার দরখাস্তে কতকগুলি সিরিয়াস কমপ্লেইন্স এই স্কুলের সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে এনেছেন ?

শ্রীভৌমিক :— My reply is same as I have done in the last case.

শ্রীচক্রবর্ত্তী :— মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি এই শিক্ষক শ্রীবিভূতি গুহ ২/১/৬৩ তারিখে একটা জয়েনিং রিপোর্ট দেন এবং তারপর তার কাছ থেকে আরেকটা জয়েনিং রিপোর্ট আদায় করা হয়েছে ১৯/১২/৬২ তারিখের যাতে এই স্কুলের সেক্রেটারী বে-আইনী-ভাবে টাকা গভর্ণমেন্ট থেকে পেতে পারে তার জন্যে ?

শ্রীভৌমিক :— The Government is not aware of such fact.

শ্রীচক্রবর্ত্তী :— মন্ত্রী মহাশয় এই তথ্য সম্পর্কে তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীভৌমিক :— Yes the Government will enquire into the matter.

শ্রীচক্রবর্ত্তী :—মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে মিনতি মুখার্জী বলে একজন শিক্ষয়িত্রী তিনি চীফ কমিশনারের কাছে এবং মিনিষ্টার অফ এডুকেশানের কাছে কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ করেছিলেন এই স্কুলের সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে ?

শ্রীভৌমিক :—Might be.

শ্রীচক্রবর্ত্তী :—মন্ত্রী মহাশয় এই সমস্ত অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীভৌমিক :—তদন্ত হচ্ছে।

শ্রীচক্রবর্ত্তী :—মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে শ্রীনিখিল রঞ্জন ভৌমিক বলে আরেকজন শিক্ষক এই স্কুলের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছিলেন সে সম্পর্কে তদন্ত হচ্ছে কিনা ?

শ্রীভৌমিক :—তদন্ত হচ্ছে।

শ্রীচক্রবর্ত্তী :—মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই যে ত্রিবেণী রায় মুহুরী এবং সতী মজুমদার এই দুইজন টিচারকে বে-আইনীভাবে ডিস্‌চার্জ করা হয়েছিল এবং তারা রিড্রেস চেয়েছে শিক্ষা দপ্তরের কাছ থেকে ?

শ্রীভৌমিক :—Government is not aware of any such fact.

শ্রীচক্রবর্ত্তী :—মন্ত্রী মহাশয় ২৩শে মে, ২৫শে মে, ১২ই জুন, ৩রা জুলাই, ১০ই জুলাই ১৯৬৪ "অগ্রগতিতে" এই স্কুলের সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে যে সমস্ত গুরুতর অভিযোগ হয়েছে, সে সম্পর্কে কোন খবর রাখেন কি ?

শ্রীভৌমিক :—কাগজে দেখা গেছে।

শ্রীচক্রবর্ত্তী :—মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি সে সমস্ত অভিযোগ সম্পর্কে সরকার থেকে কোন তদন্ত হয়েছে কিনা ? তদন্ত না হলে তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি দেবেন কি ?

শ্রীভৌমিক :—সরকারের কাছে অভিযোগ করা হলে তদন্ত হবে।

শ্রীচক্রবর্ত্তী :—মন্ত্রী মহাশয় 'মানুষ পত্রিকায়' ১৩ই জুলাই, ২১শে জুলাই, ১লা জুন, ৪ঠা জুন, ২৫শে জুন এবং ২রা জুলাই, ১৯৬৪ কাগজে যে সমস্ত অভিযোগ আনা হয়েছে স্কুল সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে সে সম্পর্কে তদন্ত করতে রাজী আছেন কি ?

শ্রীভৌমিক :—তদন্ত হচ্ছে।

শ্রীচক্রবর্ত্তী :—মন্ত্রী মহাশয় কি একথা স্বীকার করবেন যে এই স্কুলের সম্পর্কে কোন তদন্ত

এতদিন হয়নি এইজন্য যেহেতু ডেভেলাপমেন্ট মিনিষ্টার এবং এই স্কুলের প্রেসিডেন্ট ভিজিলেন্স কমিটীর মেম্বার বলে এবং তারা এই স্কুল সেক্রেটারীর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এবং এই জন্যই তদন্ত হয়নি ?

শ্রীভৌমিক :—This is not a fact.

শ্রীচক্রবর্ত্তী :—মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন যে এই দুই ভদ্রলোক এখনও এ' লোককে নিয়ে কলেজ সংস্থাপনের জন্য প্রচেষ্টা করছেন যে লোককে এদ্দিনে জেলে দেওয়া উচিত ছিল ?

শ্রীভৌমিক :—Does not arise.

শ্রীচক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে এর বিরুদ্ধে এর আগে এই গভর্ণমেন্টের কাছে দুর্নীতি, চরিত্রহীনতা ইত্যাদি কত রকমের অভিযোগ আছে ?

Shri M. L. Bhowmik :— দেখতে পারি।

শ্রীচক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে এই লোকটি রিপোর্ট দিয়েছে যে এই টাকা মানে সোয়া দুইলক্ষ টাকা কোথা থেকে এসেছে এবং তার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন ?

শ্রীভৌমিক :—হঁা, প্রয়োজন।

শ্রীচক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে ডেভেলাপমেন্ট মিনিষ্টার এর পৃষ্ঠপোষকতায় এই সমস্ত দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে ?

শ্রীভৌমিক :—This is not a fact.

শ্রীচক্রবর্ত্তী :— দিস্ ইজ এবসলিউটলি এ ফেক্ট।

MR. SPEAKER :—I would call on Shri Hlura Aung Mog.

SHRI HLURA AUNG MOG :— Question No. 230.

SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTI :— Mr. Speaker, Sir there are three questions of similar nature, they may be taken to-gether Question No. 262, 197.

MR. SPEAKER : – One by Shri Sudhanwa Deb Barma and another by Sunil Kumar Choudhury.

SHRI M. BHOWMIK :– I would first take Question No. 197.

MR. SPEAKER :- Yes.

SHRI M. BHOWMIK :— Question No. 197.

STARRED QUESTION No. 197

Name of the Member— Sri Sunil Kr. Choudhury.

QUESTION	REPLY
1. Whether the public of Manu Bazar, Sabroom have been running a High School.	Yes.

2. If so, whether they have applied for any financial assistance from the Government;	Yes.
3. If so, what are the decisions of the Government in that respect ?	The matter is under examination.

Question No. 262 & 230.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এয়ারপোর্টের যারা দরখাস্ত করেছিল তারা এই আশ্বাস দিয়েছেন কিনা যে যদি এইখানে স্কুল করা হয় তাহলে ফ্রি ইলেকট্রিক সাপ্লাই এবং ফ্রি ওয়াটার সাপ্লাই তারা দিবেন ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—Who gave such assurance.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এয়ারপোর্ট ষ্টাফ।

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—No, it is not known to the Government.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে পূর্ব্বতন ভারতীয় শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীমালী এমনকি ডি, ও, লেটার লিখেছেন যে এইখানে একটি হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল করা হোক ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :— It is not known to the Government.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি যে কাঞ্চনবাড়ী কৈলাশহরে সেখানে প্রাইভেটলী একটা হাইস্কুল আপার ক্লাশ রান করা হচ্ছে ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—এটা আমার জানা আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে সেখানে সেই প্রাইভেটলী রান যে হাইস্কুল তাকে রিকগনিশান দেওয়া দরকার এবং এইড দেওয়া দরকার ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—Recognition is to be obtained from the Board of Secondary Education of the West Bengal.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—দেওয়া দরকার এটা মনে করেন কিনা সেটা বলছি।

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :— The question is under examination of the Education Department.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে মোহনপুর সদরে সেখানে একটা হাইস্কুলের জন্য সেখানকার জনসাধারণ দীর্ঘদিন যাবত দাবী করে আসছেন ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—হাঁ, করছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন কি যে সেখানে একটা হাইস্কুল করা হবে ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—This question is under consideration of the Education Directorate.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তীঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে আগরতলা রামনগরে এবং জয়নগর এলাকায় একটীও বয়েজ হাইস্কুল বা হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুল নাই ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—তা তো আমরা সকলেই জানি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে এমন এলাকা আছে যেখানে হাইস্কুল বা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল থাকা সত্বেও সেখানে আবার হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করা হচ্ছে, আগরতলাতে ? অথচ এই বিরাট অঞ্চলে একটা হায়ার সেকেণ্ডারী করা দরকার ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—প্রয়োজন থাকলে আর একটা করা যেতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—দেখা যাচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রয়োজন সম্পর্কে তাদের গভর্ণমেন্ট কোন সিদ্ধান্ত নেন নি এটাই কি ধরে নেব ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিকঃ—হাঁ, আমাদের এখনো সিদ্ধান্ত হয় নাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে এয়ারপোর্টে আগামী বৎসরে একটা হাইস্কুল বা হায়ার সেকেণ্ডারী করা হবে কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—How is it possible ? আগামী বৎসর কি করে হবে। I have told you that the question is under the consideration of the Education Directorate.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ক্লাশ নাইন ষ্টার্ট করতে হলে ডিরেক্টর অব এডুকেশনের অনুমতিই যথেষ্ট ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—আমার মনে হয় না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে সেকেণ্ডারী বোর্ড থেকে এই রকম একটা সারকুলার আছে ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—এই জাতীয় কোন সারকুলার আছে বলে আমি জানিনা।

শ্রীলুরা আং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে খাষ্যমুখে হাইস্কুল পাওয়ার জন্য দাবী করে আসছেন ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—দাবি তো অনেক যায়গা থেকেই করা হয়েছে, তা হতে পারে।

শ্রীলুরা আং মগ :— এই খাষ্যমুখে এই বছরে খোলা হবে কি হাইস্কুল ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—আমি তো পূর্ব্বেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি কোন কোন যায়গায় হতে পারে সেই প্রশ্ন নিয়ে আমাদের এডুকেশন ডারেক্টরেইট বিচার বিবেচনা করছেন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত:— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি কাতলামারাতে জুনিয়ার হাইস্কুল ক্লাশ নাইন ষ্টার্ট করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছে ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :— ইট্‌ ইজ্‌ নট নোন্‌ টু আস ।

শ্রীসুধন্য দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে জম্পুইজলার লোকেরা হাইস্কুল করার জন্য আবেদন করছেন কি না ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—করতে পারে ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে নলচর এলাকার লোকেরা একটা হাইস্কুল করার জন্য আবেদন করেছে কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—তা করতে পারেন, বিভিন্ন যায়গা থেকে আবেদন করা হয়েছে ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে গত অধিবেশনে মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিয়েছিলেন যে কাতলামারা জুনিয়ার হাইস্কুলে ক্লাশ নাইন ষ্টার্ট দেওয়ার জন্য অনুমতি চেয়েছে ?

মিঃ স্পীকার :—রেফারেন্স টু দি পাষ্ট সেশন নীড নট বি মেন্‌শনড্‌

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে কমলপুর মহকুমাতে সেলেমা এবং হালাহালির লোকেরা হাইস্কুলের দাবী করেছে সরকারের কাছে ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—হালাহালি এবং সেলেমা উভয় যায়গার আধিবাসীরাই হাইস্কুলের জন্য দাবী করছেন ।

শ্রীলুরা আং মগ :— একথা কি সত্য যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ঋষ্যমুখে গিয়েছিলেন এবং তখন সেখানে হোপ দিয়ে এসেছিলেন যে সেখানে এই বৎসরেই হাইস্কুল খোলা হবে ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—এই জাতীয় কথা আমি দিই নি, আমি বলেছি যে আপনারা বে-সরকারী উদ্যোগে করতে পারেন।

শ্রীহেমন্ত দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে রেশমবাগান হতে রাণীর বাজার পর্য্যন্ত কোন স্কুল নাই । সেখানে কোন স্কুল দেওয়া হবে কি না ? কোন ভাল স্কুল ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—স্কুল তো আছেই সেখানে। ভাল স্কুল ? বলতে চান যে অন্য স্কুলগুলি কি সব খারাপ ।

শ্রীহেমন্ত দেব :—না আমি বলছি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল । অথচ পুরান আগরতলার, রাণীর বাজারের ছেলেদের আগরতলায় এসে পড়তে হয়। কাজেই এ এলাকায় একটি স্কুল খোলা দরকার কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল খোলায় যখন প্রয়োজনীয়তা আসবে তখন নিশ্চয়ই খোলা হবে ।

শ্রীহেমন্ত দেব :—এখন প্রয়োজন মনে করেন কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—ইট ইজ আণ্ডার দি কন্সিডারেশন অফ দি এডুকেশন্স ডাইরেক্টরেইট।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত:— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে প্রাইভেট ইনিশিয়েটেডে হাইস্কুল বা হায়ার সেকেণ্ডারী করতে গেলে সেটা রিকমেণ্ডেশন বা এনকারেজ করা হবে কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—রিকগনিশণ্ আমাদের এডুকেশন ডাইরেক্টরেইট দেয় না, বোর্ড অফ সেকেণ্ডারী এডুকেশন দেয়। আমরা এন্‌কারেজ করি।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—সাব্রুমে যে হাইস্কুলটা আছে সেটাকে হায়ার সেকেণ্ডারীতে পরিণত করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :— এই সম্বন্ধে আশ্বাস দিতে পারি এটা হবে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—কতদিনের ভিতর হবে সেটা জানতে পারি কি ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—এইটার ঠিক টাইম লিমিট দেওয়া সম্ভব নয়। মাননীয় সদস্যকে এইকথা বলতে পারি যে আগামী সেসনের পূর্ব্বে এটা হতে পারে কিনা চেষ্টা করছি।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি বলছি এইজন্য যে আমাদের সাব্রুম বিভাগে মানে সাব-ডিভিশানে যেটা সেখানে কোন হায়ার সেকেণ্ডারী নাই তার ফলে সেখানে ছেলেদের এডুকেশন ঠিক ঠিক ভাবে হচ্ছে না তার জন্য।

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :— হায়ার সেকেণ্ডারী না থাকলে, হাইস্কুল না থাকলে এডুকেশনের খুব অসুবিধা হয় বলে আমি মনে করি না।

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :— ছেলেমা এবং কালাহালিতে যে হাইস্কুলের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে সেই সম্পর্কে কোন আশ্বাস দিতে পারেন কি ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—সরকারের বিবেচনাধীনে আছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি সাব্রুমে যে হাইস্কুলটা আছে তাতে যথেষ্ট সিট নাই, ছেলেরা ভর্ত্তি হতে পারে না ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—It is not known to us, we shall enquire into the matter.

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে লাষ্ট সেসনে আমি একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে একানব্বইটি ছেলে ক্লাস এইট থেকে ক্লাশ নাইনে উঠেছিল কিন্তু একটা ছেলেও ভর্ত্তি হতে পারেনি হাইস্কুলে ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—এটা আমার কাছে জানা নাই, আমি ইন্‌কোয়ারী করে দেখব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি যে থার্ড প্ল্যানে এক্‌সিষ্টিং স্কুল এক্সপানসানের যে প্রোগ্রাম আছে সেই অনুসারে এই সমস্ত স্কুল যেমন সাব্রুম, ধর্মনগর, যে সমস্ত জায়গায় ক্রাউডেড্ হয় সেখানে এক্সপানসনের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—হঁা, যথেষ্ট প্রয়োজন আছে আমি স্বীকার করি এবং আমাদের প্ল্যানে যেগুলি আছে সম্ভবত: সেইগুলি হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— সেগুলি কি পর্য্যন্ত হয়েছে তার কোন রিপোর্ট দিতে পারেন কি ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—এই কোশ্চেনে এই রিপোর্ট দেওয়ার সম্পর্ক নেই ।

MR. SPEAKER— I would now call on Shri Dinesh Deb Barma.

SHRI. DINESH DEB BARMA— Question No. 183.

SHRI B. DAS—Starred Question No. 183 asked by Shri Dinesh Deb Barma.

STARRED QUESTION No. 183.

by SHRI DINESH DEB BARMA.

QUESTION.	ANSWERS
What is the total acres of land brought under Japan se method of paddy cultivation in the year 1962-63 and' 64.	The toal estimated acreages of land brought under Japanese Method of Paddy cultivation in Tripura during the years 1962-63 and 1964 are as follows :— 1962 ... 15,000 acres 1963 ... 18,000 " 1964 ... 25,000 " (anticipated)
2. Whether any assessment has been made on the utility of Japanese method of cultivation.	Yes.
3. If so, what is the result of that assessment.	The results of assessment revealed that the Japanese methed of paddy cultivation if properly adopted give more yield over the local indigenous method.
4. Whether any comparative study has been made on the Japanese and indigenous method of cultivation,	Yes.
5. If so, what is the result of such a study ?	The comparative studies from demonstration plot land in cultivator's plot revealed that the J. P. C., if properly adopted may give 9 to 12 Mds. of paddy over the yield of indigenous method

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :— মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে জাপানী সিষ্টেমে চাষ করার ফলে এটা কত বেনিফিট প্রডাকশানের এবং আগে যে নরমেল প্রথায় চাষ হত তার সঙ্গে কি তারতম্য তার হিসাব দিতে পারেন কি ?

শ্রীবিনোদ দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটার উত্তর আমি দিতেছি যে ৯ : ১২ মন্ডস অফ পেডি পার একর ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারবেন যে পার ওয়ান লাখ একর অফ্ এগ্রি-কালচারেল ল্যাণ্ডের কত ইউনিট জাপানিজ মেথড এডপ্ট করার কথা তারা থার্ড প্লেনে বলেছেন।

শ্রীবিনোদ দাস :—আপনি মেথড্ অফ কালটিভেশনে টোটেল কষ্ট অফ প্রডাকশন কত আমি বলতে পারব না তবে ফারটিলাইজার এবং অন্যান্য জিনিষ কত ইউজ্ করছে সেইটা বলতে পারি ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে তাদের থার্ড প্লেনে কি টারগেট ছিল ?

শ্রীবিনোদ দাস :— থার্ড প্লেনে টারগেট্ ছিল তাতে পাঁচশত টন্ ফারটীলাইজার আমরা সেখানে ইউজ্ করেছি ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—একারেজ, নট্ টন ।

শ্রীবিনোদ দাস :— এটা আমি পরে বলব ।

শ্রীচক্রবর্ত্তী :—মন্ত্রী মহাশয় কি জানাতে পারবেন যে মেথড অব এসেসমেন্ট তারা কি এডপ্ট করেছিলেন ?

শ্রী বিনোদ দাস :—আমরা কতগুলি ডিমন্সট্রেশন ফারম করেছি এবং তার উপরে যেগুলি জাপানিজ ওয়ে কালটিভেটেড লেণ্ড তাতে রিসার্স করে তার সাথে কম্পেরিজন করে আমরা দেখেছি যে ইন্‌ডেজেনিয়াস্ মেথডের সঙ্গে কম্পেরিজনে জাপানিজ মেথড্ ভাল।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্নের জবাব হলনা। মেথড অফ্ এসেসমেন্ট কি এডপ্ট করেছিলেন ইন কেলকুলেটিং টোটেল প্রডিউস ।

শ্রীবিনোদ দাস :— এটা আমারা হাউজ্‌কে পরে জানাব ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারবেন যে তিনি যে রেজালটের কথা বলছেন এটা এসেসমেন্ট কমিটির দ্বারা ভেরিফাইড কিনা ?

শ্রীবিনোদ দাস :— যেহেতু এসেসমেন্ট করা হয়েছে এটা এসেসমেন্ট কমিটির দ্বারা ভেরি-ফাইড্ করা হয়েছে কিনা জানতে চাচ্ছেন ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এসেসমেন্ট রিপোর্ট এখানে দিলেন মন্ত্রী মহাশয় সেই এসেসমেন্ট রিপোর্টটা যে এসেসমেন্ট কমিটি আছে তার দ্বারা ভেরিফাইড কিনা ?

শ্রীবিনোদ দাস :— মে বি ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে জাপানীজ মেথড অফ্ কালটিভেশান পার একরে কত খরচ হয় এবং দেশীয় পদ্ধতিতে কত খরচ হয়?

শ্রীবিনোদ দাস :—ইন্ডিজেনাস্ মেথড্ অফ কালটিভেশনের চেয়ে জাপানিজ মেথড এ যে কালটীভেশনে তার খরচ খুব কম, কিন্তু তার রিটার্ণ অনেক বেশী।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে জাপানিজ মেথডে পার একরে কষ্ট অফ প্রডাক্শান কত হয়?

শ্রীবিনোদ দাস :— ফিগারটা আমি পরে দিতে পারব।

শ্রীআতিকুল ইসলাম : — মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে আমাদের দেশের কৃষকরা জাপানিজ মেথডটা খুব আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করছেন কিনা?

শ্রীবিনোদ দাস :— হাঁ আগ্রহ সহযোগে গ্রহণ করেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে একটা প্লট অফ্ জে, পি, সি ল্যাণ্ড তার জন্য টোটাল গ্রেন্ট এবং সাবসিডি কত দেওয়া হয় পার ইউনিটে?

শ্রীবিনোদ দাস :—আমরা যে ফারটীলাইজার দিচ্ছি তার মধ্যে কতগুলি সাবসিডি আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী:—গ্রেন্ট এবং সাবসিডি বলেছি।

শ্রীবিনোদ দাস :—আমরা কেবল সাবসিডি দিয়ে ফারটিলাইজার দিচ্ছি, গ্রান্ট সেখানে দেওয়া হয় না।

শ্রীলুর' আংমগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই বৎসর কত ফেমেলি এবং কত একরসে কৃষকরা ধান করেছে জাপানী প্রথায়?

শ্রীবিনোদ দাস :— আই ডিমাণ্ড নোটীশ।

শ্রীবুলু কুকি :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি গত বৎসরে দেখেছিলাম খুঠি লাগান হয়েছে উন্নত প্রথায়, জাপানী প্রথায় এবং উন্নত প্রথায় তারতমাটা কি?

বিনোদ দাস :—উন্নত প্রথা বলে গভর্ণমেন্টের কিছু জানা নাই, আমরা জাপানি মেথড্ ইন্ট্রোডিউসকরেছি এবং এটার সাথে শুধু লাইম সোইং করা হয় না তার মধ্যে আরো কতগুলি সেখানে রয়ে গেছে প্ল্যান্ট প্রটেক্শন মেজার ইত্যাদি আছে। একেই জাপানিজ প্রথা কয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে থার্ড প্ল্যানে ইম্প্রুভ্ড এগ্রিকালচারেল প্রেক্‌টিস বলে যে একটা আইটেম আছে যা থেকে খরচ করা হচ্ছে এবং সেটাই জাপানি প্রথা কিনা?

শ্রীবিনোদ দাস :—জাপানিজ প্রথাটা এরই মধ্যে।

শ্রীহেমন্ত দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে লাইন সুইং যেটা সেটাই জাপানি প্রথা কিনা?

শ্রীবিনোদ দাস :—জাপানি প্রথা যেখানে আমরা করেছি সেইটা শুধু লাইম সুইং নয় প্ল্যান্ট

প্রটেকশন মেজার এইগুলি সব নিয়েই জাপানিজ প্রথা বলা হয়।

শ্রীহেমন্ত দেব :—মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে গ্রামসেবকরা শুধু লাইন সুইং করার জন্য গ্রামবাসীকে উৎসাহিত করেন ?

শ্রীবিনোদ দাস :— গ্রামসেবিকাদেরকে ডিরেক্‌শন্ সেইভাবে দেওয়া আছে জাপানি প্রথায় যাতে প্রপারলি করতে পারে, শুধু লাইন সুইং নয়, সব কিছু সেইগুলি যাতে তাদেরকে দেওয়া হয়।

শ্রীহেমন্ত দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় খবর রাখেন কি যে লাইন সুইং জাপানী প্রথার নাম দিয়ে করা হয় ?

শ্রীবিনোদ দাস :—সেটা সরকার অবগত নয়।

MR. SPEAKER :—I would now call on Shri Atiqul Islam.

SHRI ATIQUL ISLAM :— 189 Please.

SHRI. MANINDRA LAL BHOWMIK :— Question No. 189 asked by Shri Atiqul Islam.

QUESTION.	ANSWER.
1) Whether certain teachers are sent to Y. M. C. A. College, Madras, for physical training.	Yes.
2) If so, whether they get their due allowance regularly.	Yes.
3) If not, the reasons thereof?	Does not arise.

সাপ্লিমেণ্টারিজ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে কয়জন শিক্ষক সেখানে পাঠানো হয়েছে ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—কোন্ ইয়ার, কোন্ ইয়ারে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—বর্ত্তমান বৎসরে।

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—২৩ জন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে গত অগাষ্ট মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত তারা কোন এলাউয়েন্স পাননি এবং এর জন্য সরকার অভিযোগ পত্র কোন পেয়েছেন কিনা এই ব্যাপারে।

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :— Instruction for remitting money to the incumbant concerned have already been issued to the Disbursing and drawing officers.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমার প্রশ্ন হল গত অগাষ্ট থেকে নভেম্বর পর্য্যন্ত তারা কোন এলাউয়েন্স পাননি এবং এই সম্পর্কে ট্রেনিদের কাছ থেকে কোন অভিযোগ পত্র পেয়েছেন কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—Government is not aware of such fact.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এটা কি সত্য যে তাদের অভিযোগপত্রের উত্তরে ডিরেক্টার অফ এডুকেশান তাদের জানিয়েছেন যে দি মেটার ইজ আণ্ডার কন্সিডারেশান।

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—I do not know

No. /if any such representation is received by the Directorate of Education? Have you received any copy of this? Then give me a copy.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান যে ডিরেক্টার অফ্ এডুকেশান এইরকম কোন জবাব দেননি ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—It is not known to us.

MR. SPEAKER :— I will call on Shri Bir Chandra Deb Barma,

SHRI. BIR CHANDRA DEB BARMA :— Question No. 215.

SHRI. MANINDRALAL BHOWMIK :—

QUESTION.	ANSWERS
1) Whether Sri Mrinal Kanti Chakrabarty a student of Degree Course of Ram Krishna Mahavidyalaya, Kailasahar was forced to take transfer certificate under Rule 26A of the Calcutta University Regulations Chapter XXIII in 1964.	Yes, but under University Regulation Act, 1251, Rule 21 Sub Rule (1) & (2)
2) If so, the reasons therefor ?	The Principal considered such action necessary.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি মৃণাল কান্তি চক্রবর্ত্তী যে একটা রিপ্রেজেনটেশান দিয়েছে ব্রিংগিং টু দি নোটিশ অব দি গভর্ণমেন্ট ফর দি করাপ্‌ট প্র্যাকটিস অব দি প্রিন্সিপাল এণ্ড মেনি জেনারেল গ্রিভেনসেস অব দি স্টুডেন্টস এগেনষ্ট হিম ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—Government is not aware of any such fact.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি একথা জানেন যে শ্রীবিমল মল্লিক বলে আর একটি ছেলেকে ঠিক একইভাবে ১৯৬২তে ফোরস্‌ড সার্টিফিকেট নিতে বাধ্য করা হয়েছে ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—Yes, the Principal is competent enough to issue such certificate.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ ছিল।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—The Principal is not compelled or obliged to show reason for such action.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে এই প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে শ্রীমৃণালকান্তি চক্রবর্ত্তী এই অভিযোগ এনেছিলেন যে ৫ টাকা ফ্যানের চার্জ নিয়ে ফ্যান তাদের না দিয়ে সেই টাকাটা প্রিন্সিপাল আত্মসাৎ করেছেন ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :— That is not a fact.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আছে যে তার ভাইকে উইদাউট অবজারভিং কোডেল ফরমালিটিজ কন্‌ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে এবং এটা অত্যন্ত নীতিবিরুদ্ধ কাজ ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—It is not a fact.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কোন তদন্ত করতে রাজী আছেন কি এই সব গুরুতর অভিযোগ সম্পর্কে ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—If these are not facts how can we enquire into the matter.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে শ্রীমৃণাল কান্তি চক্রবর্ত্তী এই অভিযোগ করেছেন যে মেগাজিন না পড়ে তার কাছ থেকেও মেগাজিনের টাকা আদায় করেছেন ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—This is not a fact, for any such case you should come with proof.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রমাণ দিলে সেগুলি সম্পর্কে তদন্ত করতে রাজী আছেন কি ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—If the prima-fasci case is proved.

মিঃ স্পীকার :—I would now call on Shri Hlura Aung Mog.

SHRI HLURA AUNG :— Question No. 238.

SHRI B. DAS :—Question No 238

1. Total amount of Mustard seeds, Potato seeds. Boro seeds and cuttings of Sugarcanes made available by the Government to the Agriculturists in growing Rabi Crop.

The total amount of these seeds made available by Government to the agariculturists so far in growing Rabi Crop this year is shown below :—

Mustard seeds	2,332.5 kg.
Potato seeds	1,47,197 kg.
Boro Paddy seeds	34,266 kg.
Sugarcane cuttings	98,460 kg.

2. A division-wise and Block-wise break-up of amount.

The Sub-Division-wise and Block-wise break-up of these Seeds are shown below :—

Name of Sub division	Name of bock	Kind and quantity (inkg) of seeds. Mustard seeds.	Potato seeds.	Boro paddy seeds.	Sugar-canes cuttings.
1	2	3	4	5	6
1. Dharma-nagar.	i) Fan-isagar	—	11 925	1,281.5	—
	ii) Kan-chanpur.	—	8,036	1 650	12 950
	Total :—	—	19,961	2,931.5	12,950
2. Kailashahar	Kumarghat.	488	9,080	4,000	—
3. Kamalpur.	Salema	105	17,930	7,330	—
4. Khowai	i) Khowai	200	6,411	620	7,400
	ii) Teliamura	350	4,095	1,523	2,000
	Total :—	550	10,505	2,143	9,400
5. Sadar	i) Mohanpur	154	14,100	718	15,780
	ii Bisalghar	118	4,010	540	2,000
	iii) Jirania	200	1.725	909	2,200
	iv) Sale Depot at Agartala (Outside Block).	—	636	—	—
	Total :—	472	20,471	2,167	19 980
6. Sonamura	Melaghar	58.5	7,999	—	9,300
7. Udaipur	Udaipur	427	7,050	5,350	19,932
8. Amarpur	Amarpur	30	4,370	4,612.5	9,107
9. Belonia	Bagafa	172	42,260	1,210	13,980
10. Sabroom	Satchand.	30	7,570	4,522	3,811
	Grand Total :—	2.332.	51,47. 197,	34,266,	98,460

শ্রীলুরা আং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, যে পোটেটো বীজ দিয়েছেন তা চাহিদার চাইতে অনেক কম ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—সরকার সেই সম্বন্ধে অবগত নহে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে সাব্রুম ব্লকের কর্তৃপক্ষ আলুর জমি তৈরী করতে বলে সেই সমস্ত জায়গায় আলু পরে দিতে পারেন নি; যেমন ঘোড়াতলীতে ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—সরকার এই বিষয় অবগত নন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে, যে সমস্ত এম, এল, এ, কে চীফ মিনিষ্টার চিঠি দিয়েছিলেন রবিক্রপ প্রোডাকশনকে এনকারেজ করা হয় এবং সীডস্ না পেয়ে সেটা এনকারেজ করার অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে এবং মেম্বাররা তাকে জানিয়েছেন ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— এসেম্বলীর মেম্বার যারা আছেন আমাদের গ্রো মোর ফুড কেমপেইন যাতে আমরা সাক্সেকফুল করতে পারি সেইজন্য তাদের কাছে আবেদন পাঠাই এবং প্রত্যেক যায়গা থেকেই আমার আবেদনের সাড়া আমি পেয়েছি, কিন্তু আমি অবগত নই এই রকম কোন কাজ সেখানে হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন এই রকম কোন চিঠি পেয়েছেন যে সীড্স আরো দরকার এই সম্পর্কে কোন এম, এল, এ, তাঁকে লিখেছেন এবং তার জবাব তাঁরা পান নি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমার কাছে এই রকম কোন চিঠি আসলে পরে সেইটার উত্তর পাবে না কোন এম, এল এ, এটা আমি চিন্তা করতে পারি না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না সোনামুড়া ডিভিশানে বীজ ধানের অভাবে অনেক জমি চাষ করতে পারে নি ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্রশ্নটা বুঝতে পারি নাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সোনামুড়া ডিভিশানে বীজ ধানের অভাবে অনেক জমি চাস করতে পারেন নি।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—সরকার অবগত নহে।

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে আলু বীজ এবং বোরো ধানের বীজ কিভাবে দেওয়া হয় ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—ব্লকের মাধ্যমে দেওয়া হয়।

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :—তার কোন মূল্য নেওয়া হয় কিনা এবং যদি নিয়ে থাকে কিভাবে নেওয়া হয় ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—তাতে একটা সাবসিডি দেওয়া হয় এবং সেই সাবসিডি অনুসারে কষ্ট বা মূল্য ঠিক করা হয়ে থাকে।

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :—মূল্যের হারটা জানতে পারি কি ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—এটা আমরা পরে জানাবো।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই সিডস্গুলো প্রোপারলি ইউটিলাইজড হচ্ছে কিনা ? সেটা দেখবার জন্য তাঁদের কোন অরগেনাইজেশন আছে কিনা ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— আছে এবং ব্লকের মাধ্যমে সেইটা করা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে, যেসমস্ত এলাকায় পঞ্চায়েত আছে সেখানে এই সীডস্ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ডিষ্ট্রিবিউট করা হয় নি ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—এই ব্লকের মাধ্যমে যাবে এবং ভি, এল্, ডবলিউ সেখানে রয়েছে। তাদের, ভি, এল, ডবলিউ, সুপারভিষনে সেইগুলি ডিষ্ট্রিবিউশন করবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে কি এটা আমরা মনে করে নেব যে পঞ্চায়েতের গ্রো মোর ফুড সম্পর্কে কোন দায়িত্ব নেই এবং সীডস্ ডিষ্ট্রিবিউট করার কি প্রয়োজন সেটা দেখার কোন দায়িত্ব তাদের দিতে চান না ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেক লোকেরই সেই দায়িত্ব আছে, কাজেই পঞ্চায়েতের নেই এই কথা আমরা স্বীকার করি না। প্রত্যেকেরই আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি প্রতিশ্রুতি দিবেন যে এর পর থেকে এই সমস্ত সীডস্ পঞ্চায়েতের কো-অপারেশন নিয়ে তাদের মাধ্যমে বিলি করা হবে ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—এখনো তাই হচ্ছে। আমরা প্রত্যেকেরই কো-অপারেশন চাই।

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে বোরো ধানের বীজ দেড়িয়া হারে পরিশোধ করার জন্য সরকার ব্লককে ইনষ্ট্রাক্শন দিয়েছেন কিনা ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্রশ্নটা বুঝতে পারি নাই।

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :—বোরো ধানের বীজ যা দেওয়া হয়েছে সেটা দেড়িয়াহারে পরিশোধের জন্য কোন ইনষ্ট্রাকশন গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে কিনা।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—হাঁ, দিয়েছি।

শ্রীসুনীল চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই দেড়িয়া হিসাবে দেওয়াটা কৃষকের জীবনে একটা চরম অবস্থার সৃষ্টি করেছে ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— কৃষকেরা এটা আনন্দ সহকারে গ্রহণ করেছে।

শ্রীসুনীল চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই দেড়িয়াহারে দেওয়ার ফলে যারা নাকি দাদন সিষ্টেমে ঋণ দিতেন তারা উৎসাহিত হয়েছেন, সরকার থেকে উৎসাহিত হচ্ছেন, সরকার থেকে আরও বেশী উৎসাহিত হচ্ছেন ?

শ্রীবিনোদ দাস :—যে হারে আমরা দিচ্ছি তাতে কৃষকরা উৎসাহিত হচ্ছে ।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— আমি বলছি যে দেড়িয়া হিসাবে যে দেওয়া হচ্ছে সরকার থেকে তার ফলে যারা নাকি দাদন দিচ্ছেন মানে মহাজনেরা তাঁরা উৎসাহিত হচ্ছেন কিনা ?

(ইন্টারাপশন)

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে, যে পরিমাণে সীডস্ সরবরাহ করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম ?

শ্রীবিনোদ দাস :—এটা হতেই পারে ।

শ্রীলুরা আং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি যে এই বৎসর যে আউশ ফসলের বীজ বিলনীয়ায় দেওয়া হয়েছে তার সম্পূর্ণ বীজ নষ্ট।

শ্রীবিনোদ দাস :—সরকার তা অবগত নহে ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, সমস্ত সীডস্ বিশেষ করে আলু সীডস্ কোল্ড ষ্টোরেজ-এ রাখার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা ত্রিপুরা রাজ্যে ?

শ্রীবিনোদ দাস :—বেসরকারীভাবে আছে সরকারীভাবে নাই ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী —রাখা হয় কিনা কোল ড ষ্টোরেজে, মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিনোদ দাস :—প্রয়োজনের ক্ষেত্রে রাখা হয় ।

শ্রীবুলু কুকি :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই যে বীজ দেওয়া হয় সেটা জায়গার ভিত্তিতে সেটার মূল্যের তারতম্য আছে কিনা ? যেমন মণ প্রতি ২০ টাকা আর কোন কোন জায়গায় ২০ টাকা আট আনা এইভাবে বিক্রি হয় কিনা সরকারী বীজ ধান ?

শ্রীবিনোদ দাস :—এই রকম কোন নীতি নাই সরকারের।

শ্রীলুরা আং মগ :—বিলোনীয়ায় জোলাইবাড়ী এলাকায় এই বৎসর যে আলুর বীজ দিয়েছেন সেই বীজগুলি গরীব কৃষকদের মধ্যে বিতরণ না করে কৃষকদের মধ্যে বিক্রি হয়েছে এই কথা কি সত্য ?

শ্রীবিনোদ দাস :—কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে ।

শ্রীবুলু কুকী :—এমন কি অমরপুর ব্লকের থেকে মণ প্রতি বিশ টাকা আট আনা দরে ধানের বীজ বিক্রি হচ্ছে এই সম্পর্কে জানাবেন কি ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস : এটা হতে পারে ট্রেন্সপোর্ট কষ্টের জন্য ।

MR. SPEAKER :— I would now pass on to the next question.

I would now call on Shri Birchandra Deb Barma.

SHRI ATIQUL ISLAM :— There is a question of Aghore Deb Barma.

MR. SPEAKER :— Aghore Deb Barma is absent. He is not in the House.

SHRI ATIQUL ISLAM :— তার অথরিটি দেওয়া আছে একটা।

MR. SPEAKER :—For all the day ?

MR. ATIQUL ISLAM—Yes.

MR. SPEAKER :—For all the questions.

SHRI ATIQUL ISLAM :— Yes.

MR. SPEAKER :— I called Shri Birchandra Deb Barma.

SHRI BIRCHANDRA DEB BARMA :— Question No. 227.

SHRI. MANINDRA LAL BHOWMIK (Dy. Minister):— Hon'ble Speaker, Sir,

Starred Question No. 227.

Name of the Member :— Birchandra Deb Barma.

QUESTION.	ANSWER.
1. Whether the Govt. has any proposal to set up a Sports Stadium at Agartala, Tripura.	Yes.
2. If so, the details of that proposal.	2. A Scheme of construction of a stadium was included in the Annual Plan for 1964-65 at an estimated cost of Rs. 5 lacs only and a token provision of Rs 50 thousand was proposed for the year—1964-65. The working group of the Planning Commission accepted the Scheme and a token provision of Rs. 5 thousand only has been allotted for the year—1964-65. Site for the stadium is yet to be selected and after selection of site a detailed estimate for implementation of the scheme will be drawn up.
3. Whether the Central Govt. has been approached for necessary financial assistance in this matter;	3. Since the Scheme has been accepted by the Planning Commission necessary provision will be included in the Annual Plan as also in the usual Budget estimates for Education. As such, the Central Government need not be approached for financial assistance for the purpose separately.

4. If so, the response received from the Central Govt.	4, Does not arise,

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কোন কোন সাইটটা আণ্ডার কন্সিডারেশন্ অব দি গভর্ণমেন্ট আছে ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—This will be informed later on This question has been answered.

মি: স্পীকার :—দেন শ্রীঅঘোর দেববর্মা । ইন হিজ এবসেন্স শ্রীআতিকুল ইসলাম ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—কোশ্চেন ২৬৬ ।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 266

QUESTION.	ANSWERS
1. Whether the Government has any proposal to increase the amount of Zumia rehabilitation grant.	No.
2 If not, what re the reasons ?	The amount of grant given to Jhumias is in accordance with the scheme approved by the Government of India and is considered to be adequate.

সাপ্লিমেন্টারিজ

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, যে গ্র্যাণ্ট দেওয়া হয় তার আইটেমওয়াইজ ব্রেক আপ কি, কি তার এক্সপেন্ডিচার ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—জমি প্রথমে আমরা সেখানে দিই, রিক্লেমেশনের জন্য গেল পরে তিন শত টাকা দেওয়া হয় এবং রিক্লেমেশন হয়ে গেলে পরে তখন আমরা দুইশত টাকা করে দিচ্ছি ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি টেকনো ইকোনমি সার্ভেতে বলেছে যে ১৫ কানি জমি তাদের দেওয়া দরকার ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—আমরা প্রথমেই যে স্কিম এনেছি সেখানে দুই ষ্ট্যেন্ডার্ড একত্র করে আমরা তাদেরকে দিচ্ছি ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি যে, রিহেবিলিটেশান এণ্ড রিফিউজি ডিপার্টমেন্ট থেকে ৫ কানি জমি এবং ২০০ টাকা জাংগল কাটিং এলাউয়েন্স দিত রিফিউজিদের ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—সেইটা লোন হিসাবে দেওয়া হত।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, আজকাল একজোড় বুলক কিনতে হলে কত টাকা খরচ হয় ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—বুলক নানা রকম রেইটে আমরা পেয়ে থাকি, কম দামেরও আছে, আবার বেশী দামেরও আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে, রিহেবিলিটেশান এবং রিফিউজি ডিপার্টমেন্ট থেকে রিফিউজিদের রিহেবিলিটেড করার জন্য ৯ মাসের খোরাকী দেওয়া হত এবং পরিবার পিছু ৯০০ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হত ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—রিফিউজিদের ব্যাপারটার সাথে এদের এখানে তুলনা হয় না এইজন্য যে, তারা সেটলড্ ফেমিলি ছিল, এখানে এসে আন-সেটেল্ড হয়েছে, আপরুটেড্ হয়েছে তা তাদের নূতন করে সেটলড হতে হয়েছে আর জুমিয়াদেরও আমরা সেটলমেন্ট দিচ্ছি, তা-কম্পেনসেশন দেওয়া হচ্ছে, ল্যাণ্ড দেওয়া হচ্ছে এবং ওদের দেওয়া হচ্ছে গ্র্যান্ট।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি একথা স্বীকার করবেন যে একজন রিফিউজি থেকে একজন জুমিয়া অনেক বেশী এগ্রিকালচার অকুপেশানে বেকওয়ার্ড অনেক পশ্চাৎপদ ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—এটা আমি অস্বীকার করিনা, এইটুকু আমি বলতে চাইছিলাম যে, আমরা সেটেলমেন্ট দিচ্ছি তবে একটা আন-সেটেল্ড ফেমিলির সাথে সেটলড্ ফেমিলির তুলনা করা যায়না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে, একটা রিফিউজি ফেমিলি ট্রাইপ স্কীমে ২১,০০ শত টাকা এবং লোন স্কীমে ৩,০০০ টাকা পর্য্যন্ত লোন পেয়ে থাকেন।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— সেটা লোন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি যে, রিফিউজিদের লোন গ্র্যান্ট হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করে নিচ্ছেন ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— সবগুলি নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় রিফিউজিদের যতটুকু গ্র্যান্ট দিচ্ছেন ততটুকু গ্র্যান্ট জুমিয়াদের দিতে রাজী আছেন কি ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—আমি শুধু এইটুকু বলছি যে সেখানে আমরা ল্যাণ্ড দিচ্ছি, গ্রান্ট দিচ্ছি, আবার ফেসিলিটিস্ দিচ্ছি যাতে তারা সেটেলড্ হতে পারে, রিহেবিলিটেটেড ভালভাবে হতে পারে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি মনে করেন যে ট্রাইবেল জুমিয়াদের যে গ্র্যান্ট দিচ্ছেন তা একটা পরিবারের পুনর্ব্বাসনের পক্ষে যথেষ্ট?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—আমি তা মনে করি না, আমরা ৫০০ টাকা দিচ্ছি শুধু তাই নয় সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ফেসিলিটিসও সেখানে দেওয়া হচ্ছে, ওয়াটার ফেসিলিটি, মেডিকেল ফেসিলিটি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, ফরেষ্ট গুডস্ তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে ঘর করার জন্য, হরটিকালচার থেকে চাড়া গাছ দেওয়া হচ্ছে ফ্রি অব কষ্ট্।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে, জুমিয়াদের এই যে গ্র্যান্ট সেটা কম বলে জুমিয়া কলোনি এবং জুমিয়া কলোনির বাহিরে যারা রিহেবিলিটেড্ হয়েছিল তাদের একটা বিরাট সংখ্যক ডেজার্ট করে চলে গেছে?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—ইট ইজ নট, এ ফেক্ট।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী:—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে এই হাউসের মধ্যে সেই তথ্য উপস্থিত করা হয়েছে জুমিয়া কলোনি থেকে কত ডেজার্টেড হয়েছে?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—এটা রিহেবিলিটেশন কজেচ্ এর জন্য নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি স্বীকার করবেন যে যতটুকু পর্য্যন্ত গ্র্যান্ট রিফিউজিদের সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট দিয়েছেন, ততটুকু পর্য্যন্ত গ্র্যান্ট জুমিয়াদের দেওয়া দরকার?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—আমরা সমস্ত ফেসিলিটিস দিচ্ছি এবং যাতে তারা রিহেবিলিটেড্ হতে পারে সেইদিকে চেষ্টা আছে এবং আমাদের পরিকল্পনা আছে।

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই ৫০০ টাকার উর্দ্ধে জুমিয়াদের গ্র্যান্ট দেওয়া সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—৫০০ টাকা গ্র্যান্ট দেওয়ার যে স্কীম আমরা প্রথমে করেছি তাতে আছে যে আমরা তাদেরকে ৫০০টাকা দেবো এবং তাছাড়া তাদেরকে জমি দেওয়া হবে এবং অন্যান্য ফেসিলিটিস দেওয়া হবে।

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :—আমি বলছি যে এই টাকার গ্র্যান্ট বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা আপনাদের আছে কিনা?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—এখন আমরা যে ফেসিলিটিসগুলি দিচ্ছি, তাতে লিঙ্ক রোড্ করে দিচ্ছি, ড্রিংকিং ওয়াটার এবং অন্যান্য ফেসিলিটি যেমন টেঙ্ক করে দিচ্ছি এগ্রিকালচারের ইরিগেশন এর জন্য, প্রাইভেট সেক্টার গোডাউন

করছি. হর্টিকালচার ফেসিলিটি দিচ্ছি, কো-অপারেটিভ সোসাইটি সেখানে করছি, ডিমোনষ্ট্রেশন ফারম করছি, মডেল নারসারিজ্ করছি, ওয়ার্ক কাম ট্রেইনিং সেন্টার করাছি। তাদের অর্চাডঁ ফুট প্লেন্ট, ইমপ্রোভড্' সিড কেমিকেল ফার্টিলাইজার এইগুলি দিচ্ছি ফ্রি অফ কষ্ট।

MR. SPEAKER :— The Question hour is over. Replies to starred question No. 180, 237 & 227 and unstarred Questions :-- No. 271, 272 228, 236, 252, 254, 237 & 199 be on the table.

The replies were laid on the table

Next item is Calling Attention Notice. I have received Calling Attention Notice from Shri Dinesh Barma on the subject of :—

"Death due to outbreak of cholera and gastro entertis in several parts of Kamalpur Sub-division."

The Hon' Minister in-charge is to make a statement, If he is not in a position to make a statement......

SHRI MANINDRA LAL BHOWMIK :—Yes' Hon'ble Speaker Sir, I am in a position to makea statement on the Calling Attention Notice to-day.

MR. SPEAKER :—Alright.

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কমলপুর উপবিভাগে প্রায় মাসকাল আগে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং এই রোগ অনেকটা মহামারী আকারে সেখানে দেখা দেয় এবং ১৬ই নভেম্বর থেকে ২১শে নভেম্বর পর্য্যন্ত এই কলেরা রোগে ৩৫জন লোক আক্রান্ত হন এবং ১৯জন লোক এই রোগে প্রাণ হারান। যে সমস্ত পরিবারে এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে সে সমস্ত পরিবারকে আমাদের সরকার পক্ষ থেকে আমি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। কলেরা এপিডেমীকের সংবাদ প্রথমে ২১শে নভেম্বর তারিখে রেডিওগ্রাম যোগে কমলপুরের এডিশানেল এস, ডি. ও, এখানে পাঠান। খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য দপ্তরের হেলথ অফিসার সেখানে মোবাইল ইউনিট নিয়ে এক্সট্রা ষ্টাফ নিয়ে এবং উপযুক্ত পরিমাণ কলেরা ভেক্সিন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র নিয়ে সেখানে যান। সঙ্গে সেই ইউনিটের নর্দ্দান ডিভিশানের রিজিওনেল হেলথ অফিসার

জে, সি, ভট্টাচার্য্য সেখানে যান। এবং আরও অন্যান্য ষ্টাফ সেখানে ডিপোটি করা হয়। ডিষ্ট্রীক্ট হেলথ অফিসারও সেখানে যান। কাজেই সেখানকার কলেরা রোগ চেক্ড আপ্ হয়েছে। ২৮শে নভেম্বর থেকে নূতন কোন আক্রমণের সংবাদ আমরা জানিনা। আমি বিস্তৃতভাবে সেখানকার কোন্ কোন্ অঞ্চলে কয়টা আক্রমণ হয়েছিল এবং কজনের মৃত্যু হয়েছে সে সম্পর্কে এখানে আমি হাউসকে সেটা জানাতে চাই। এটাক্স এণ্ড ডেথস আর এজ ফলোজ ইন দি ফলোইং প্লেসেস।

	Name	এটাক	ডেথ
1.	Kamalpur	3	2
2.	Duraichera	10	4
3.	Caulubari	3	2
4.	Manikvander	9	4
5.	Mohanpur	4	2
6.	Shingibil	2	2
7.	Methima	2	2
8.	Mayachara	2	1

Public Health staff engaged there for controlling the situation......

সেটাও আমি হাউসকে জানাতে চাই।

Sanitary Inspector— 2 Nos.

Health Assistant— 2

Vacinators— 4

২৭।১১।৬৪ পর্য্যন্ত আমাদের সেখানে ১৯,৬৩১ জন লোককে কলেরা ইনকুলেশান দেওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য ঔষধপত্র যেমন ব্লিচিং পাউডার এবং অন্যান্য কলেরা প্রতিশেধক ও ঔষধপত্রাদিও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করা হয়েছে এবং রোগগ্রস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে সঙ্গে ঔষধপত্র মবাইল ইউনিট থেকে দেওয়া হয়েছে। এই রোগের সংক্রা-মণের যে সোরস্ সেই সম্বন্ধে আমি হাউসকে জানাতে চাই। প্রথমে একটা লোক শ্রীবিজেন্দ্র লাল দাস, বয়স ৩২ বৎসর, পাকিস্তান থেকে কমলপুরের দুড়াইছড়া আসে এবং ১৬ তারিখে এই রোগে আক্রান্ত হন এবং প্রথমে এই রোগের লক্ষণ গেষ্ট্রোইটিজ বলে মনে করা হয়। ১৬ তারিখে তিনি আক্রান্ত হন, ১৭ তারিখে তিনি মারা যান এবং এই জায়গা থেকে ক্রমশ: নদীর তীরবর্ত্তী যে সমস্ত গ্রাম রয়েছে সে সমস্ত

গ্রামের লোকেরাও অনেকে এই রোগে আক্রান্ত হন। আমাদের মনে হচ্ছে ইনফেক্সানটা থ্রো ওয়াটার অফ দি রিভার সেই জায়গায় বিস্তার ঘটেছিল। যাহউক সৌভাগ্যের বিষয় আমরা কলেরা এপিডেমিক চেক্ আপ করতে পেরেছি। নূতন কোন ঘটনা ২৮শে নভেম্বরের পরে আর ঘটে নাই। কাজেই আমাদের এখন উদ্বেগের কোন কারণ নাই। যে রোগ মহামারী রূপে দেখা দিয়েছিল তা অবরুদ্ধ হয়েছে এটা আমরা হাউসকে বলতে পারি, আর নূতন কোন আক্রমণের সংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় নাই। আর সেই প্রসংগে আমি আরেকটা কথাও হাউসকে জানাতে চাই যেটা আমাদের জনস্বাস্থ্য দপ্তর সেখানে করেছেন। সেখানকার অধিবাসীদের সকলকেই একথা জানান হয়েছে যেন তারা বয়েল্ড ওয়াটার অর্থাৎ সিদ্ধ জল ব্যবহার করেন। কারণ এই জলের মাধ্যমেই এই রোগের সংক্রামণ সেখানে হয়েছিল এবং কাজেই এটা সকলেরই কর্তব্য জনসাধারণকে, ত্রিপুরাবাসীকে যিনি সেখানকার সদস্য আছেন আমাদের মাননীয় সদস্য সুনীল বাবু তিনি নিশ্চয়ই এডিশানেল এস, ডি, ও-র সঙ্গে সেই সমস্ত রোগাক্রান্ত অঞ্চলে ঘুরেছেন; মাননীয় সদস্য দীনেশ দেববর্মা মহাশয় তিনিও নিশ্চয়ই ঘুরেছেন, আমি আশা করব আপনারা সকলেই মিলে যে সমস্ত গ্রামের লোকদিগকে রোগের সংক্রামণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আপনারা সকলে যদি স্বাস্থ্য-দপ্তরের সঙ্গে সহযোগিতা করেন তাহলে আর এই রোগের বিস্তার ঘটবেনা। যা হউক আমি আশাকরি আমি যে বিবরণ— সেখানকার মহামারী নিবারণের জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি, রোগের প্রতিশেধক ঔষধপত্র সরবরাহ করার জন্য যে ব্যবস্থা আমরা করেছি আমরা মনে করি সেটা প্রয়োজনের তুলনায় পর্য্যাপ্ত হয়েছে আশা করব। সেখানে আর রোগের পুনরাক্রমণ হবে না।

MR. SPEAKER :—I would pass on to the next item— Private Members Resolution.

Shri Hlura Aung Mog M. L. A. will now proceed to move the Resolution that—

"As the present widely prevalent Dadan system of money lending is ruining the poorer section in rural areas and the tribal people in particular economically, this Assembly requests the Government to adopt immediately such legal measures as to make dadan system of money lending impermissible and punishable by law in Tripura"

I would call on the Hon'ble Member to move the Resolution after that the Members may participate in the discussion.

SHRI HLURA AUNG MOG :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে দাদন ব্যাপারে যে প্রস্তাবটি রাখা হয়েছে, এই প্রস্তাব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি রাখছি এই কারণে যে ত্রিপুরার বর্তমান অবস্থা যা হয়েছে তাতে চুপ করে থাকতে পারিনা। সামন্ততান্ত্রিকযুগে যে সময় মহারাজা ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনকর্ত্তা তখনও দেখেছি যে কি জুমিয়া কি অন্যান্য জাতির কৃষকদিগকে যেভাবে মহাজনেরা দাদন দিয়ে, দেড়া-দুনা সুদ দিয়ে সমস্ত জায়গা তাদের কবলে নিয়ে রেখেছে সেই অবস্থা থেকে তাদের মুক্ত করবার জন্য আমরা আজ হাউসে এই প্রস্তাব এনেছি। বিলোনীয়ার কথাই আমরা বলি, তখনকারযুগে বিলোনীয়ার সমস্ত জমি দুইজন কি তিনজন মহাজনে গ্রাস করে ফেলেছিল এবং তারা তখন কি ছিল? তাদের সামান্যতম জিনিষ নিয়ে পাহাড় অঞ্চলে ঢুকে এবং সেই রাম দেব কি কৈলাশ পোদ্দার এরা বিলোনীয়াকে রাঘব বোয়ালের মত গিলে ফেলেছে এবং তারা ঋণের কবলে পড়ে, দাদনের কবলে পড়ে সমস্ত জায়গা জমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। এখানে সেই ১৭বৎসর স্বাধীনতা পাওয়ার পরেও দেখতে পাই আমরা যে সেই শোষণ বর্ত্তমানেও চলছে। সাব্রুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত...।

মিঃ স্পীকার :— I would request the Hon'ble Member not to make mention of any particular person.

শ্রীসুনীল দত্ত :—পয়েন্ট অব অর্ডার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীলুড়া আং মগ যে প্রস্তাবটি এখানে রেখেছেন, উনার বক্তৃতার কিছুটা অংশে তিনি যা বলেছেন, তাঁর থেকে বুঝি যে মহাজনদের দাদন বা ঋণ দেওয়াটা বন্ধ করার জন্য তিনি প্রস্তাব এনেছিলেন। কিন্তু ত্রিপুরা সরকারের দাদন বা ঋণ দেওয়ার একটা রীতি প্রবর্ত্তিত আছে। কৃসকদের উপকারের জন্য ত্রিপুরা সরকার তা দেন। আমি এই প্রস্তাবটা পড়ছি মাননীয় স্পীকার স্যার— "As the present widely prevelent Dadan system of money lending is ruining the poorer sections in rural areas and the tribal people in particular economically, this Assembly requests the Government to adopt immediately such legal measures as to make dadan system of money lending impermissible and punishable by law in Tripura."

মাননীয় সদস্য নিশ্চয় চান না যে গভর্ণমেন্টের দাদন দেওয়াটা বন্ধ হয়ে যাক— untill and unless it is to be amended this system cannot be stopped. This is my point.

MR. SPEAKER :— I do not find there any point.

শ্রীপুরা আং মগ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যেটা আমি বলছিলাম যে দাদন যেভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে জালের মত বেড়ে আছে তার কবলে পরে আজ সমস্ত জুমিয়া বাংগালী কৃষক এই বেড়া জালের মধ্যে আবদ্ধ। এইভাবে ত্রিপুরায় দাদন ঘিরে ফেলেছে। আজও আমাদের এখানে যে নূতন আইন হয়েছে সেই নূতন আইন এখানে প্রযোজ্য হয় নাই। তার ফলে এখন দেখতে পাই যে সমস্ত অঞ্চলে যেভাবে শোষণ চলছে তাতে আমাদের সমস্ত কৃষক অহরহ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। যেমন আমি বলি কমলপুর এলাকায় প্রতি মণ পাটে সেখানে ৮৷১০ টাকা করে দাদন দেওয়া হয়। এখন বিক্রীর মরশুমের সময় সেই এক মণ পাটের দাম ২০৷২৫টাকা। কিন্তু কৃষকরা সেই টাকা পাচ্ছেনা। পাচ্ছে কে? সেই মহাজনরা এবং যারা তাদেরকে দাদন দিচ্ছে তারা। আজ দেখতে পাই সেই কমলপুর মহকুমায় ধানের মণ ৫ টাকা। এমন কি আরও তার নীচে আছে। ধানের মণ ৫ টাকা যে ক্ষেত্রে আমরা ১২৷১৪ টাকা বাঁধতে চলেছি রেইট। সেইক্ষেত্রে আজ কৃষক ৫ টাকাতে অগ্রিম বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে তার ধান। এই হল কমলপুর এবং অমরপুরের অবস্থা। সাব্রুমেও সেই অবস্থা। সাব্রুমে মনু বংকুলের কথা আমি বলেছি সেখানে এক কাঠা ধানের যে দর সেই অভাবের দিনে সেটা ফেরত দিতে গেলে এক কাঠাতে তার চার কাঠা দিতে হবে, তিন কাঠা দিতে হবে। এমন কি নিঃস্ব জুমিয়াদের এক কাঠা ধানের, ১২ সের ওজনের ধানের বদলে চারজনকে মুনি দিতে হচ্ছে সেই মনু বংকুলের এলাকায়। এই রকম চেহারা আমরা দেখতে পাই এবং সেখানে ৬ টাকা কাঠা মূল্য দিয়ে তারা নিয়ে যায়। দেড়া দুনা দিয়ে ছয় টাকার মধ্যে ৯ টাকা। বর্ত্তমানের যে দর কাঠা দুই টাকা হলে ৪.৫ কাঠা এক কাঠার বদলে দিচ্ছে এবং পাটের মন ৫৲টাকা তার উপরে নইলে ১০টাকা এর বেশী নয়। বগাফাতে এবং মনু এলাকায় ধানের মন পাঁচ টাকা এবং কাঠালছড়াতে সেই অবস্থা চলছে। আমাদের যে বর্ত্তমান মানিলেন্ডিং এক্ট রয়েছে সেটা এখনও মহাজনদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। এখনও সেখানে এইভাবে শোষণ চলে আসছে। তারপরে কৃষকরা পাট, ধান উৎপাদন করত সেই ধান,

পাট অগ্রিম মূল্যে, পাঁচ টাকা মূল্যে বিক্রী করে তারা নিঃস্ব হতে চলেছে দিনের পর দিন সেই মহাজনের কবলে পড়ে আর আজ আমাদের সরকার এখন নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করেছেন। আইন থাকা সত্বেও সেই আইনটাকে প্রয়োগ করে না শুধু তাদের জন্য। আমরা এই আইন সম্পর্কে মহাজনদের যখন বলি যে তোমরা, মহাজনরা বর্ত্তমান আইনে তো এইভাবে নাই, তোমরা কেন এইভাবে শোষণ করবে দেড়া, দুনা এইভাবে দাদন তোমরাতো এটা করতে পারনা। তখন তারা বলে যে 'হ্যা, আমরা খদ্দরের টুপি পরি, আমরা কংগ্রেসের যখন নির্ব্বাচন হয় তখন শত শত টাকা মন্ত্রীদেরকে দেই। আমাদিগকে হাকিম কিছু বলতে পারেনা, দারোগা বাবু পর্য্যন্ত কিছু করতে পারেনা, তোমরাতো কম্যুনিষ্ট তোমরা বলবার কে?' এই হল মহাজনদের ভাষা। আঙ্গুল দেখায়, বুড়া আংগুল দেখায়। আর বলে দারোগা আমাদের কথা শুনে, আমরা চাঁদা দিই। আমাদের কি করতে পারবে?

MR. SPEAKER :— I would request the Hon'ble Member to be relevant to the points. Your discussion on evil affects produced by this and by this how condition will improve?

শ্রীলুড়া আং মগ :— এটার অন্তর্ভূক্ত যেটা চলেছে সেটাই আমি বলছি। তাই আমি বলতে চাই যে সারা ত্রিপুরারাজ্যে যে শোষণ চলেছে এটা আমরা যারা এই ১৩ লক্ষ লোকের প্রতিনিধি হয়ে নির্ব্বাচিত হয়ে এসেছি এবং এখানে বিধানসভা বা মন্ত্রী সভা গঠন করেছি তারা সেখানে নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে সেই হাজার হাজার লোককে বলির পাঁঠার মত সেজে থাকতে দিতে পারেনা। তাই আমি অনুরোধ করব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে যে এই আইনে এই শোষণ বন্ধ হয় সেজন্য ইহা অবিলম্বে যেন প্রযোজ্য হয় যাতে আমরা এই কৃষকদের মহাজনদের কবল থেকে অবিলম্বে মুক্ত করতে পারি এবং এইসমস্ত মহাজনরা যারা এইরকম দাদনের কাজ করবেন তাদেরকে যেন অবিলম্বে শাস্তি দেওয়া হয়। আর একটি কথা, অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি সেই অবস্থা যদি বেশী দিন চলে যেমন এই বৎসর বহুলোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে তাদের কোন কিছু সুরাহা হবে সেই অবস্থাও দেখিনা। তাই যেভাবে দাদন চলেছে, ত্রিপুরারাজ্যে সেই দাদন থেকে যেন মুক্ত করে দিয়ে সরকার তাদেরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যান। এইভাবে মহাজনদের কাছ থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য আমি সমস্ত হাউসকে অনুরোধ করব যাঁরা নির্ব্বাচিত হয়ে এসেছেন

এবং এইখানে বিধানসভাতে বসেছেন এবং তাঁরা প্রত্যেকেই এটাকেই স্বীকার করবেন যে গ্রামাঞ্চলে কি অবস্থা। সেজন্য তাঁরা নিশ্চয়ই আমার প্রস্তাবের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করবেন। তাঁরা হয়ত এখনে আমার প্রস্তাব গ্রহণ না করতে পারেন কিন্তু তারা সেটা নিশ্চয়ই দেখে এসেছেন গ্রামাঞ্চল থেকে এবং আমি আশা করব মানুষকে তাঁরা এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিবেন এবং আমার প্রস্তাবটা ঠিক ঠিকভাবে গ্রহণ করবেন। এই বলেই আমার প্রস্তাব হাউসের সামনে রেখে আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করছি।

MR. SPEAKER :— At this stage I would like to inform the Members desirous of speaking from both the sides that the time at our disposal is 3 hours and half and the number of Speakers, I mean the Hon'ble Members desious of speaking, you see, on an average 15 minuites can be alloted to each member so I would request each and every member to remember this.

Next I would call on Shri Monoranjan Nath

SHRI MONORANJAN NATH :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধীদলের সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন তা আমি সমর্থন করতে পারি না। কারণ এই প্রস্তাবের কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করতে পারিনা। এই প্রস্তাব অত্যন্ত মারাত্মক প্রস্তাব সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আমি বলব যে বিরোধীপক্ষের সদস্যরা যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা পাহাড়িয়া ভাইদিগকে মারবার একটা কল আবিস্কার করেছেন। এই প্রস্তাবটি পড়লেই বুঝা যায় আমি বলতে চাই মাননীয় স্পীকার……(ইন্টারাপশন)

MR. SPEAKER :— I would request the Hon'ble Members not to disturb the gentleman speaking.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— আমি এই প্রস্তাবটি পড়তে চাই। প্রস্তাবটি হচ্ছে "that as the present widely prevalent Dadan system of money lending is ruining the poorer sections in rural areas and the tribal people in particular economically, this Assembly requests the Government to adopt immediately such legal measures as to make dadan system of moneylending impermissible and punishable by law in Tripura"

এখানে দেখা যাইতেছে বিরোধীপক্ষের সদস্য কেবল পাবলিক যে দাদন দিচ্ছে এই কথাই বলছেন কিন্তু বিরোধী পক্ষের সদস্য এইকথা

আলোচনা করেন নি যে সেই আইন করলে সরকার যে দিচ্ছে সেই দাদনও বাতিল হয়ে যায় এবং সরকারকে আমরা এমন একটা প্রস্তাব করব যে সরকারকে আমরা পানিশমেন্ট দেব সেই প্রস্তাব দিয়ে। এমন একটা প্রস্তাব এই এসেম্বলীতে এসেছে যে সরকার দাদন দিচ্ছে সুতরাং এই প্রস্তাবদ্বারা তাকে শাসন করব, শাস্তি দেব। সুতরাং এদিকে সরকার আর দাদন দেবেন না পাহাড়িয়া অনাহারে মারা যাক্। সুতরাং আমি বলব এটা মানুষ মারার কল। এখানে বিরোধীপক্ষের সদস্য বলেছেন যে মাণি লেন্ডিং এ্যাক্ট নাকি ত্রিপুরাতে নেই, এটা এখানে প্রযোজ্য হোক। বিরোধীপক্ষের সদস্য কি জানেন না যে ত্রিপুরায় কুসীদ নিয়ামক বিধি ছিল, সেটা এবলিশ হয়ে গেছে, সেই আইনটা নেই। বোম্বে মাণি লেন্ডিং এ্যাক্ট ১৯৪৬ যেটা সেটা ১৯৫৯-এ ত্রিপুরাতে প্রযোজ্য হয়েছে এবং সেই মানি লেন্ডিং এ্যাক্ট ত্রিপুরাতে এখানে প্রযোজ্য হয় নি এটা যে কোথায় পেলেন বা এই ক্ষেত্রে যে কি যুক্তি আছে সেটা আমি বুঝতে পারলাম না। শুধু বল্লেন যে মানি লেণ্ডার্স এ্যাক্ট নাই এখানে। বিরোধীপক্ষের সদস্য হয়ত অবগত নন, নইলে এ প্রস্তাব রাখতেন না। সরকার ১৯৫৬ থেকে দাদন সিষ্টেম ত্রিপুরায় প্রযোজ্য করেছেন এবং অদ্যাবধি সেই দাদন দিয়ে আসতেছে। ১৯৬২-৬৩তে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা দাদন হিসাবে দেওয়া হয়েছে এবং অদ্যাবধি সেই ১৫ লক্ষ টাকা হতে ৩ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে এবং ৬৪ সনে সেই দাদনও আমরা বাজেট করেছি প্রায় ২ লক্ষ টাকা। সেই যে প্রপোজাল আজকে যে রিজলিউশন আসছে তা আমরা যদি পাশ করি তাহলে সরকারের যে দাদন দেওয়া তা বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ সরকারও দাদন দিতে পারবেনা (ইন্টারাপশন) আপনাদের প্রস্তাবে যা আছে তাই বলছি। সুতরাং আমরা এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারি না। মানুষকে দানন না দিয়ে, সাহায্য না করে মানুষকে মারব আমরা এইকথা সমর্থন করতে পারি না (ইন্টারাপশন) আপনার প্রস্তাবে যা আছে তাই বলছি।

MR. SPEAKER :— Hon'ble Member should always address the Chair.

SHRI MONORANJAN NATH :— Certainly. এখানে বোম্বে মানি লেণ্ডার্স এ্যাক্ট আছে এবং সেই মানি লেণ্ডার্স এ্যাক্টে মেক্সিমাম সুদ দেওয়া হয়ে থাকে ১২ পারসেন্ট। এর অতিরিক্ত সুদ নেবার বিধান নাই এবং যদি কোন লোক সেই লাইসেন্স ছাড়া মনি লেণ্ডিং যদি করে তাহলে তার শাস্তির বিধান আছে। তখন সাজা হবে দুই মাসের জেল সিম্পল ইম্প্রিজনমেন্ট

এবং পাঁচশত টাকা। সেকেণ্ড সাজা বা ছয় মাসের জেল দেওয়া বিধান আছে। সুতরাং বর্তমানে একটা আইন থাকতে যে নূতন করে আর একটা আইন করে রিজলিউশন করার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না এটাই আমি বলব। এখানে বিরোধীপক্ষের সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন তা আমি সমর্থন করতে পারছি না এবং সরকারী দাদন ছাড়া যে পাবলিক কোন রকম দাদনের কারবার করে সরকার অবহিত নন এবং সরকার কাউকে অবহিত করছেন না। কেউ যদি সরকারের অজ্ঞাতে দাদন গ্রহণ করে থাকে তা সরকার অবহিত নন এবং এটা সরকার অবহিত থাকতে পারেন না। কেউ যদি অসুবিধায় পড়ে কর্জ করে. হাওলাত করে সেটা চিরদিনই চলে আসছে। সরকারও অন্য দেশ থেকে কর্জ এনে থাকেন। এমন কি একজন ধনী লোকও অসুবিধায় পড়লে অপর একজন ধনী লোক থেকে কর্জ এনে থাকেন। তাতে অপরাধটা কি থাকতে পারে। অসুবিধায় পড়লে সকলেই কর্জ করে। কাজেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :— I would now call on Shri Nripendra Chakraborti.

SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTI :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে প্রস্তাবটি শ্রীলুড়া আং মগ এই হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন আমি এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। ভারতবর্ষে যে ঋণের বোঝা কি রকম বাড়ছে সাধারণভাবে সে সম্পর্কে ১৯৬১-৬২ এক বছরের একটা সার্ভে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া করিয়েছে এবং সেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সার্ভে থেকে এল সিং রিপোর্ট পাওয়া গেল ভারতে গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৬২টি পরিবারের ঋণের বোঝা দাঁড়িয়েছে পরিবার পিছু ৬৫৪ টাকা।

কৃষকদের হচ্ছে ৭১৯ টাকা এটা হচ্ছে ঋণের বোঝা. এটা হচ্ছে অল্ ইণ্ডিয়া এভারেইজ এবং টোটেল ইন্‌ডেটেডনেস দেখালেন তিন হাজার কোটি টাকা। এই কথা আমি উল্লেখ করার কারণ এই নয় যে মাননীয় স্পীকার, স্যার. এই বোঝাটা অতীতের বোঝা, তারা দেখালেন যে ৬১-৬২ সালের মধ্যে ১৩৩২ হাজার টাকা ওদের ঋণ হয়েছে। তার গড়পড়তা পরিবার পিছু ১৮০ টাকা, ১৮০ টাকা গড়পড়তা ঋণ বাড়ানো যে মানুষের গড়পড়তা আয় হচ্ছে ২০৮ টাকা। যদি ১৮০ টাকা গড়পড়তা ঋণ বেড়ে থাকে তবে বুঝতে হবে সেই মানুষটা ঋণে জর্জরিত।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জানি যে ত্রিপুরার পাহাড়ীয়াদের অবস্থা আরো খারাপ। ইসটারণ রিজিয়ন এ একটা সার্ভে করা হয়েছিল, সেন্ট্রেল গভর্ণমেন্ট করেছিলেন, তাতে বলেছিলেন, ত্রিপুরায় যারা ভূমিহীন কৃষক, এগ্রিকালচারেল লেবার তারা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে হাইয়েষ্ট ইণ্ডেটেডনেস এ আছে। এটা তারা বলেছিলেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার. ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট পাহাড় অঞ্চলের ট্রাইবেলদের ইন্ডেটেডনেস সম্পর্কে একটা সার্ভে রিপোর্ট তৈরী করেছিলেন এই খবর আমি জানি। কিন্তু তারা তা প্রকাশ করেন নি। আমি অনুরোধ করব, মাননীয় চীফ মিনিষ্টার এখানে উপস্থিত আছেন, সেই রিপোর্ট যেন তিনি প্রকাশ করেন। আমি শুনেছি সেইটা ভয়াবহ বলে সেই রিপোর্ট প্রকাশ করতে গভর্ণমেন্ট শংকা করছেন কারণ সেইটা প্রকাশ পাইলে পাহাড়ীদের সম্পর্কে যে সব অলীক, আজগুবি কথাবার্তা এখানে হয় সেইগুলির অনেকটা বন্ধ করতে হবে। যেমন তোমরা ঋণ নিয়ে ঋণ দাও না, খাজনা দাও না ইত্যাদি, ইত্যাদি। যেমন দাও না শুধু নেও এইসব কথা, সেই কথাগুলি বন্ধ করতে হবে। সেইটা তারা প্রকাশ করেন তবে এখানকার মন্ত্রীরা, কর্তাব্যক্তি যারা তখন অনেকটা চেতনার মধ্যে এসে যাবেন, এটা কি সম্ভব হবে? মাননীয় স্পীকার, স্যার, দাদন সিষ্টেম সম্পর্কে এখানে অনেক কথা বলা হয়েছে, পয়েন্ট অফ অর্ডার উপস্থিত করেছেন। তাঁরা বিজ্ঞ ব্যক্তি তবু তারা জানেন না যে ধেবর কমিশন তাদের এই রিপোর্টে কি ব্যাখ্যা করেছেন সেইসব তথ্য তাদের নেওয়ার প্রয়োজন হয় না তাই তারা নেয় না। তাতে বলেছেন আসাম এবং ত্রিপুরায় যে সিষ্টেমে মানিলেণ্ডিং হয় তাহা দাদন সিষ্টেম বলে পরিচিত। মহাজনদের যে সিষ্টেম গভর্ণমেন্টের দাদনের সঙ্গে তুলনা করার কোন প্রয়োজন ছিল না। দাদন সিষ্টেমটা মহাজনরা করেছিল তাদের জানাই ছিল মহাজনি করবে, ক্রমশঃ এর এগেইনষ্টে এডভান্স করেন সেইটার নাম হয়েছে দাদন। সেইটা সারা ভারতবর্ষের লোক জানে, ধেবর কমিশন জানে, এখানকার অজ্ঞ ব্যক্তি কেহ যদি না জেনে থাকেন তো সেইটা তারা জেনে রাখুন, মহাজনদের এডভান্স করার যে সিষ্টেম মানি এগেইনষ্ট ক্রপস। সেই সিস্টেমটা এখানে কিভাবে চালু আছে আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আনন্দবাজার, কাশিরামপাড়া, দশদা বাজার থেকে দশ মাইল দূরে। সেখানকার দুইশত ট্রাইবেল তারা তাদের প্রতিনিধি একদিন পাঠালেন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে। আমিও গেলাম তাদের সঙ্গে তাঁরা দেখালেন যে দশ টাকায় নিয়ে যাচ্ছে যে একমণ পাট সেই পাটের দাম হয়েছিল ২৫ টাকা। তিন চার মাসে

১০ টাকা দিয়ে সুদ নামে নিচ্ছে ১৫ টাকা। ১০ টাকায় তিন চার মাসে ১৫ টাকা সুদ এটা যে কোন সভ্য সমাজে যে কোন যায়গায় নিতে পারে তা কল্পনাতীত এইটা বর্ব্বরযুগে হলে পরে কথা হত. এটা কল্পনারও অতীত। ডি, এম, এর সাথে আলাপ আলোচনায় তিনি বল্লেন যে আমি হেল্‌পলেস এখানে অনেক আইনজ্ঞ ব্যক্তি আছেন ডি, এম, এতখানি আইন জানেন না যতখানি আইনজ্ঞ ব্যক্তি ব্যাখ্যা করলেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার ডি, এম, আমাকে বল্লেন আমি হেল্‌পলেস্, আমি কিছুই করতে পারি না। এখানে এমন কোন আইন নাই যে আইন প্রয়োগ করে তাদেরকে আই কেন্ ব্রিং দি মানিলেন্ ডারস্ টু বুক, আমি জানি যে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে তারা এই সুদ নিচ্ছে, আমি যেটা করতে পারি ধর্মনগরে এস, ডি. ও, কে পাঠিয়ে তাদেরকে ধম্‌কিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমি জানি বি, ডি, ও, সাহেব সেখানে গিয়েছিলেন তাতে কোন কাজ হয় নাই কারণ মাননীয় সদস্য শ্রীলুবা আং মগ যাহা বলেছেন সেইটা সত্য, কারণ তারা বি, ডি, ও, এস. ডি, ও দের থেকে অনেক পাওয়ারফুল ব্যক্তি, তাদের পকেটে অনেক বি, ডি, ও, এস ডি. ও. থাকেন। কিন্তু আমি জানি যে এস, ডি, ও এখন পর্য্যন্ত সেখানে যেতে সাহস করে নি যদিও ডি, এম বলেছেন, বার বার বলেছেন যে আমি পাঠাব, আমি তাড়াতাড়ি পাঠাব অথচ উলটো দিকে সেই মানিলেণ্ডাররা পুলিশ আনবার ভয় দেখাচ্ছে যে তোমাদেরকে পুলিশে দেব। তারা পুলিশ আনে মাননীয় স্পীকার, স্যার, ময়নারমা কৈলাসহর এর সেখানকার একই অবস্থা, দশ বার টাকা দাদন দিয়ে এক মণ পাট চায় এবং সেইজন্য যখন নাকি পাহাড়িয়ারা সেখানে আপত্তি করল তখন রবীন্দ্র ঘোষ দারোগা তিনি আট জন পাহাড়িয়াকে গ্রেপ্তার করলেন— মেয়েদের মারপিট পর্য্যন্ত করলেন। সেইজন্য অভিযোগ আমি লিখিতভাবে চীফ কমিশনারের কাছে দিয়েছি। সেই সম্পর্কে আমি শুনেছি সেই মারপিটের তদন্ত হচ্ছে। অতএব কৃষকরা, ট্রাইবেলরা যদি আপত্তি করে-- তাদের কথা এই নয় যে আমরা টাকা দেব না, আমরা সুদ দেব না, এইকথা নয়, আমরা দেড়িয়া দেব। যেটা টু মাচ সেইটা দেবনা। দেড়িয়া কথার অর্থ আমি পরে বলব। সেখানকার মহাজনরা নিতে রাজী নয়, রাজী নয় এই জন্য যে এখানে যে আইন আছে মাননীয় স্পীকার, স্যার, সেই আইনটা অত্যন্ত ইন্-এডিকোয়েট। মাননীয় স্পীকার, স্যার, যিনি আইন সম্পর্কে বলেছেন, আমার সন্দেহ আছে তিনি আইনের ব্যবসা এখন করেন কিনা সন্দেহ আছে, তিনি আইনের ব্যবসা ছেড়ে অন্য ব্যবসা করছেন কিনা, মহা-

জনিও করছেন কিনা, সম্ভবত করছেন। কাজেই আইন সম্পর্কে তাঁর কিছু জানার প্রয়োজন নেই। তা না হলে কোথা থেকে সেই বোম্বে থেকে একটা আইন নেওয়া হয়েছে সেই আইনের সাথে আমাদের ত্রিপুরার মহাজনি এবং জনজীবনের কোন সম্পর্ক নেই। মাননীয় স্পীকার. স্যার, সেই আইন পড়ে দেখুন তবে দেখবেন যে সেই আইনে লাইসেন্সিং এবং রেজিষ্ট্রেশন এর ব্যাপারে লেখা হয়েছে যে সেই লাইসেন্স বা রেজিষ্ট্রেশন যদি কেহ না নিয়ে থাকে তবে তাকে কি পুলিস গ্রেপ্তার করতে পারে সেই আইনে তাকে গ্রেপ্তার করার কোন প্রভিশন নাই। যদি কোন মহাজন ইউদাউট টেকিং লাইসেন্স মহাজনি করে তবে কি হতে পারে না? সে কোর্টে গিয়ে টাকা আদায় করতে পারবে না, হি কেন্ নট্ গো টু দি কোর্ট। বা কি চমৎকার. সে একটা মানুষকে নিঃস্ব করল, শোষণ করল জুলুম করল তাকে জেলে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আইনে নাই। তাকে শাস্তী দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আইনে নাই. আর আইনে বলা হল লাইসেন্স নিতে হবে যদি লাইসেন্স না নেন তা হলে পরে তোমাকে কোর্ট সুবিচার দেবে না। এখানে যে লেনদেন হয় তা কাগজে কলমে হয় না, এ মুখে মুখে হয়, দলিল পত্রের কোন দরকার নেই। কাজেই মহাজনদের কোর্টে যেতে হয় না এবং যারা টাকা নেন্ তারাও কোর্টে যেয়ে কোন ফয়দা পাবেন না কারণ মহাজনদের কোন ডকুমেণ্ট তারা দেখাতে পারবে না। কাজেই এটা কোন কর্ম্ম না। রেইট এবং ইন্টারেষ্ট সম্পর্কে গেজেটে সেই নোটিফিকেশন আমরা দেখেছি সেইটা একটা পুরাতন কথা সেই সমস্ত কথা যে আজও এন্‌ফোর্স কিভাবে কি আইনে হবে সেই সব কথা, তার মধ্যে কিছু নেই। একজন মাননীয় সদস্য যিনি পয়েণ্ট অফ অর্ডার উপস্থিত করেছেন তাদের আতঙ্ক হয়েছিল আমি জানি কারণ ডেভলপমেণ্ট মিনিষ্টার নিজে দাদনের ব্যবসা সুরু করছেন। তিনি এই ধানের দাদন দিয়ে এক টাকার ধান দিয়ে, এটা আমি বলব বারবারাস্ প্রেক্‌টিস তিন মাস পরে দেড়টাকা উশুল করেন কৃষকের দূরবস্থার সুযোগ নিয়ে, এটা কোন সভ্য দেশের গভর্ণমেন্ট করতে পারে বলে আমি মনে করিনা, পারেনা, কিন্তু এখানকার মন্ত্রীরা করছেন, কয় মাসের জন্য দাদন দিচ্ছেন, কয়মাস পরে দেরিয়া নিচ্ছেন, কয় মাস লাগে ধান আসতে, কয় মাস পরে ধান দেবে? এক টাকার ধান দিয়ে আপনারা দেড় টাকার ধান নেবেন? তিন মাসের মধ্যে আট আনায় এক টাকা সুদ হবে তা হলে মহাজনরা কি করছে, কি অপরাধ করছে। আপনারা তো গভর্ণমেণ্টই মহাজনি আরম্ভ করছেন কৃষকের দারিদ্র্যতার সুযোগ নিয়ে, বীজ কিনতে

পারে না বলে । মাননীয় স্পীকার স্যার, এরা নিজেরা মহাজনী সুরু করেছে গভর্ণমেন্ট যদি এটা করে গভর্ণমেন্টের শক্তি দিয়ে নিজেরা মহাজনি করে, কৃষককে, গরীবকে শোষণ করে, কাজেই ওরা সেই কথা বলবে, পয়েন্ট অফ অর্ডার তুলবে, আইনের কথা তুলবে সেইটা তো স্বাভাবিক। মাননীয় স্পীকার, স্যার, মহাজনি প্রথার ইলুমিনেশন সম্পর্কে আমি বলব দুইটা জিনিষ করতে হবে । আমি বলছি না যে এই প্রথাটা একেবারে উঠিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। একটা জিনিষ হচ্ছে কেন্সেলেশন অফ উলড্ ডেটস, দ্বিতীয়টা হচ্ছে রেসটিক্সান্ অফ মহাজনি প্রথা, এই দুইটা দিকে আমাদের তাকাতে হবে। কেন্সেলেশন অফ ওলড্ ডেটস্ সম্পর্কে মাননীয় স্পীকার, স্যার, সেন্ট্রল গভর্ণমেন্টের এডভাইজারী বোর্ড ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার বোর্ড তারা সুপারিশ করেছেন সেন্ট্রল গভর্ণমেন্টের ওয়েলফেয়ার বোর্ড সেইটা কোন কমিউনিষ্ট সংঘটন নয়, সারা ভারতবর্ষের সেরা সংগঠন ট্রাইবেলদের এবং সেই ট্রাইবেলদের সংঘটন বলছে যত পুরানো ঋণ আছে সবটা মুকুব করে দাও, এটা বহন করতে পারেনা ট্রাইবেলরা, এটা বাতিল করে দাও। সেখানে আমি বলব শুধু ট্রাইবেল নয়, সিডিউল কাষ্ট আছে, এখানে যে লো ইনকাম গ্রুপের লোক আছে আমি বলব যাদের আয় তিনশত টাকার কম সেই সমস্ত লোকের যে পুরানো ঋণ আছে সেইটা মুকুব করা হউক। সেকেণ্ড প্রপোজেল হচ্ছে আমি বলব ধেবর কমিশন যে প্রপোজেল দিয়েছে, যেটা আমি জানি, মাননীয় স্পীকার, স্যার, লোকসভায় বারবার সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বলেছেন যে আমরা উই হেভ্ ইন্সট্রাকটেড দি ষ্টেইট গভর্ণমেন্ট টু ইমপ্লিমেন্ট দি ধেবর কমিশন রিপোর্ট। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি খুব দুঃখিত যে আমি যখন ডি. এম, এর কাছে গিয়েছিলাম তখন ডি, এম, বলেছে যে আমি ধেবর কমিশন এর রিপোর্টটা এখনও পড়ে দেখতে পারি নাই। আমি খুব আশ্চর্যান্বিত। কিন্তু আমি খুব আনন্দিত যে সে ভদ্রলোক অনেস্ট তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি ধেবর কমিশনের রিপোর্ট পড়েননি এবং বলেছেন তিনি পড়ে দেখবেন। আমি জানি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর সেটা তিনি পড়বেন; কিন্তু যারা ডিসঅনেষ্ট, যারা না পড়ে বলেন আমরা পড়ছি, আমরা ইম্পলিমেন্ট করছি তাদের প্রশংসা আমি করতে পারিনা। ধেবর কমিশন পরিষ্কারভাবে ৫টি তারা রিকমেনডেশান করেছেন তার প্রথমটি হচ্ছে কিনা— সমস্ত মহাজনদের নোটিশ দেওয়া হউক যে তোমাদের কি কি ঋণ আছে এত তারিখের মধ্যে তোমাদের রিপোর্ট করতে হবে কোথায় দাদন দিয়েছে ঋণ দিয়েছে তার হিসাব

তোমাদের করতে পারবেনা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে সমস্ত ক্রেডিটের যে হিসাব সেটা মৌখিক কথার উপর ভিত্তি করে হবেনা সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে সেটা কোর্ট সাবমিট করতে হবে। তৃতীয়টি যেটা সেটা হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেষ্ট ফিক্স আপ করতে হবে এবং কম্প্যাউণ্ড ইন্টারেষ্ট চাইতে পারবেনা। লাষ্টলি যেটা সবচেয়ে ইম্পরটেন্ট পয়েন্ট নং ৫ সেটা হচ্ছে ইন্সটলমেন্টে দিতে হবে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা পূর্ব বাংলার লোক। আমরা দেখেছি যে এই ঋণ সালিশী বোড করে ফজলুল হক সাহেব কতবড় নাম কিনেছিলেন। তিনি আমাদের দেশের কৃষকসমাজকে এক বিরাট ঋণের বোঝা থেকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি শ্রদ্ধেয় এই জন্য যে সে সময়ে এতবড় কৃষকদরদী লোক ভারতে আর দ্বিতীয়টি দেখেছি কিনা সন্দেহ। তিনি আইনের মাধ্যমে হাজার, লক্ষ লক্ষ কৃষককে ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা চাই আমাদের ত্রিপুরা সরকার এই রকম একটা বিল আনুক যাতে করে ঋণের বোঝা-টাকে স্কেলিং ডাউন করা যায় অন্ততপক্ষে ইন্সটলমেন্টে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া যায়। ধেবর কমিশন একথা বলেছেন যে ইন্সটলমেন্টে না দিতে চান তা হলে রেভিনিউ অফিসার সেটা আদায় করবে। তা হলে পরে যারা ডিসঅনেস্ট মহাজন, যারা এক্সপলয়টার তারা এলিমেনেটেড হবে। আর যারা অনেষ্ট মহাজন, যারা সত্যি সত্যি টাকায় ৩ টাকা চায়না, টাকায় চার আনা, আট আনা চায় তারা কিছুদিন থাকার প্রয়োজন আছে। এখনও তাদের থাকার প্রয়োজন আছে সেদিকে সেটা হচ্ছে ক্রেডিট'এর দিকে চেয়ে, সেটা আমি জানি। এক্ষনই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দাঁড়িয়ে বলবেন যে আপনারা যে বলছেন সব মহাজনের থেকে দাদন নেওয়া তুলে দিন, তাহলে কৃষকরা টাকা পাবে কোথা থেকে? তারা কি না খেতে পেয়ে মরবে? সেদিক থেকে আমি ২।১ টি কথা বলব। এখানে টেকনো ইকোনমি সার্ভে করে তারা বলেছেন এখানে যে জমি আবাদ করতে হয় তার জন্য কৃষককে প্রতি বৎসর ঋণ করতে হয় এবং ঋণের হিসাব করেও তারা দেখিয়েছেন যে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকার মত তাদের ঋণ দেওয়া দরকার। এটা শুধু পাহাড়িয়াদের সম্পর্কে নয় সামগ্রিকভাবে তারা বলেছেন। আমরা উলটা কি দেখি? মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসের সামনে আমাদের কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি সম্পর্কে একটা রিপোর্ট উপস্থিত করা হয়েছে রিটেন এন্সার হিসাবে, এবং সেখানে আমরা কি দেখি? সেখানে আমরা দেখি, ১৯৬২-৬৩ সালে

যে ক্রেডিট দেওয়া হত সেটা কমতে কমতে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে সেই সোসাইটিগুলো থেকে আর ঋণ পাওয়ার কোন সুবিধা কৃষকদের নেই। এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে কোন ক্রেডিট দিয়েছে কিনা এবং কত দিয়েছে সেটার তদন্ত হওয়া দরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার. থার্ড প্ল্যানে যে সমস্ত টারগেট আছে, এমনকি ট্রাইবেলদের সম্পর্কে কতকগুলি সোসাইটি করার জন্য সেগুলি করাত দূরের কথা বরং যেগুলি বলেছিল সেগুলি পর্য্যন্ত য়ুইণ্ড আপ করেছে। সেকথা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ও স্বীকার করে নিয়েছেন। আমি বলছি এটা যদি সত্যিকারের চিত্র হয়ে থাকে আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে তাহলে সেটা অনুসন্ধানের বিষয়। আমি এই হাউসের রিপোর্ট থেকে দেখেছি যে একটা কমিটি সেট আপ করা হয়েছে কলোনির কো-অপারেটিভগুলি ক্রাম্বল করল কি করে সেগুলি তদন্ত করার জন্য। সেটা ভাল কথা, সে সম্পর্কে তদন্ত করা হউক; কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে অফিসিয়েল তদন্ত দ্বারা এটা হতে পারেনা। কারণ যারা এই কো-অপারেটিভগুলি ফেইল করিয়েছেন, তারাই তদন্ত করবেন সেটা হতে পারে বলে এটা আমি বিশ্বাস করিনা। এই হাউসে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে কিন্তু এখন এসিউরেন্স কমিটি আর নাই, কাজেই সেটা কার্য্যকরী হবে কিনা আমি জানিনা তবে আমি এ, বিষয়ে তদন্ত চাই এবং অনুরোধ করছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, সরকারী দলকে, যে আপনারা একটা নন্ অফিসিয়েল কমিটি করুন. করে দেখুন যে এই সমস্যার মূলে কোথায় কি গলদ রয়েছে এবং কি করে আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারি, কি করে কৃষকদের এই ক্রেডিট দিতে পারি। মাননীয় স্পীকার স্যার. ধেবর কমিশন কি বলেছেন জানেন? ধেবর কমিশন বলেছেন যে এই কাজের জন্য একটা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে একটা আলাদা ডিপার্টমেন্ট খোলা হউক। এটা একটা সুন্দর প্রস্তাব। তারা বলেছেন যেমন এগ্রিকালচারেল ক্রেডিট সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৫৫ সালে তারা একটা ডিপার্টমেন্ট খুললেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়াতে তারপর তার থেকে কৃষককে ঋণ দিচ্ছেন। ঠিক সে রকম ট্রাইবেলদের ঋণ দেওয়ার জন্য যেভাবে খোলার কথা ধেবর কমিশন বলেছেন কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা সরকার কতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছেন সে দিকে? মাননীয় স্পীকার স্যার, সব কাজের জন্যই কেপিটেল দরকার হয়। একটা ইণ্ডাষ্ট্রি বিল্ড্ আপ করার জন্য কেপিটেল দরকার হয়, তারজন্য তাদের ঋণ দেওয়া হয়। কিন্তু আমি বুঝতে পারিনা কৃষকদের কি অপরাধ যে তারা ক্রেডিট পেতে পারেনা।

যদি ১০ কোটি টাকা ঋণ পায় উইদআউট ইন্টারেষ্ট, সে টাকা শোধ না করে আবার তারা লোন পায় তাহলে পরে আমাদের কৃষকরা ঋণ নিয়ে ঋণ না দিতে পারলে তার বাড়ীতে ক্রোক নিয়ে যেতে হবে তার কি মানে আছে? কিন্তু আমি বুঝতে পারিনা কি কারণে দুরকম নীতি করা হয়। যারা প্রায় বিনা কেপিটেলে বিনা মূলধনে যারা শুধু দেহের মেহানতের মধ্য দিয়ে আমাদের ফসল যোগাচ্ছেন তাদের বেলাই আমরা সবচেয়ে ক্রুয়েল, একটা অন্যায় নীতি অবলম্বন করছি। আমাদের যে প্রস্তাব এটা ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের ক্রেডিট দেওয়ার প্রস্তাব, ঋণ থেকে মুক্তি দেওয়ার একটা অলটারনেটিভ— একটা বিকল্প প্রস্তাব। আমরা যদি এটা গ্রহণ করি তাহলে এখানকার পাহাড়িয়া কৃষকরাও চমৎকার ফসল ফলাতে পারবে। এবং সে সমস্ত ফসল আমাদের দিতে পারবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি যে এই যে সরকারী দাদনের কথা বলা হয়। আমি জানি কিছু কিছু দাদন দেওয়া হয় কৃষকদের, কিন্তু তারা সময়মত সেটা পরিশোধ করতে পারেনা। কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এই দাদনের কত টাকা সে কৃষক ঘরে নিয়ে যায়। যার ১৫ টাকা মঞ্জুর হয় সে ৮।১০ টাকার বেশী ঘরে নিয়ে যেতে পারেনা। এ টাকা থেকে আগে কংগ্রেস এজেন্টকে কিছু দিতে হবে তা না হ'লে সে টাকা পাওয়ার সুবিধা নেই, সার্কেল অফিসার যিনি তদন্ত করবেন তিনি কিছু নেবেন। তারপর বি, ডি, ও, এস, ডি, ও ইন্সপেক্টার তাদের প্রত্যেকের পকেটে কিছু কিছু দিয়ে তারপর হয়ত সে ১০ টাকা বাঁচল সে নিয়ে সে ঘরে যায়। তাছাড়া অমরপুরে আমি যেটা চীফ কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম সেটা হচ্ছে সেখানে ভি, এল, ডব্লু যারা আছেন তারা যেহেতু ক্যামিকেল ফরটিলাইজার বিক্রী করতে পারেন না, কোটার অভাবে তারা এই সমস্ত ফারটিলাইজার জুমিয়াদের যারা দাদন পায় তাদের দাদন থেকে টাকা কেটে রাখেন এবং বাধ্যতামূলকভাবে তাদের ৫।৭ টাকার ফার্টিলাইজার দেওয়া হয়। তা নাহ'লে তাদের ক্যাস টাকা দেওয়া হয়না। কাজেই ৫ টাকা ক্যাস এবং ৫ টাকার ফার্টিলাইজার তারা পায়। আপনারা হয়ত বলতে পারেন তারা কেন নেয়। তারা নেয় এইজন্য যে তারা ক্ষুধার্ত। ক্ষুধার্ত মানুষ তারা এই ২।৪ টাকাই তখন নিয়ে যায় তারপর দেখা যায় তাদের উপর নোটিশ, সংশীত ইত্যাদি পাঠান হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, দাদন দেওয়ার যে পদ্ধতি সে সম্পর্কে আমি ২।১টি কথা বলব। যে সমস্ত জায়গা পঞ্চায়েৎ রয়েছে সেখানে তাদের রিকমানডেশান নেওয়া যায় যে কোন

জায়গায় কার কার ঋণ দরকার, কোন্ জমি কৃষি ঋণ পাওয়ার উপযুক্ত। তাদের মাধ্যমে যদি এটা করা হত তাহলে তারা দেখতে পারতেন যে এটা প্রপারলি ইউটিলাইজ্‌ড হচ্ছে কিনা। সে সমস্ত টাকা কৃষিতে ইউটিলাইজ্‌ড হল কিনা ? মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আর-একটি ঘটনার আমি উল্লেখ করব যে এস, ডি, ও সদরের সেদিন চাচু বাজার গেলেন, পঞ্চায়েৎকে বলা হল তোমরা সেখানে এস তোমাদের কৃষি ঋণ বিলি করা হবে কিন্তু তারপরে দেখা গেল সেখানে কংগ্রেস মিটিং ডাকা হয়েছে। সেখানে আমাদের মাননীয় তড়িৎ মোহন দাস গুপ্ত, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এবং আরও অন্যান্য কংগ্রেস সদস্যও উপস্থিত ছিলেন। দাদন সম্পকে বা কৃষি ঋণ সম্পর্কে সেখানে কোন বক্তৃতা নাই। তারপর সেখানে কৃষিঋণ বিলি করা হলো।

শ্রীএরসাদ আলী :— পয়েন্ট অফ অর্ডার। মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি স্কোপ অফ ডিসকাসন সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেখানে আছে যে ডিসকাশান স্যড বি অন দি রিলিভেন্ট মেটারস এণ্ড উইদইন দি স্কোপ অফ দি রিজোলিউশান। দাদন বা কৃষি ঋণ সম্পকে রিজলিউ-শানে কোন কিছু নাই।

MR. SPEAKER :— All members has spoken on this and this has already been explained. Dadan is advance money for paddy crops.

DY. SPEAER :— এই Agricultural loan টা advance হয় না কি ?

SRI, N. CHAKRABORTY : - মাননীয় Speaker Sir. আমি Agricultural loan সম্পর্কে বলছিলাম যে মহাজনী দাদনটা বন্ধ করলে Agricultural loan টা দিতে হবে। একটা রাস্তা বন্ধ করলে আরেকটা রাস্তা খুলে দিতে হবে। সেই কারণেই Agricultural loan এর কথাটা যদি মাননীয় সদস্যের বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে তবে আমি আবার explain করছি সেই কারণটা কি ? এবং দেওয়ার পদ্ধতি কি হওয়া উচিত সেইটাও বুঝি। এইটা এই নয় যে এইগুলি শুধু সাদা টুপি দেখে দেখে দিতে হবে। তবে সেইটা waste হবে। দেখতে হবে যে কারা needy.

MR. SPEAKER :— I would remind the Hon'ble member. সেটা দেখতে হবে যাতে সেই পদ্ধতিটা অবলম্বন করা না হয় যাতে যারা needy তারা বঞ্চিত হয়, গ্যারাণ্টি যাতে পাওয়া যায় যে সেইগুলি waste হবে না। যে কাজের জন্য তারা নিচ্ছেন সেই কাজে প্রযুক্ত হবে।

SHRI. NRIPENDRA CHAKRABORTY :— মাননীয় Speaker Sir, আমি আর দুই একটা কথা বলব সেটা হচ্ছে যে all forms of advance বলছিনা যে টাকা দিলেই পাহাড়ী উপজাতীয় ও অন্যান্য গরীব কৃষক সাহায্য পাচ্ছে। যেমন grain banks, মামানীয় Speaker Sir, উড়িষ্যাতে grain Banks পঞ্চায়েত চালু করছেন এবং আমি report দেখেছি successful জিনিষ। যদি পঞ্চায়েতকে Grain Bank করতে আমরা সাহায্য করি তাহলে তারা grain Banks করতে পারে। মহাজনরা eliminated হতে পারে এবং সমগ্র ত্রিপুরায় যে আমরা পঞ্চায়েত Cover করছি এবং যেটা আমি মনে করি হয়ত interim period এ আমাদের পঞ্চায়েৎরা সেটা সোয়াইয়া introduce করতে পারেন, পঞ্চায়েতে ধর্মগোলা করুন, প্রত্যেক পঞ্চায়েতকে ধর্মগোলা করতে দিন। যখন ফসল উঠবে তখন কৃষকরা একটা অংশ তাতে রাখবে এবং যখন তাদের lean season আসে অর্থাৎ অভাবের সময় যখন আসে তখন সেখান থেকে তারা সোয়াইয়া হিসাবে নেবে। এবং যদি টাকা না দিয়ে ১০০ মণ/ ২০০ মণ/৫০০ মণ ধান দিতে পারি তাহলে কি চমৎকার হয় এবং কেন দিতে পারবনা? আমি পঞ্চায়েতকে টাকা দিলাম না, ধান দিলাম। যেমন আমি Seeds দিচ্ছি। কাজেই let the Panchayet be powerful organisation. Replaced in the Mahajans. এটা হচ্ছে আমার প্রস্তাব। দ্বিতীয় আরেকটা জিনিষ করতে পারি। ওদের ফসল নিয়ে ওদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সেটাও পঞ্চায়েত মারফত দিতে পারি। মাননীয় Speaker Sir, আমি দেখেছি উড়িষ্যার পঞ্চায়েতগুলি Industry করছে।

বড় বড় Business দোকান ইত্যাদি করছে। আমি জানিনা কেন আমাদের প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত একটা দুইটা করে essential commodities এর দোকান করতে পারবেনা ? যার মধ্য দিয়ে Ration Shop করতে পারি, যার মধ্য দিয়ে essential commodities supply করতে পারি, যার মধ্য দিয়ে ওদের ফসল মহাজনকে না দিয়ে আমাদের হাতে অর্থাৎ Govt. এর হাতে আনতে পারি। যেমন তিল সরিষা, কার্পাস, পাট যেগুলি কিনবার আইন আছে। Essential Commodit i s act-এ মাননীয় Speaker Sir, সেটা apply করা যায় পাট কিম্বা অন্য ক্ষেত্রেও। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা যদি না জানেন তবে জেনে রাখুন। এটা apply করা যায়, সরিষা কেনার, পাট কেনার ক্ষেত্রে, তিল কেনার ক্ষেত্রে এবং এতে তারা ন্যায্য দাম পেতে পারে মহাজনদের কাছে যেতে হয়না। কাজেই এটাকে বিকল্প প্রস্তাব হিসাবে ধরা যায় বলে আমি মনে করি। মাননীয় Speaker Sir, অনেক সময় মাননীয় Speaker আমাকে দিয়েছেন। আরেকটা কথা আমি বলছি যে প্রত্যেক Stateএ একটা Sponsoring body থাকা দরকার এসব কাজ করা জন্য।

MR. SPEAKER :— The discussion on the resolution is going on. I would call on Sri Nripendra Chakraborti to continue.

SRI. N. CHAKRABORTY :— এই ধরণের একটা Sponsering body এই Jobগুলো করার জন্য প্রত্যেক Stateএ ব্যবস্থা থাকে। আমি আশা করব যে এখানে ও একটা Sponsering body introduce করা হবে, যারা বিশেষ নজর দেবে এ সমস্ত কাজ কর্মের উপর। উপজাতীয়দের ঋণের যে বোঝা কমবে, মহাজনী শোষণ থেকে তাদের রক্ষা করা যাবে এবং সহজলভ্য ঋণ কিভাবে তাদের হাতে পৌঁছতে পারে. এবং তাহাদের হাতে যে ফসল আসে সেগুলি যাতে নায্য দরে বিক্রী করতে পারে এবং সেগুলি যাতে অন্যায়ভাবে মহাজনের হাতে না চলে যায় তারও ব্যবস্থা হবে। তার প্রতি নজর রাখা হল তার দায়িত্ব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি যে পাহাড়ীদের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে মহাজনেরা মৌখিক এবং unregistered deed এ জায়গা জমি দখল করেছে। যারা এই সমস্ত দিয়েছিল ১৫ কি ২০ টাকা তাদের হাতে এখন ১ কানি কি ২ কানি জমি চলে গিয়েছে। আমি District Magistrate এর কাছে এ ধরণের দলিলের নকল দিয়েছিলাম এবং এজন্য কোন legal step নেওয়া যায় কিনা তা দেখার জন্য। আমি আশা করব এ সম্পর্কে তদন্ত করে কোন legal step নেওয়া যায় কি না তারা দেখবেন।

লক্ষ লক্ষ টাকার unregistered দলিল মহাজনদের হাতে আছে, আমি জানিনা কিভাবে এগুলি করতে দেওয়া হয় এবং চলতে দেওয়া যেতে পারে। আজকে যেখানে নাকি পাহাড়ীদের জমি অন্য জাতির হাতে চলে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা আছে, registration করার অসুবিধা আছে, তখন unregistered deed করে, জোর-জবরদস্তি করে সেই জমির possess নিচ্ছে এবং পরে যখন সেই possession থেকে যারা dispossessed হয়, possession নিতে চায় তখন মামলা-মোকদ্দমা সুরু হয়। খসিরামবাড়ীতে ঐ রকম Case হয়েছে, অন্যান্য জায়গায়ও এই রকম শত শত Case হচ্ছে। মাননীয় Speaker, Sir, lastly আমি একথা বলছি যে, আইন করার সুবিধা গভর্ণমেন্টের আছে, এটা জরুরী অবস্থা, Defence of India Act একটা চালু আছে এবং তাতে Defence of India Rules যেটা করা হয়েছে তাতে অসংখ্য ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা জানেন এবং সেই আইনের সাহায্য নিয়ে এই যে পাহাড়ীয়াদের হাত থেকে পাট, তিল, ধান ইত্যাদি চলে যাচ্ছে। তার একটা ব্যবস্থা immediately করার জন্য আমি অনুরোধ জানাব। আমি আশা করব যে বিষয়টির জন্য কার্য্যকরীভাবে আমরা উভয় পক্ষ বিভিন্নভাবে চিন্তা করে এই অবৈধ শোষণ, অবৈধ আমি এই অর্থে বলছি যে যেটা ন্যায় ও নীতির দিক থেকে সঙ্গত নয়, সেই বর্ব্বর যুগের শোষণ থেকে যাতে তাদের রক্ষা করা যায় সেইজন্য আমরা উভয় পক্ষ প্রতিজ্ঞাবদ্ধভাবে কাজ করি, যাতে ঐটা কার্য্যকরী করতে পারি সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

MR. SPEAKER :—I would call on Sri Rajprasad Choudhury.

SHRI RAJPRASAD CHOUDHURY :—মাননীয় Speaker মহোদয়, বিরোধী সদস্য এই পঞ্চায়েত গঠন সম্পর্কে যে কথা বলেছেন সে সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে ধর্ম্মনগর, কমলপুর, কৈলাসহর এই তিন মহকুমা নিয়ে একটা Dist. Council, খোয়াই, সদর মহকুমা নিয়ে একটা Dist. Council গঠন করা হয়েছে, আর সাবরুম, উদয়পুর এবং বিলোনীয়া নিয়ে একটা Dist. Council গঠন করা হয়েছে। যে সকল সমস্যার কথা বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন, পঞ্চায়েত সেই সমস্যার সমাধান করতে পারে বলে মন্ত্রীমণ্ডলী মনে করেন এবং এইদিকে তাঁরা বিশেষ মনোযোগী। এই কারণে এই ১২ লক্ষ ৩৩ হাজার কৃষাণ মজুরীর সর্ব্ববিধ সমস্যার যথাযথ সমাধানের জন্য ব্লক মাধ্যমে সমস্ত ত্রিপুরায় ৫০ জন মেম্বার নিযুক্ত করা হয়েছে। উপজাতীয়দের স্বার্থ দেখা শুধুমাত্র বিরোধী পক্ষের সদস্যদের একচেটিয়া কর্ত্তব্য নয়; আমরাও এবিষয়ে বিশেষ সচেতন। আমি সাবরুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত সমস্ত

এলাকা সফর করেছি এবং উপজাতীয়দের সমস্ত সমস্যার কথা শুনেছি। তারা যাতে কোনক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তারা যাতে নিজেদের অধিকার বজায় রেখে বাস করতে পারে সেদিকে আমরা যত্নশীল। কেবলমাত্র কতকগুলি ফাঁকা বুলি আওড়ালে চলবে না; যা করে উপজাতীয়দের স্বার্থ রাখা যায় সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। তারজন্য পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। আমরা মন্ত্রীমণ্ডলী সেদিকে বিশেষ আগ্রহশীল এবং উপজাতীয়দের কল্যাণ বিধানের দিকে আমরা সর্ব্বপ্রকার কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করছি; একথা সত্য নয় যে মন্ত্রীমণ্ডলী উপজাতীয়দের স্বার্থের প্রতি উদাসীন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—I would now call on Shri Bulu Kuki.

SHRI BULU KUKI :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য লুরা অং মগ যে প্রস্তাব এনেছেন এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি কয়টি কথা বলতে চাই। ত্রিপুরা একটি অনুন্নত দেশ এবং তাতে যে কতকগুলি অনুন্নত সম্প্রদায় আছে সেইগুলির অবস্থা কি? আজকে দীর্ঘদিন যাবত রাজতন্ত্রের শোষণে তারা দারিদ্র্যে জর্জ্জরিত। ১৭ বৎসর আগে স্বাধীনতা পাওয়ার পরও সেই সম্প্রদায়গুলি শোষণের হাত হতে মুক্তি পায়নি! এখানে যে উপজাতীরা আছে তারা শিক্ষাদীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য সব দিক দিয়ে অনগ্রসর যার ফলে ঋণের বোঝা তাদের উপর বিশেষভাবে পড়ছে। শেষ পর্য্যন্ত তাদের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি অন্যান্যদের হাতে চলে যায়। তার কারণ হচ্ছে যে বর্ত্তমান সরকার তাদের এই দুরবস্থা থেকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থাই করেননি। যদিও মাননীয় সদস্যরা একথা বলে থাকেন যে আইন আছে। কিন্তু আমরা যতটুকু দেখেছি সেই আইন খুব কমই প্রযোজ্য বা কার্য্যকরী হয়েছে। সেই আইন কতটুকু প্রযোজ্য হচ্ছে তা দেখার মত লোক খুব কমই আছে যার ফলে সেই অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকরা দিনের পর দিন শোষণে জর্জ্জরিত হচ্ছে। কয়েকজন মাননীয় সদস্য এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছেন। কিন্তু তাঁরা যদি এই অনুন্নত সম্প্রদায়কে ঋণের বোঝা হতে মুক্ত করতে চাইতেন তাহলে নিশ্চয়ই এই প্রস্তাব সমর্থন করতেন। আপনারা গিয়ে দেখুন হাওয়াইবাড়ী এলেকা, তুইছিবড্রায় এলেকাতে যে উপজাতীয়রা ছিল তারা কোথায় চলে গেছে। কেন তারা চলে গেছে তার খোঁজ কেউ রাখেন না। সেখানে মুষ্টিমেয় যে কয়জন মহাজন আছেন দাদন লাগিয়ে তাদের যথাসর্ব্বস্ব গ্রাস করছেন এবং হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা এইভাবে কামাচ্ছেন। তারা টাকা প্রতি ৵৷৵০ আনা করে সুদ আদায় করছেন। অথচ সেই লোকই সরকারের আশ্রয় নিয়ে অনেকজন লোককে যখন টাকা দিতে পারল, তখন তাদের জমির

উপর demand করে যে জমি register করতে হবে বলে মোকদ্দমা রুজু করে এবং সেই মোকদ্দমাকে সাহায্য করেছে সরকার। অতএব আমরা লক্ষ্য করেছি, যারা দাদন দেয় এবং যারা এভাবে অন্যায় করছে তাদেরকে সরকার সাহায্য করছে কিন্তু যারা দিনের পর দিন এভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে এবং অর্দ্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাচ্ছে তাদেরকে সাহায্য করার মত কোন প্রতিশ্রুতি সরকার থেকে পাইনি। অতএব আজকে আমরা মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলী থেকে এই প্রতিশ্রুতি পেতে আশা করি যে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তুদের জন্য এবং Scheduled Castes এবং Scheduled Tribes এবং অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য যে facility দিয়েছেন সেটা আমাদের ত্রিপুরায় কার্য্যকরী হবে কি না? যে সব tribal complex area ছিল সে সকল জায়গা থেকে আজকে tribalরা কেন উচ্ছেদ হয়ে গেল সেটা যদি তলিয়ে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাব সেখানে তাদের উপর কেবল ঋণের বোঝা। ১০ টাকা যেখানে ঋণ দেওয়া হবে, ৫ বৎসর পরে সেটা বাড়তে বাড়তে ৫ হাজার টাকায় গিয়ে দাঁড়াবে। অতএব এই অনুন্নত সম্প্রদায় যারা আজ উচ্ছেদ হতে চলছে, তাদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য আছে কেননা তারাও তো ভারতের নাগরিক—এই ত্রিপুরারই মানুষ। কিন্তু তাদের রক্ষা করার প্রয়োজন আমরা মনে করিনি. যার ফলে আমরা দেখতে পাই বহু উপজাতি সম্প্রদায়, উপজাতি পরিবার ত্রিপুরা ছেড়ে আসামে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। যদি আজকে কোন উপজাতিকে প্রশ্ন করা হয় কেন তোমরা চলে যাচ্ছ? তার উত্তরে তারা বলবে—আমরা এখানে থাকতে পারবো না। অতএব মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি মন্ত্রীগণকে এই শুধু বলব—যে দায়িত্ব, যে ক্ষমতা আপনাদের হাতে সেই ক্ষমতা আপনারা প্রয়োগ করেন না কেন? সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করলে আজকে যারা এখানে ঋণগ্রস্ত উপজাতি আছে, অনুন্নত সম্প্রদায় আছে তারা বাঁচতে পারবে, তারা জীবনের পথ দেখতে পাবে। কিন্তু আজকে এই জায়গাতে কিছুই করা হয়নি। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই সম্পর্কে বেশী বলার কিছু নেই কারণ India Govt. উপজাতিদের অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য যে Debar Commission গঠন করেছেন তাতে কি কি সুপারিশ করেছেন। উপজাতিরা আজকে ঋণের বোঝায় জর্জ্জরিত, সেই ঋণ থেকে তাদেরকে রেহাই না দিলে তারা কোনদিন বাঁচতে পারবে না—সভ্য সমাজে তারা মানুষ বলে পরিচয় দিতে পারবে না। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার সে সম্পর্কে recommend করা সত্বেও ত্রিপুরা সরকার তা অন্ততও কার্য্যকরী করেননি। যদি তারা সেইটা করতেন তাহলে ত্রিপুরাতে হাজারে হাজারে যেসকল উপজাতি schedule caste প্রভৃতি যারা আছে

তাদেরকে আজকে ঋণ হতে রেহাই দেওয়া সম্ভব হত। তারজন্য আমি সম্পূর্ণ দায়ী করব এখানে যারা মন্ত্রী বা কর্ত্তৃপক্ষ আছেন তাদেরকে। এই উপজাতি সম্পর্কে আমরা এখানে যে বক্তৃতা দিয়েছি তারা শুধু সেটার বিরোধীতা করেছেন কিন্তু এই সকল উপজাতিদের ঋণের বোঝা থেকে রেহাই পাবার জন্য এবং তাদের উন্নয়নের জন্য কিছুই করেননি যার ফলে ঋণের বোঝা দিন দিন বেড়েই চল্‌ছে। তারপর আর একটি কথা মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে আমি এখানে রাখতে চাই। যেসকল এলাকা tribal complex area বিশেষ করে তৈজু এলেকা, সেখানে কয়েকজন তিন বৎসর আগে ৫০ টাকা পুঁজি নিয়া দাদনের ব্যবসা করে এখন সেই ৫০ টাকা পুঁজির মুনাফা বাড়তে বাড়তে একদ্রোণ জমি করেছে। এমন কি যে সকল উপজাতি পুনর্ব্বাসন পেয়েছে তাদের জমিও তারা গ্রাস করেছে! এতে দেখা যাচ্ছে সরকার যে পুনর্ব্বাসন দিয়েছে তাহাও এই সকল মহাজনের কবলিত। আজকে তাদেরকে যদি রক্ষা করা না হয় তবে তারা যাবে কোথায়? তাদের পুনর্ব্বাসনের পথ নেই; একদিকে সরকার reserve করে জুম কাটা বন্ধ করছে, অন্যদিকে মহাজনরাও তাদেরকে শোষণ করছে। অতএব মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মারফতে আমি অনুরোধ করব যে যারা দাদন দিচ্ছে এবং যারা দাদন নিচ্ছে তাদের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে যাতে সরকার থেকে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করা হয়। সেজন্যেই Debar Commission নীতিগতভাবে এই সুপারিশ করছে যেন সরকার হতে এই ঋণ পরিশোধ করা হয়। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি এই কথা স্মরণ করে দিতে চাই যারা অন্যায়ভাবে টাকা আয় করছে আইন থাকা সত্বেও তাদেরকে ধরা হয়না। কিন্তু যখন দেশের জনসাধারণ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয় তখন তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট আইন আছে যার ফলে অনেককে D. I. Ruleএ আটক করা হয়েছে। অতএব মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মারফতে মন্ত্রীগণকে অনুরোধ করব যারা দাদন দিয়ে অন্যায়-ভাবে টাকা অর্জ্জন করছে তাদের সম্পর্কে যেন বিশেষ step নেওয়া হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—I would now call on Shri Prafulla Kr. Das.

SHRI P. K. DAS :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের আনিত প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি। তাদের প্রস্তাবে Dadan system of money lendingকে impermissible and punishable করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। তার উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেছেন যে tribal এবং অন্যান্য non-tribal poorer agri-culturists আছে তাদের প্রতি দরদ দেখিয়ে তাদেরকে বাঁচানোর জন্য এ

প্রস্তাব আনা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তারা যেসব অপ্রাসঙ্গিক এবং অবান্তর কথার উল্লেখ করেছেন আমাদের সরকার পক্ষের বিভিন্ন সদস্য তাদের যুক্তির অসাড়তা সম্পর্কে উত্তর দিয়েছেন। আমি particularly একটা কথা বলতে চাই যে দাদন system যেটা প্রচলিত ছিল যার দ্বারা poorer agriculturists যে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং মহাজনরা তাদেরকে শোষণ করেছে এটা ত্রিপুরা Govt. বুঝতে পেরে অনেক আগেই যথাযথ step নিয়েছেন এই অবিচার থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য Bombay Money lending Act. যেটা 1956 থেকে চালু হয়েছে। সেই Act এর মারফতে poorer section তাদের কৃষি-কাজের প্রয়োজনে যাতে advance পেতে পারে। মহাজনদের কাছ থেকে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে বিরোধী দলের সদস্যদের আমি অনুরোধ করছি যে তারা তাদের বক্তৃতার সময় যা কিছু বলতে পারেন কিন্তু আমাকে যেন কোনরূপ Disturb না করেন। তারপর এসবের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভারত সরকার চেষ্টা করেছেন। বর্ত্তমানে দাদন প্রথা যেভাবে প্রচলিত আছে, গভর্ণমেন্ট যেভাবে সাহায্য দিচ্ছেন, সেটা সেভাবে হওয়াই সঙ্গত। এর দ্বারা যে সমস্ত মহাজনরা Money Lending করছে তারা লাইসেন্স নিয়েই করবে। যদি লাইসেন্স না নিয়ে সেটা চালু করে তাহলে নিশ্চয়ই আইনে তার শাস্তির বিধান আছে। যদি কেউ আইনের বাইরে কিছু একটা করতে যায় তাহলে নিশ্চয়ই জন স্বার্থের খাতিরে, আইনের Provision এ সেখানে তারা অভিযোগ তুলতে পারে। এখন এদেরে বাঁচাতে হলে একটা জিনিষ লক্ষ্য করতে হবে যে অনেক সময় দেখা যায় যারা দাদন নেয় তাদের মধ্যে অনেকেই এটা নিতে অভ্যস্ত। আমি এমন কথাও শুনেছি, এমন অনেক লোক আছে যারা Private মহাজনদের এত অনুরক্ত যে তাদের কাছ থেকে ঋণ না নিলে তারা নিজেকে অত্যন্ত ছোট বলে মনে করে। এবং মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নেওয়াটাকে তারা বাহাদুরী বলে মনে করে। মনে করে অমুক মহাজনের কাছ থেকে ঋণ করলে তাদের ফসল ভাল হবে এমন দুর্ব্বলতাও অনেকের আছে। বড় বড় মহাজনদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের সঙ্গে খাতির রাখা এবং তাদের গদিতে গিয়ে বসাটাকে তারা বাহাদুরী বলে মনে করে। অনেক ট্রাইবেল সর্দ্দারকে এরূপ করতে দেখা গেছে। সত্যিকথা বলতে কি এদের এই যে মনোভাব এ ভাবটাকে যদি দূর করতে না পারা যায় এবং এদের হাত থেকে যদি রক্ষা করা না যায়, তাদের মনোবৃত্তিকে যদি উন্নত করে তোলা

না যায় তাহলে কিছুই হবে না। Assemblyতে এসে, বাইরে বক্তৃতা দিয়ে শুধু সরকার পক্ষকে দোষারূপ করলে এবং অসঙ্গতভাবে অসত্যের আশ্রয় নিয়ে B.D.O. বা সরকারী কর্ম্মচারীরা মহাজনদের পকেটে টাকা দিয়ে সরকার তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে এসমস্ত কথা বললে…

MR. SPEAKER :—অসত্য কথাটা is unparliamentary ?

SHRI P. K. Das :— এটা করলে পরে আমার মনে হয় যে সত্যিকারের যারা Poor ও Agriculturist, যারা বেআইনী লোকের কাছ থেকে দাদন নিয়ে weak হচ্ছে, তাদের রক্ষা করা যাবে না আমার কাছ থেকে কেহ যদি কিছু টাকা হাওলাত নেন, আমি যদি নিজের ইচ্ছায় দেই ও সে যদি নিজের ইচ্ছায় নেয় তবে Govt. কেন তাতে বাঁধা দেবে আমি বুঝতে পারিনা। সুতরাং দাদন system থেকে রক্ষা করার জন্য যে Legislation দরকার সেটা সরকার করেছেন। কাজেই যে দাদন system এখানে প্রচলিত তার বিরুদ্ধে further কোন legislations এর প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। এই বলে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER : - I would now call on Sri Promode Das Gupta.

SHRI PRAMODE DAS GUPTA :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ত্রিপুরা রাজ্যের যে দাদন প্রথা এই অখ্যাত প্রথা ত্রিপুরাকে বহু বৎসর ধরে শোষণ করে আসছে, স্বাধীনতার পূর্ব্বে ও স্বাধীনতার পরেও। একটা কথা হতে পারে, দেশে কৃষকরা দাদনদারদের কাছে যায় সেটার উত্তর হচ্ছে at the pain stomach কিংবা যখন, কৃষকের বীজ কেনার সময় হয় সেই চৈত্র মাস, বা আউস ধানের জন্য বীজের দরকার তখন সে যায়, তখন তারা বাধ্য হয়ে ১০।১২ টাকা দরে লিখিয়ে টাকা নেয় এবং এই পাট বাজারে ৩০—৪০, ২৫ টাকা কম পক্ষে। এইভাবে শোষণটা চলে। সাদা কাগজে তাদের লিখিয়ে নেয়, যখন কৃষকদের বাঁচবার কোন পথ পায়না, তখন সে সাদা কাগজে সই দিয়ে টাকা নেয়, এবং অনেক কৃষক ভবিষ্যতে টাকা পাবেনা এই ভয়ে টাকা শোধ করতে বাধ্য হয় জমি বিক্রী করে। কারণ ক্রমশ:ই একটা সরকার ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে আছি যে আমাদের কৃষক যে ফসল উৎপাদন করে সেই কৃষককে আমরা রক্ষা করতে পারি না। রক্ষা করার কোন আইন, কোন ব্যবস্থা, আজকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির ১১ বৎসর পরও আমরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা দাঁড়ানোর কোন একটা ক্ষমতা আমরা কৃষকদের দিতে পারিনি। অনেকেই বলছেন এবং এক মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে আস্তে আস্তে সব হবে, কিন্তু আমি বলব একথা যে রোগী মরে গেলে

তবে ডাক্তার এসে কোন লাভ নাই। এখন কথা হল আমাদের কৃষক যেভাবে দেনাগ্রস্থ হয়েছে, তার যদি একটা survey নেওয়া যায়। আমি জানি ১৭ বৎসরেও এখানে কোন survey হয়নি, survey একটা আরম্ভ হয়েছে জানি, কিন্তু এখন পর্যান্ত যে National Sample survey হচ্ছে সেটা এখনো শেষ হয়নি। যদি সেই survey হয় তবে কৃষকদের কি যে অবস্থা তার একটা চিত্র আমাদের সামনে আসত এবং আমাদের কৃষকদের যে কি ভয়ানক দুঃবস্থা তা বুঝতে পারতাম। আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ভারতবর্ষের per capita income যেখানে সাত আনা actually সেটা সাত আনা নয়, সেটা পাঁচ আনা, কারণ Expenditure বাবদে loan হিসাবে যে টাকাটা নেয়, সেটা যে ব্যয় তার হিসাব করলে পাঁচ আনার বেশী হয়না। ত্রিপুরার সাধারণ কৃষকদের যে আয় তা হিসাব করলে দেখা যাবে যে পাঁচ আনা থেকেও কম। এই যে কৃষকদের ভয়াবহ অবস্থা তার থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায় তারা খোঁজে পাচ্ছে না। মাননীয় এক সদস্য বলেছেন যে হাওলাত নেয় তাতে দোষ কি ? কৃষকরা যখন মহাজনের কাছে টাকা নিতে আসে তখন কৃষকদের কাগজে সই করতে বলা হয় এবং টাকা নেয় কিন্তু যখন টাকা দিতে পারেনা তখন মহাজনরা বলে যে আমিত কোন দোষ করি নাই, তোমার পূর্ব্বজন্মের দোষ, তাই তোমার সম্পত্তিটা আমার কাছে আসছে। এখানে আমার একটা কথা মনে পড়ে. আমাদের মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যে Tyrany বা সাধারণত: এই রকম Morale instruments এবং language of ethics ব্যবহার করে তাদের কাজকে an aim of respectivity দিবার চেষ্টা করে। আজকে এই বিধান সভায় সেই Congress দলের যারা সভ্য তাদের কাছে আমরা এই কথাগুলি প্রত্যাশা করিনি। যে হাওলাত দিব, হাওলাত নিতে আসলে কেন দেব না ? যদি Anti corruption থেকে সরকারী কর্মচারী, মন্ত্রীদের বেতন, তাদের সম্পত্তি সম্বন্ধে যেমন survey করা হয় সেইভাবে সেই মহাজনেরা যা ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে এখানে এসেছিল; তখন তাদের কি পরিমাণ সম্পত্তি ছিল এবং এখন কি পরিমাণ হয়েছে তার যদি একটা survey করা হয় তা হলে দেখতে পাবেন কিভাবে তারা শোষণ করেছেন; কিভাবে পরের ধন লুট করেছে এবং এই অর্থে কিভাবে তারা সম্পত্তি করতে পেরেছে তাহলে আজকে যে D. I. Rule হাতে আছে তার দ্বারা আমরা যারা প্রকৃত সমাজবিরোধী তাদেরকে জেলে দিতে পারি। কিভাবে যে তারা আজকে লুট করছে এইটাই তার উদাহরণ। আজকে আমরা

জানি যদি এটার একটা তথ্য নেন বা anti-corruption দিয়ে enquiry করেন তাহলে দেখা যাবে অনেক tribal D.M.এর কাছে permissionএর জন্য application করছে। কি কারণে, কি জন্য তারা সম্পত্তি বিক্রি করছে? এই যে তাদের loan, এই যে তাদের ঋণ সেটা কোন জায়গায়! তার যদি তথ্য নেওয়া যেত তাহলে দেখা যেত এই ঋণ কিভাবে ধীরে ধীরে তাদের বেড়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই অবস্থা থেকে তাদের মুক্ত করতে হবে। এই অবস্থা থেকে তাদের মুক্ত করতে হলে সরকার কতগুলি জিনিষ গ্রহণ করতে পারেন। সেই জিনিষগুলি হচ্ছে এই যে, বীজধানের কথা বলছি। সেটা এই রকম একটা নিয়ম করা উচিত যে এই বীজধান এত একর জমি, তা ২।৪ একর হউক তাকেই প্রথম দিতে হবে। অর্থাৎ গরীব কৃষক যারা তাদেরই বীজধান প্রথম দিতে হবে বিনা পয়সায়। loan হিসাবে তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আপনারা যদি তদন্ত করেন, আমি জানি মোহনপুর Blockএর বীজধানের কথা, Mustard Seedএর কথা। যারা দু'তিন দ্রোণ জমি করেছে তারাই সেখান থেকে সব কিছু ক্রয় করে। যেমন Mustard Seed, বীজধান, আলুর বীজ। কিন্তু যারা গরীব কৃষক তারা পায়নি। তারা এবিষয়ে আমার কাছে অনেক অভিযোগ করেছে। তারা যাতে loanএ বীজধান পায় তা দেখতে হবে। loanএ যদি তারা বীজধান পায় তাহলে দাদন থেকে মুক্ত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক এলাকা survey করে পঞ্চায়েত প্রধান মারফত কৃষকদের অবস্থা দেখে কাহার কতটুকু প্রয়োজন সেইসব লক্ষ্য করে আমাদের দাদন দিতে হবে। আপনারা বলতে পারেন যে সেখানে Block Office আছে। Block Office থাকলেই চলবে না। সেই Blockএর অধীনে যে কৃষকরা আছে সেই সমস্ত কৃষকদের কতটুকু বীজের প্রয়োজন, কতটুকু জমি আছে সেইসব sample surveyর জন্য বসে না থেকে Block Officeএর underএ V. L. W. দ্বারা সেগুলি করা দরকার। কিন্তু আমি জানি যে সেগুলি করা হয়নি। যদি করা হত তাহলে দাদন প্রথা অন্যরকম হত এবং কৃষকদের মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা হত। আপনারা বলতে পারেন যে পঞ্চায়েত প্রধানদের কোনরকম power দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমি দেখেছি যে কোন কোন পঞ্চায়েত প্রধান মারফত development workএর জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে। আমি বলব সারা ত্রিপুরায় পঞ্চায়েত election হওয়ার পর power delegate করার জন্য বসে না থেকে কিছু কিছু টাকা পঞ্চায়েত প্রধানদের হাতে দিন যাতে গরীব কৃষকদের তাঁরা সাহায্য করতে পারে এবং মহাজনদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে পারে। আমি বলব কংগ্রেস থেকে ৩ জন এবং opposition থেকে ১ জন

নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হউক এবং প্রত্যেক Rehabilitation Colonyতে যান এবং দেখবেন এই যে পাট উৎপন্ন হয় তা সবই মহাজনদের কাছে mortgage. Refugee যারা যে সমস্ত পাট উৎপন্ন হয় তার প্রায় ১০ ভাগই উৎপন্ন হওয়ার সাথে সাথে মহাজনদের কাছে বিক্রি হয়ে যায়। বিনা রেজিষ্ট্রীতেই এই সমস্ত mortgageএর কাজ হচ্ছে। কারণ refugeeদের land সবই সরকারের কাছে mortgage. এই যে একটা অবস্থা এর কি কোন তদন্ত নেই? এই যে এতবড় একটা Rehabilitation Deptt. এবং বড় বড় বক্তৃতা শুনি যে Rehabilitation কার্য্য সমাধা হয়েছে। একবার খোঁজ নিন যে এই সমস্ত refugeeদের কত জমির ফসল তাদের পেটের দায়ে at the pain of starvation তাদের বিক্রি করে ফেলতে হয়। এই অবস্থা থেকে তাদের কে রক্ষা করবে? আমরা যারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি সত্য জিনিষটাকে আমরা যদি বাস্তবকে অস্বীকার করব এই যদি আমাদের মনোভাব হয় তাহলে তাদের কে রক্ষা করবে। যারা সেই সমস্ত এলাকায় ঘুরেছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যে এই সমস্ত refugeeদের জমি mortgage কিনা। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি প্রত্যেক Blockএর underএ Agricultural Credit Block খুলে সেখানকার পঞ্চায়েত প্রধানদের মারফত দাদন দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত এবং তাহলেই কৃষকদের মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব। পঞ্চায়েত প্রধানদের মারফত দেওয়া প্রয়োজন এইজন্য যে তা না হলে দালালদের হাতে কিংবা বড় বড় কৃষকদের হাতে টাকা চলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দেখেছিলেন যে ত্রিপুরায় ফসল বাড়ন্ত। কিন্তু ফসল বাড়বে কি করে! যখন গরীব কৃষকরা ধান মাড়ায় তখন দেখা যায় মহাজনরা বস্তা নিয়ে বসে আছে ধান নেওয়ার জন্য! সে ধান গোলায় যায় না। তাদের চোখের জলে সেই ধান মহাজনদের হাতে তুলে দিতে হয়। চলুন আমরা বিধানসভা থেকে একটা কমিটি করে তদন্ত করি এবং এবং দেখি যে সেই দাদন মারফত কতরকম অত্যাচার মহাজনরা চাষীদের উপর করছে। আমি একটা এলাকার কথা বলছি। যেমন সিমনা এলাকা। সেটা মহারাজার আমল থেকেই deficit area. যখন আমন ধান বের হয় তখন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনবার জন্য কৃষকরা তাদের ধান ৭।৮ টাকা দরে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু চৈত্রমাসে দেখা যায় তার ঘরে ধান নেই এবং তাকে আবার বাজার থেকে ধান কিনতে হয়। এই কিনে কে? এই ধানটা কিনে মহাজনেরা lower rateএ। একটা হিসেব নিলে আপনারা দেখতে পাবেন যে ত্রিপুরার কতজন কৃষকের খোরাকীর ধান হয় না এবং খোরাকীর ধান যখন শেষ হয় তখন ধান

কেনার জন্য সে বাজারে বের হয় তখন তাকেই সেই ধান ১৭।১৮৲ টাকায় কিনতে হয়। যে ধান সে ৭।৮৲ টাকা দরে হালের গরুর জন্য এবং নানাহ কাজের জন্য বিক্রি করে, সেই কৃষককেই খোরাকীর জন্য ১৭।১৮৲ টাকা দরে ধান কিনতে এবং কোথা হতে পাবে সে টাকা? তখন তাকে চৈত্র মাসে মহাজনদের কাছে আসতে হয় এবং বলে যে আমাকে ১০৲ টাকা দেন, আমি ১ মণ পাট দেব। যখন শ্রাবণ-ভাদ্র মাস আসে তখন তাকে মহাজনকে ১ মণ পাট দিতে হয় ১০৲ টাকা করে, যদিও বাজারে ৪০৲ টাকা দর। মায়া-মমতা সেখানে নেই, পাট তাকে দিতেই হবে ১০৲ টাকায়। শতকরা ৭২ জন কৃষকই যখন আমন ধান উঠে বা শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে যেটা deficit area সেখানে অল্প দামে তাকে খোরাকীর ধান বিক্রি করতে হয়। সরকার যদি এখন ন্যায্যমূল্যে ধান কিনে নেন তাহলে কৃষক দুটি পয়সা হাতে পায় এবং ত্রিপুরার সেই State Trading চলে বলে আমি মনে করি। State Trading মারফতে যদি চৈত্র মাসে কৃষক আবার ধান কিনতে পারে তবে সে ১২৲ টাকা দরে ধান দিতে রাজী আছে। কিন্তু সেইটা ত্রিপুরার চিত্র নয়—১৭।১৮৲ দরে ধান কিনতে হয় অথচ বিক্রি করতে হয় ৭।৮৲ টাকা দরে। ত্রিপুরাকে যদি সমৃদ্ধশালী করতে হয় তাহলে একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে—ভূমি সংস্কার আইনের উদ্দেশ্যকে যদি সার্থক করতে হয় তবে লক্ষ্য করতে হবে যে নিশ্চিন্ত মনে কৃষকরা যাতে ফসল উৎপন্ন করতে পারে। সেই অবস্থা যদি না আনা যায় তবে ত্রিপুরার কৃষক বাঁচতে পারেনা। হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হওয়ার পর, পাসপোর্ট চালু হওয়ার পর ত্রিপুরার কতকগুলি cash crop নষ্ট হয়ে গেছে যার উপর ভিত্তি করে ত্রিপুরার কৃষকরা বাঁচতে পারত সেটা হচ্ছে pineapple, bamboo, sungrass এগুলির জন্য তারা আগে ভাল দাম পেত। সেটা এখন নষ্ট হয়ে গিয়েছে কারণ no market. Market আমরা সৃষ্টি করতে চাচ্ছি না। Jute সম্বন্ধে আমি বলছি যে কলিকাতার Juteএর দর ৩০।৩৫৲ টাকা আর এখানে গ্রামাঞ্চলে তার দর হচ্ছে ২১।২২৲ এমনকি ২১৲ টাকা। এখন লক্ষ্য করুন কৃষক প্রতি মণ পাটে কত টাকা হারাচ্ছে। এই পাটের মূল্য আমরা ঠিক রাখতে পারতাম যদি Govt. Bankএ jute purchase করার কোন সুবিধা থাকত। এই programme আজ পর্য্যন্ত implement করা হয়নি, যদি হত তাহলে ত্রিপুরার কৃষক বাঁচতে পারত। কৃষকরা juteএর ন্যায্যমূল্য পায়না, বাজারে দালালগণ price dictate করে এবং কম দামে পাট বিক্রি করতে হয় কারণ মহাজনকে টাকা দিতে হবে। এই জন্য আমি মনে করি যে কৃষকদের বাঁচাতে হলে দাদন প্রথাকে punishable করা উচিত। ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থায় কৃষকরা চৈত্র ও শ্রাবণ-ভাদ্র

মাসে মহাজনদের কাছে দৌড়াইতে হয়, তখন মহাজন তার সুবিধাটুকু আদায় করে নেয়। কিন্তু আমি বলিনা যে ত্রিপুরার মহাজন তুলে নিন। ত্রিপুরায় সেরকম অবস্থা এখনো আসেনি, তবে মহাজনকে restrain করতে হবে এবং সেই restrain করতে গিয়ে Bombay Money Lenders' Act নয় এমন কতকগুলি আইন করতে হবে যে আইনে আমরা মহাজনকে restrain করতে পারি এবং পঞ্চায়েত প্রধানদের হাতে এরকম ক্ষমতা দিতে হবে যাতে মহাজনদের দুর্নীতি দূর করা যায়। এই বলেই আমি আমার প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—I would now call on Sri Monchar Ali.

SRI MONCHAR ALI :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীলুব্রা মগ যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করি। মাননীয় সদস্যরা প্রস্তাবের উল্লেখ করে অনেক সদস্য অনেক কথা বলেছেন। দাদন প্রথা তুলে দিলে আমাদের কৃষকদের সব সমস্যা মিটে যাবে উনাদের কথা থেকে এটাই বুঝা যায়! কিন্তু দাদন প্রথা তোলার যে প্রস্তাবে উনারা বলেছেন তা যদিও একেবারে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব সরাসরি করেননি কিন্তু দাদন প্রথার ফলে জনসাধারণ, জুমিয়া এবং অন্যান্য কৃষকরা যে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন সেটা সরকার অনেক আগেই জানতেন এবং জানতেন বলেই আমাদের সরকার এখন যে আইন করেছেন তাতে কর্জ্জ-লগ্নী নিতে হলে licence লাগে। সেটা না হলে দাদনের ব্যবসা করতে পারবে না। যদি licence থাকে তবে মহাজনেরা বেশী নিতে পারেনা কারণ মামলা-মোকদ্দমা হলে Courtএ সেই দলিল উপস্থিত করতে হবে এবং সেখানে বেশী লিখা থাকতে পারেনা, থাকলে আইনতঃ সেই টাকা আদায় করতে পারেনা। সেইহেতু এই আইনটি করা হয়েছে তথাপি দাদন বন্ধ করা যায়নি—একথা অস্বীকার করা যায় না। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষক এখনও সেই রকম স্বচ্ছল হয়ে উঠেনি—এইজন্যই দাদন প্রথা এখানে কিছু কিছু আছে। সরকার সেইজন্য যথাযথভাবে চেষ্টা করছে যাতে কাজের মধ্য দিয়ে দাদন উঠে যেতে পারে। দাদন বন্ধ করার জন্য ত্রিপুরা সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা দাদন দিচ্ছেন। যাতে আমাদের কৃষকদের মহাজনদের কাছে যেতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে। সরকার আরো লক্ষ লক্ষ টাকা কৃষিঋণ দিতেছেন যাতে কৃষকরা নিজেদের উন্নতি করতে পারে এবং মহাজনদের কাছে যেতে না হয়। সরকার কম সুদে সেই ঋণ দিচ্ছেন। আগে যেখানে ১০০৲ টাকা নিয়ে ২।৩ মণ ধান সুদ দিতে হত সেখানে এখন মাত্র ৪/৪।• সুদে ঋণ পাচ্ছে। কাজেই যে যুক্তিতে বিরোধীদল এই দাদন প্রথা তুলে দেওয়ার কথা বলছেন সেটা অনেক পরে এনেছেন। এই চেষ্টা অনেক আগেই

ত্রিপুরা সরকার, ভারত সরকার করেছেন। কাজেই তাদের এই প্রস্তাবের কোনরকম যুক্তি আছে বলে আমার মনে হয় না। কৃষকরা যতদিন পর্য্যন্ত না স্বচ্ছল অবস্থায় আসছেন ততদিন দাদন প্রথা তুলে দিলে কৃষকেরা আরো দুরবস্থায় পড়বে। দাদন কথার অর্থ আমি এখন বুঝিয়ে বলছি। দাদন প্রথা তুলে দিলেও কৃষকের আরো বেশী ক্ষতি হতে পারে কারণ যখন কৃষকের টাকার প্রয়োজন হবে; ছেলে মেয়েদের অসুখ হবে, ঘরে ঘরে চাল তেল থাকেনা অভাবে খেতে পারবে না তখন হাজার টাকার জমি অনেক কম দামে যে বিক্রী করতে বাধ্য হবে, তখন তার আরো দুরবস্থা হবে তার আরো ক্ষতি হবে, এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে দাদন প্রথা উঠিয়ে দেওয়ার সময় এখনো হয় নি, যে পর্য্যন্ত আমরা কৃষককে শক্তিশালী করতে না পারি, সে পর্য্যন্ত দাদন প্রথা থাকা দরকার, কৃষকদের উন্নতির জন্য তাদের শক্তিশালী করার জন্য ত্রিপুরা সরকার যথাযথভাবে চেষ্টা করছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, কৃষকদের জন্য সরকার বীজ ধান দিচ্ছে, কোথাও কোথাও হালের গরুর জন্য টাকা দিচ্ছে, জুমিয়া যারা তাদের ১২ কানি করে জমি দেওয়া হচ্ছে, তাদের বাড়ী ঘর করার জন্য টাকা দেওয়া . তাদের শুকর কিনে দেওয়া হচ্ছে, মোরগ কিনে দেওয়া হচ্ছে, এভাবে কৃষক এবং জুমিয়াদের উন্নতির জন্য ত্রিপুরা সরকার এগুলি দিচ্ছে। ত্রিপুরা সরকার তাদের জন্য এখন যা করতেছেন. তা আপনারা অস্বীকার করতে পারেন না. আপনারা শুধু বিরোধিতা করার জন্য এ সমস্ত অস্বীকার করতে পারেন, ইহাতে যে ত্রিপুরার সব কৃষকদের উন্নতি হয়েছে তা আমি বলি না, এবং ত্রিপুরা রাজ্যে যে অভাব নাই সেটা ও আমি অস্বীকার করতে পারিনা. তবে কৃষকদের সুবিধার জন্য সরকার এগুলো দিচ্ছে তাও অস্বীকার করা যায় না, কোন কোন সদস্য বলেছেন যে কৃষককুল তাদের জিনিষপত্রের যথোচিত দাম পায়না. কিন্তু সরকার এ বিষয়ে লক্ষ্য রেখে Co-operatives এর ব্যবস্থা করেছে যাতে এই কো-অপারেটিভ এর মারফতে কৃষকেরা জিনিষপত্রাদি বেচা-কেনা করতে পারে কিন্তু আজকে আমাদের সেই মনোবৃত্তি নাই যাতে এই কো-অপারেটিভগুলো ঠিক ঠিক চলতে পারে, জনসাধারণকে উৎসাহ দেওয়া যাতে কো-অপারেটিভগুলো ভালভাবে গড়ে উঠতে পারে। সেই মনোবৃত্তির অভাবেই আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ঠিকভাবে উন্নতি করতে পারতেছে না বলে আমি মনে করি। কারণ লক্ষ্য করেছি, যে যেখানে একটা ভাল কাজের সৃষ্টি হয় সেখানে একটা বিরোধীদল গড়ে উঠে, সে দল শুধু Communist party তা আমি বলছিনা কারণ প্রত্যেক

ভাল কাজের মধ্যেই যে একটা প্রতিবাদ আসে সে কথা নিঃসন্দেহে আমি বলতে পারি। অতএব বিরোধীদল দাদন প্রথা তুলে দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাব এনেছে, তার আমি বিরোধীতা করি। বিরোধীদলের মাননীয় সদস্য শ্রীচক্রবর্ত্তী মহাশয়ও বলেছেন যে এরকম দাদনের কতক-গুলো প্রথা একেবারে তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি নন, একথা তিনি তার প্রস্তাবে বলেছেন, যে কতকগুলো সদ্‌লোক যাতে মহাজনী করতে পারে এবং টাকায় টাকা সুদ না নিয়া টাকা প্রতি চার আনা সুদে মহাজনী করে। সদ্ মহাজন বলতে তিনি কাদের বুঝাতে চান তা আমরা বুঝিনা। উনি যে টাকা প্রতি চার আনা সুদ দেওয়ার কথা বলেছেন তাও আমরা সমর্থন করিনা, কারণ তাতে টাকা প্রতি চার আনা হার সুদে ১০০ টাকায় ২৫ টাকা সুদ গিয়ে দাঁড়ায়। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের যে অবস্থা এই অবস্থাতে ১০০টাকা নিয়ে ২৫ টাকা সুদ দিলে সে কৃষক বাঁচতে পারে না। আমরা জানি ১০০ টাকা নিয়ে ৪ টাকা সুদ যারা দিতে পারেনা তাদের শতকরা ২৫ টাকা সুদ দেওয়ার সাধ্য নাই। কিন্তু আজকে যে সরকার দাদন বাবত যে ধান দিয়েছে সে ধান ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে উনারা যে কথা শুনেছেন তা ঠিক কিনা আমার জানা নাই, তবে আমি জানি যিনি ইহা উনাকে বলেছেন তিনি হয়ত ভুল বলেছেন, নয়ত তিনি ভুল শুনেছেন। এই কথাটার অর্থ তাই নয়। এই কথার অর্থ হলো যখন ধান দেওয়া হয় তখন বলা হয়েছিল যে এই টাকাটা নগদ দিয়ে তোমরা ধান নিয়ে যাও। তখন কৃষকদের অনেকেই এই ধানের মূল্য দিতে পারে নাই। তখন তাদের বলা হয়েছিল বর্ত্তমানে ধানের দর ২০ টাকা আর যখন তোমরা ফেরত দেবে তখন হবে ধানের মণ ১২৲। তখন কৃষকরা বলেছিল যে আমরা ২০৲ টাকা যদি দেই দেব আর না হয় ১/মণ ধানের বদলে ১৷৷/ মণ ধান আমরা দেব। এই কথাটা কিসের থেকে উঠে। আজকে যখন কৃষকরা টাকা দিতে পারে নাই। আজকে যেখানে ধানের দর ১২টাকা সেখানে যদি ১৷৷/ মণ ধান ও দেয় তার মূল্য হয় ১৮ টাকা যদি তখন দিত তবে সে ধানের মূল্য হত ২০ টাকা। তা হলে আমি বলব কৃষকদের আরও ২ টাকা লাভ হয় কাজেই আমি বলব উনারা যে বলছেন সরকারপক্ষ দাদন দিয়েছেন একথা সত্য নয়। উনি উত্তেজিত হয়ে আর একটি কথা বলেছেন যে সাদা টুপি মাথায় দিয়ে যারা দাদন নেয় তারা Agent. Agent হয়ে যারা দাদন নেয় তারা ১৫ টাকা করে নেয়। আমি জানি তারা ৫ টাকা করে বাড়ীতে নিয়ে যেতে

পারেনা। সাদা টুপি হতে পারে সেটা আমি স্বীকার করি। সাদা টুপি উনি আমাকে যে দলকে mean করছেন এটা সত্য নয়। আমি জানি যারা কংগ্রেস, সাদা টুপি মাথায় দেয় তারা কোন দিনই এ কাজ করতে পারে না বা করেনা একথা আমি স্বীকার করি না। তবে আমি এটুকুও জানি যারা লাল টুপি মাথায় দেয় তারা বহু টাকা এভাবে রোজগার করে দুই সের, আড়াই সের করে চাউল রোজগার করে। সে কথা আমি বলতে চাই না যে তারা কমিউনিষ্ট পার্টির লোক। তবে তারা পার্টির নাম দিয়ে বা ভাওতা দিয়ে এভাবে চাউল আদায় করে এটা আমি জানি। তবে আমার এই মনোবৃত্তি নাই যে লালটুপি মাথায় দিয়ে এভাবে তারা আদায় করে বলে আমি কমিউনিষ্ট পার্টিকে বলব যে তারা কমিউনিষ্ট পার্টির লোক। যদি কোন জায়গায় যদি কোন লোক প্রেসিডেন্টের নাম বলে কোন কাজ করে সেখানে প্রেসিডেন্টই হবেনা। প্রেসিডেন্টের কতগুলি আইন কানুন আছে, সে আমাদের প্রেসিডেন্ট কিনা সেটা জানতে হবে, সে রকম নথিপত্র আপনাদের কাছে থাকতে হবে। তারপর যদি বলেন তবে আমরা সেটা স্বীকার করতে পারব। আমি-ত বলেছি আমি নিজে জানি লাল টুপি মাথায় দুই সের, আড়াই সের চাউল আদায় করে। এ রকম বহু প্রমাণ আছে। তথাপি আমি বলছি না যে আপনাদের দলের লোক বলে, নাও হতে পারে—হতেও পারে। (Interruption ধরিয়া দিন) এখানে নয়, আমার সঙ্গে যদি এখনই বাইরে যান তবে আমি ধরিয়ে দিতে পারি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

MR. SPEAKER : - I would now call on Shri Sudhanwa Deb Barma

SHRI SUDHANWA DEB BARMA— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের মাননীয় সদস্য মনছুর আলী সাহেব এই floor এ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়ার আগে প্রস্তাবটা কি আছে তা ভাল করে পড়ে দেখেছেন কি না সেটা আমার সন্দেহ আছে। তিনি কোথায় দেখলেন যে এই প্রস্তাব দাদন প্রথা তুলে দেওয়ার জন্য আনা হয়েছে। দাদন প্রথার জন্য যেভাবে ত্রিপুরার দরিদ্র কৃষকরা দিনের পর দিন শোষিত হচ্ছে যার ফলে তারা মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে সেটা হতে কিভাবে তাদের উদ্ধার করা যায় তার জন্যই এই প্রস্তাবটা আনা হয়েছিল। দাদন প্রথা তুলে দেওয়ার জন্য এ প্রস্তাব আনা হয়নি। যাতে সুষ্ঠুভাবে তার একটা ব্যবস্থা করা হয় তার জন্যই এই প্রস্তাব। কিন্তু impermissible way তে যেভাবে দাদনদাররা কাজ করে এবং শোষন করে তার বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব আনা হয়েছিল।

সে কথাটি আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। মাননীয় সদস্য মনসুর আলী সাহেব যেকথা বলেছেন যেভাবে ত্রিপুরারাজ্যের কৃষকদের দাদন দেওয়া হচ্ছে, কৃষি ঋণ দেওয়া হচ্ছে নানাভাবে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে এইসব যুক্তি যে তুলে ধরলেন, তাতে মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যকে একটা স্বর্গরাজ্যে পরিণত করা হয়েছে এবং এমনভাবেই সাহায্য করা হয়েছে যে তাতে ত্রিপুরার কৃষির দিক্ দিয়ে উন্নতির পথ সুগম হয়েছে তা আর ধারণা করা যায় না। কিন্তু মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, এখানে ত্রিপুরায় দাদন এবং Loan Govt. কিভাবে কৃষকদের দিচ্ছেন, কি পরিমাণে দিচ্ছেন, কতজন কৃষক তারদ্বারা উপকৃত হচ্ছেন ? বিশেষতঃ আমি সরকারের report থেকে বুঝব যে ত্রিপুরার দরিদ্র কৃষক এবং ঋণগ্রস্ত যে কৃষক তাদের ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে শতকরা ৮ জনের বেশী কৃষককে ঋণ দেওয়া হয় না। সেই ক্ষেত্রে মনসুর আলী সাহেব যদি বিধান সভার ভেতরে এমন একটা চিত্র আঁকতে চাহেন তাহলে বলার কিছু নেই। ত্রিপুরার এই অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন কিনা জানিনা। এই দাদন ও ঋণ দেওয়া সত্বেও কেন কৃষকদের এই ধান, পাট মহাজনদের হাতে চলে যায়? কেন সরকারের কাছে যে সামান্য পাওয়া যায় তাতে সেখানে তারা আজকে কোন কোন ক্ষেত্রে তার দৃষ্টান্ত এবং তার হিসেব দিতে সময় হবে না। কারণ আমরা কৃষকদের নিকট যখন যাই তখন যারা যারা দাদম নিয়েছে তাদের কাছ থেকে আমরা তখন জেনে নেই যে তারা কে কত টাকা পেল। যেখানে ৫০ টাকা দাদন দেওয়া হয়েছে সেখানে শেষ পর্য্যন্ত ২০।২৫৲ টাকার বেশী নিতে পারে না। তাহলে ঐ মহাজনদের কাছ থেকে যে হারে বা যেভাবে দাদন পায় তার চেয়ে সরকার থেকে যে দাদন পায় তা কোন্ দিক দিয়ে ভাল হল? মহাজনদের কাছে এইজন্যই এই যে কতগুলি complexity আছে—যেমন যদি একখানা দরখাস্ত করতে আসে দাদনের জন্য, তবে প্রথমে agentদের কাছে দরখাস্তের জন্য প্রণামী দিতে হবে তারপর আছেই দালালরা আর তদন্তের জন্য রয়েছে ব্যবস্থা। এই সমস্ত formalityর জন্য যে সমস্ত অসুবিধা আছে সেজন্যই মহাজনদের শিকারে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। মহাজনদের কবলে যাওয়া ছাড়া তাদের আর কোন গত্যন্তর থাকে না। আর সরকারের নিকট তারা যখন দাদনের জন্য আসে তা তাদের সময়মত পায় না। যখন তারা টাকা পায় তখন এই টাকা তাদের কৃষির কোন কাজে আসে না। যখন তাদের টাকার প্রয়োজন সে সময় সরকারের নিকট থেকে না পেয়ে তাদের মহাজনের নিকট হাজির হতে হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সে কারণেই মহাজন-

দের কাছে তারা ঋণী হয়। অনেক সদস্য বলেছেন যে unregistered document দিয়ে টাকা নেয়। কিন্তু তা নয়, তারা সাদা কাগজের উপর টিপসহি দিয়ে মহাজনদের নিকট হতে টাকা নেয়। এইভাবে তারা বাধ্য হয় মহাজনদের নিকট। এরপর এই টিপসহিযুক্ত সাদা কাগজ নিয়ে মহাজনরা কি করে আপনারা কল্পনা করে দেখুন। কৃষকদের ফসল উঠলে তারা নিয়ে যায়। আমরা জানি, আমরা নিজেরাই থাকি গ্রামদেশে। আমরা দেখি কিন্তু এই সমস্ত ঘটনার প্রতিকার করার কোন পথ থাকে না। যদি আপনারা colony বা tribal এলাকাগুলিতে যান, আপনারাও একই অবস্থা দেখবেন। আপনি যদি খোঁজ করেন পাবেন না এই সমস্ত document, কারণ তারা জানে তাদেরকে আবার যেতে হবে এই মহাজন-দের কাছে। এই যে তারা দিনের পর দিন শোষিত হচ্ছে তা তারা কারো কাছে খুলে বলতে পারে না। কারণ খুলে বললে দ্বিতীয়বার সেই ঋণ পাওয়া যাবে না এই কথা জানে, এইজন্য কেউ জানতে চাইলেও তারা খুলে বলতে সাহস করে না। আমরা দেখি ফসল যখন উঠে সাথে সাথেই তাদের ঘরে ভাত নেই, খাদ্য নেই। বৎসরের প্রথমেই এই অবস্থা চলে, দুর্ভিক্ষ যখন চলে—মানুষ মারা যায় তখন একথা বললে বিরোধী দলের সদস্য যারা party in power তাঁরা ঠাট্টা করে এবং আমার এই উক্তি বিভ্রান্তকর ও প্রচারমূলক বলে অভিহিত করেন। এইটাই আমরা দেখি যে না খেয়ে যে মানুষ ত্রিপুরায় মরে একথা স্বীকার করার সাহস তাদের নেই। আমরা দেখছি যাদের ৪।৫ কানি জমি আছে তারা দিনের পর দিন কিভাবে ঐসব জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। Tribalদের হাতের জমি ক্রমশঃই মহাজনদের হাতে চলে যাচ্ছে এই দাদন প্রথার জন্য। এই দাদন ব্যবস্থার যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে, জনৈক সদস্য মহাশয় একথা বলেছেন যে এটা মানুষ মারার কল এবং মারাত্মক। তিনি কিভাবে একথা বলতে পারেন আমি জানি না। দাদন প্রথাকে যদি ত্রিপুরা সরকার সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে চান তাকে co-operativeএর মাধ্যমে যদি বিলি করা হয় তাহলে দরিদ্র কৃষকেরা অফিসে এসে যে হয়রাণী হতে হয় তা থেকে রেহাই পাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় মারফত আমি আর একটি কথা বলতে চাই যে co-operativeগুলি প্রায় ক্ষেত্রেই এখানে গ্রামের যারা অবস্থাপন্ন কৃষক বা প্রভাবশালী লোকজন আছে তারাই প্রভাব ও ক্ষমতা বিস্তার করে। কাজেই Debar Commissionএর সুপারিশ মত যারা গরীব এবং জনদরদী কৃষক আছে তাদের দ্বারা যেন co-operativeগুলি চালু থাকে এজন্য অনু-রোধ জানাব। যে দাদন তাদের এখন দেওয়া হয় এই দাদন পরিশোধের জন্য সরকারী তরফ থেকে ও বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদের notice দেওয়া হচ্ছে,

যদি সময়মত দাদন পরিশোধ না হয় তবে ক্রোক করা হবে বলে এই মহাজনদের দাদনের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে হলে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে কৃষকরা বুঝতে পারে যে মহাজনদের দাদন না নিলেও তারা অন্য কোন জায়গা থেকে দাদন পাবে—তবেই তাদের মধ্যে আস্থা ও ভরসা আসবে। আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করলাম।

MR. SPEAKER :—I would now call on Sri Dinesh Deb Barma.

SRI DINESH DEB BARMA :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে Private Member Resolution সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল এই—আজকে বিশেষ একটা অবস্থার ভিতর দিয়ে এই resolution উপস্থিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এটা অত্যন্ত আবেগপূর্ণ এবং অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এই ত্রিপুরা রাজ্যের গড়ে তিন লক্ষ উপজাতী আছে। তাদের মধ্যে শতকরা ৯৫জন বিভিন্ন মহাজনের কাছ থেকে দাদন নিয়ে দিন কাটাইতেছেন আমার প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা তথ্য উপস্থিত করেছেন। এই তথ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে Education Deptt. এর মাধ্যমে কমলপুর সাব-ডিভিশনের বিভিন্ন Tribal Project এলাকাগুলির Report এখানে উপস্থিত করেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর Report থেকে দেখাযায় কমলপুর Sub-divisionএ গড়ে মাসিক আয় ১২ টাকা। এই ১২ টাকা মাসিক আয় নিয়ে কিভাবে তারা পরিবার প্রতিপালন করছেন, তা বুঝে উঠা দুষ্কর, নিশ্চয়ই কোন উপায়ে তারা টাকা ঋণগ্রস্ত হয়েছে না হলে কিভাবে তারা বেঁচে আছে। Ruling Partyর কোন কোন সদস্য মানিক ভাণ্ডার এলাকার কথা উল্লেখ করে বক্তৃতা করেছেন। আমি তাদের বক্তৃতার প্রতিবাদ করব যে উনাদের শুধু বক্তৃতাই সার। কোন member এই কথা বলে নাই যে এই মানিকভাণ্ডার এলাকায় এইভাবে তারা ঋণ নেয় এই হারে তার সুদ দেয় এবং কয়জন লোক উপকৃত হয়েছে তার হিসাব কি তার দিতে পারেন। ডেবর কমিশনের যে সুপারিশ যা ত্রিপুরার উপজাতিকে রক্ষা করতে পারে— এই সুপারিশে আছে এই উপজাতী এলাকাকে তপশীল এলাকা ঘোষণা করে, এবং এই তপশীল এলাকার যারা নেতা তাদেরে নিয়ে একটা ঋণ বোর্ড করে, সেই বোর্ডের মারফতে যাতে উপজাতীকে ঋণ দেওয়া হয় তার পুরাপুরি ব্যবস্থা করা। কিন্তু ঐ Report এর কথা secret রাখা হয়। তখন কোন member ও ঐ Reportকে কার্য্যকরী করে উপজাতীদেরকে ঋণ বা দাদন দেওয়ার কথা বলেন নাই। সুতরাং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় শুধু বক্তৃতা দিলে মানুষের পেট ভরে না, বক্তৃতা দিয়ে মানুষের কল্যাণ করা যায়না। আমার কমলপুর সাব-ডিভিশনে এমন

অনেক মহাজন আছে যদিও তাদের নাম বলা অভদ্রতা, আমি তাদের নাম বলতে চাইনা, তবে এসব বিষয় তলিয়ে দেখা দরকার। আপনারা জানতে চান, আমি দেখাতে পারি কত হাজার লোক তাদের কাছে বাধা। যখন বাজারে ধানের দর ১৬, ১৭, ১৮, ২০ টাকা তখন তারা ৫ টাকা মণ দাদন দেয়। অতীতের কথা আমি বলছিনা. এখন সরিষা উৎপাদনের সময়। চলুন বাজারে চলুন কত কৃষক কোন কোন মহাজনের কাছে দাদন সরিষা পরিশোধ করে তার প্রমাণ আমি দেখিয়ে দিব। আপনারা দয়া করে মাঝে মাঝে ঐ সমস্ত জায়গায় যাবেন। এখন সরিষার দাম নিচে ১৫ টাকা উপরে ২০টাকা। তারজন্য যদি Rulling Party কোন প্রতিষেধক measure আজ দিতে পারতেন এবং তারজন্য কোন gurantee পাইতাম তাহলে Production অনেক বেড়ে যেত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই Houseএ আমাদের উপমন্ত্রী বলেছেন যে তিনি বিভিন্ন জায়গায় যান আমি সেদিনও দেখে এসেছি যে দামছড়া এলাকায়, গণ্ডাছড়া এলাকার ছৈলেংটা, ছামনু, আঠারমুড়ার উপরে ও অন্যান্য জায়গায় মহাজনরা দাদন দিয়ে সেই দাদনের দায়ে কৃষকদিগকে জুলুম করছে। আজকে সেই সমস্ত জুমিয়া এলাকায় চলুন দেখে আসবেন কয়জন জুমিয়ার মাঘ মাস পর্য্যন্ত খোরাকী চলবে তাহা প্রত্যক্ষ করে আসবেন। কারণ আশ্বিন মাসে মাত্র তাদের ধান কাটা শেষ হয়েছে. তারপর তিন চার মাস তাদের কোন কাজকর্ম নাই ফলে তাদের হাতে কোন পয়সা নাই, তাদের পকেটের পয়সা আজকে যারা বড় বড় দাদনদার মহাজন তাদের পকেটে গিয়েছে। এটা আজ স্বাধীনতা প্রাপ্তির ১৭ বৎসর পরেও যদি আমরা আইনের দোহাই দিয়ে রক্ষার দোহাই দিয়ে তাদেরকে অধঃপতনে ফেলার যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টাকে আমি সমর্থন করিনা। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বর্ত্তমান সরকার পক্ষ থেকে এই যে দাদন, মহাজনদের চুরি করার জন্য দাদন প্রথার প্রচলন হয় তার জন্য তাদের কাছ থেকে দাদন নিয়ে তাদেরে দেওয়া হয়ে থাকে। সে কথা তারা অস্বীকার করে থাকেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, rulling partyর সদস্যরা জানুক খবর নিয়ে দেখুক এ দাদন দেওয়ার ব্যাপারে কিভাবে Consider করা হচ্ছে। আমি তার কতগুলির তথ্য এখানে উপস্থিত করতে চাই। দাদন অনাদায়ে সংশিত নোটিশ জারি করা হয়েছে। যার ফলে তাদের ঘর থেকে গরু মহিষ ক্রোক করে আনা হয় এবং পিয়নের খরচের জন্য দৈনিক ৪ টাকা করে টিয়ে গ্রহিতাকে দিতে হয়। দায়ে যতদিন পর্য্যন্ত গরু খোয়াড়ে থাকবে দৈনিক ট্যাক্স হিসাবে তাদের কাছ থেকে দৈনিক ২ টাকা করে নেওয়া হয়।

এটা আমি সমর্থন করতে পারিনা। এইভাবে যদি সরকারের ঋণ বা দাদন আদায়ের প্রচেষ্টা থাকে তবে সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারিনা। এই যে দাদন তাহা দেওয়া হয় থাকে আষাঢ় মাসে শ্রাবণ মাসে যখন মানুষের ঘরে ভাত থাকেনা, ধান থাকেনা। চৈত্র, বৈশাখ মাসে দাদন দেওয়ার কোন উল্লেখই থাকে না। আপনারা হিসাব নিয়ে দেখুন, Register খাতা নিয়ে দেখুন কোন মাসে তাদেরকে দাদন দেওয়া হয়ে থাকে। যখন তারা মহাজনদের কাছে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তারপর এই পঞ্চাশ টাকা দাদন তাকে রক্ষা করতে পারে না। কাজেই House এর কাছে আমি এই কথা দাবী করি— ডেবর কমিশনের সুপারিশ অনুসারে উপজাতীদের জন্য তপশীল এলাকা ঘোষণা করে ঋণ শালিশী বোর্ড করে, সেই বোর্ডের মারফতে এবং তাদের নেতাদের মারফতে তাদেরকে দাদন দেওয়া হয়। এই দাবী আমি Houseএ রাখছি।

MR. SPEAKER :– I would now call on Sri N. K. Sarker.

SHRI N. K. SARKAR :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধীদল থেকে যে Resolution আনা হয়েছে আমি তার বিরোধীতা করছি। বিরোধীতা করছি এই কারণে যে আজকে যে Resolution এনেছেন, ত্রিপুরা সরকার এক বৎসর পূর্ব্বেই জানতেন কিভাবে এই দেশের মহাজনরা, আদিবাসী বা Tribal ভাইদেরকে এবং দরিদ্র কৃষকগণকে শোষণ করছে। এবং সমস্ত জানতেন বলেই ত্রিপুরা সরকার এই রকম দাদন system চালু করেছেন। এটা Tribal বা আদিবাসীদের জন্য। শুধু দাদনই নয়, তাদের কিভাবে উন্নতি করা যায় তার জন্য বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন। আমি দুই একটা দৃষ্টান্ত দেব। উনারা যেটা এনেছেন সেটা আইন আর একটা নূতন তৈরি করে মহাজনী বন্ধ করে দেওয়া, কিভাবে উনারা এটা এনেছেন আমি জানিনা, সেইজন্য ইহা আমি সমর্থন করিনা। আদি-বাসী উন্নতিকল্পে Houseএ বক্তৃতা দিলেই চলবেনা এদের পেছনে যা দরকার আমাদের যা কর্ত্তব্য এবং ৫০০।৭০০ শত বৎসর ধরে যেভাবে যে বেশে তারা তৈরী হয়েছে; তাদের পেছনের সেই যুক্তিগুলি আমরা দিতে পারি তবে কিছুটা কার্য্যকরী হবে। আইন করে যেখানে শত শত ব্যবসায়ীরা আছে যারা ১০—২০—৩০ টাকা করে দিয়ে এল এবং ২০-২৫ টাকা করে নিয়ে এল সেইগুলি কি করে বন্ধ করা যাবে তা আদিবাসীদের উন্নতিকল্পে কি কি করা যায় সে বিষয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে, শুধু দাদন বলে কথা নয়। জুমিয়াদের কি দেওয়া হয় যেমন তাদের জন্য ৫ কানি জমি নয় আমার মনে হয় ১২ কানি কি ১৫ কানি পর্য্যন্ত জমি দেবার একটা target আছে। এবং সেই জুমিয়াদের

শুধু ৪০০ বা ৫০০ টাকা দিয়েই সরকার রেহাই পাচ্ছেন না, তাদের বিভিন্ন রকমের সুবিধার দিকে সরকারের নজর আছে, যাহাতে শিক্ষা, চিকিৎসা, জল, বনজ বস্তু ইত্যাদি সব বিষয়ে তাদের কোন প্রকার অসুবিধাভোগ করতে না হয়। তাদের কৃষিঋণ দেবার ব্যবস্থা রয়েছে, দাদনের ব্যবস্থা রয়েছে এবং সেই দাদনের পরিবর্ত্তে যদি তারা ধান, পাট ইত্যাদি দিতে চায় সেটাও সরকার গ্রহণ করে। তাঁদের এলাকায় যে সব সমবায় সমিতি আছে সেইগুলির মাধ্যমে ঐ দাদন দেওয়া হয়। দাদন দেওয়ার পরেও সমবায় সমিতির মাধ্যমে টাকা তারা নিতে পারেন। আমার বিভিন্ন বন্ধুরা যে যুক্তি দিয়েছে। সেটা সম্বন্ধে আমি জানি। কেননা কতকগুলি মহাজনরা যে সুযোগটা নেন সেটার কোন হাদিশ পাওয়া যায়না। আমার আদিবাসীভাইরা, যেমন ধরুন, সরকারী একটা টাকা পেতে হলে

দরখাস্ত লিখতে হয়, দুইদিন ৪ দিন সরকারের নিয়মমাফিক ঘুরতে হয়। এই সবুর তারা মানতে পারেনা। তার কারণও আছে যেমন— এইভাবে সরকার থেকে নেওয়া টাকাটা দেওয়ার আর প্রবৃত্তি থাকেনা। কারো কারো থাকে, আর কারো কারো থাকেনা। সবাইর থাকেনা এই কথা আমি বলছিনা। আদিবাসীদের উন্নতিকল্পে যখন Trible Advisory Committee করা হয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন Deptt. আছে কৃষিবিভাগ আছে, শিক্ষা বিভাগ আছে, তথ্য বিভাগ আছে, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট তাদের উন্নতির জন্য কাজ করছে। এখন কথা হচ্ছে যে Tribalদের উন্নতি কিভাবে হবে তারজন্য কোন প্রস্তাব দিবেনই না, উনারা কেবল তাদের অভাবের সুযোগ নিয়ে তাদের মধ্যে হতাশার ভাব সৃষ্টি করেছেন। আমরা যদি সরকারের পরিকল্পনা খতাইয়া দেখি তাহলে দেখব যে সেখানে রাস্তাঘাট, সমবায় সমিতি করা হচ্ছে এবং তার মাধ্যমে টাকা বা সাহায্য দেওয়া হচ্ছে, তাদিগকে এককালিন ৫০ টাকা বা অধিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমি অনেকের সাথে আলাপ আলোচনা করে জানতে পারছি যে Tribalরা যদি তাদের প্রয়োজনে ১৫০ টাকা লাগে তারা মাত্র ৫০ টাকা ঋণ নিবে। কারণ তারা জানে যে আমরা যখন যাই তখনই টাকা পায়, এভাবে তারা দৌড়াদৌড়ি করতে অভ্যস্ত নয়। আমাদের কর্ত্তব্য এই সমস্ত Tribal এলাকায় সমবায় সমিতি সৃষ্টি করে এবং সেখানে সুন্দরভাবে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা আমি দেখেছি একটা ছোটখাট Tribal গৃহস্থ, যারা জুমিয়া, তাদের ১০০—১৫০; টাকা লাগে চৈত্র মাস থেকে কৃষিকাজের জন্য ৫০টাকা দাদন তাদের কুলায় না, আরো ৫০ টাকার দরকার হয় এবং তাই তারা

মহাজনের কাছে যায় এবং মহাজনদের কাছে বাঁধা পড়ে Tribalদের যে কি গতি হচ্ছে সেটা আমি কিছুটা অনুভব করি। তাই এতকথা আমার সরকারের প্রস্তাবে আছে আমিও প্রস্তাব দিয়েছি যে তাদের যদি বাঁচাতে হয় তাদের উন্নতি করতে হলে Co-operative করে তাদেরকে বিভিন্ন রকম সাহায্য দিতে হবে যতক্ষণ না তারা উন্নত হয় এবং সমবায় সমিতির মাধ্যমে তাদের উৎপন্ন ফসল বিক্রি করার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সমস্ত Scheme আমার সরকারের বিবেচনায় আছে' সমবায় সমিতির গুদামে মাল থাকবে এবং তাদেরকে কিছু টাকা দেবে দাম বাড়লে সমিতি মাল বিক্রি করে তাদেরকে টাকা দেবে। এইটা কিছু সময়ের দরকার। এখনই গুদাম করা সম্ভব হচ্ছে না। আমি কিছু দিন আগে সেখানে গিয়াছি। সেখানে একটা সমবায় সমিতি আছে। আমি Tribalদের সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি তারা বলে, টাকা নিতে হলে দরখাস্ত করতে হয় এবং ঘুরতে হয়। এইটা ঠিক যে একটা কার্য্যকরী কমিটি আছে তা অনুমোদন নিতে হবে। সেইটুকু সময় তারা দেয় না। তারা সঙ্গে সঙ্গে টাকা চায়। এই যদি করতে হয় আমি বিরোধীদলকে বলব তারা এরকম কোন প্রস্তাব দেন যাতে আদিবাসীর উন্নতি হতে পারে। এইভাবে বাজে প্রস্তাব এনে কংগ্রেসকে গালা-গালি দিয়ে লাভ হবেনা। লাভ হবে না। যেমন বীজ ধানের কথা সম্বন্ধে আমার এক বন্ধু বলেছেন যে এটা নিয়ে কিছু দিন আগে তারা একটা আন্দোলন করতে চেয়েছিলেন আমি জানি। আন্দোলন করতে চেয়েছিল কিন্তু সেই আন্দোলনে সফলতা লাভ করতে তারা পারেনি। কেন পারবেন, আমরা তাদের বুঝিয়েছি, যখন বগোধান বিক্রির সময় হয় তখন তার বাজার দাম থাকে ২৫ টাকা মহাজনকে দিতে হলে ২৫টাকার জায়গায় ৩৭।। টাকা দিতে হবে। আমি দিলাম এক বুঝ—যখন ফসলটা এল তখন ধানের দাম হল ১০ টাকা। বাজার থেকে ২৫ টাকা করে ধান কিনে সরকার দিল; দেওয়ার পরে পেলাম কি? ১২ টাকা আর ৬টাকা ১৮ টাকা। ২৫ টাকা কেন? আমার ত মনে হয় এবার যে আমন ধানের বীজ দেওয়া হয়েছিল, বিলোনীয়া Proper থেকে সে ধান আমরা এনেছিলাম সেটা হবে ২৫ টাকা করে। বিভিন্নভাবে আমরা তাদেরে দিতে চেষ্টা করি। তারপরেও বিভিন্ন গাঁও প্রধানদিগকে blockর meetingএ আনা হয় এবং তাদের কাছ থেকে অভাব অভি-যোগ শুনা হয় পরে তাদের মাধ্যমে সেগুলি পূরণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়। এই ব্যাপারে আমি আমার এলেকা ছাড়া আরও ২।১টি এলাকার কথা বলতে পারি। তবে আমার অনুরোধ যদি

আদিবাসীদের সত্যিকারের উন্নতি করতে হয় তবে তাহা সমবায় বা কো-অপারেটিভ প্রভৃতির মাধ্যমে সম্ভব হতে পারে এবং সেভাবে চেষ্টা করা উচিৎ বলে আমি মনে করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—I would now call on Sri Ramcharan Deb Barma

SHRI RAM CHARAN DEB BARMA :—মাননীয় স্পীকার মহোদয় আজকে হাউসের মধ্যে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে, সেটা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যুক্তিযুক্ত যে প্রস্তাব, তাকে ruling partyর সদস্যরা যে বিরোধীতা করতে যাচ্ছেন তার অর্থ হবে যারা আজকে দাদনের দায়ে জর্জ্জরিত, ঋণের দায়ে জর্জ্জরিত, নিজেদের হাত থেকে জমি ছেড়ে দিচ্ছে, এবং তার জন্য তারা অনাহারে অর্দ্ধাহারে মারা যাচ্ছে, এই সব দরিদ্র জনসাধারণকে তিলে তিলে মারার জন্যেই এর বিরোধীতা করছেন। তার কারণ হ'ল এই যে সমস্ত জুমিয়া ও দরিদ্র কৃষক বিশেষ করে Tribalদের মধ্যে আছে, তারাও আজকে মানুষের মত বাঁচতে চায়, মানুষের মত দাঁড়াতে চায়। কিন্তু সেই দাঁড়াবার, বাঁচবার শক্তি তারা পাচ্ছে না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর তারা ভেবেছিল এবং স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বেও তারা চিন্তা করেছিল 'আমরা মানুষের মত বাঁচব। সেই বাঁচার দাবী নিয়ে এই ত্রিপুরাতে দায়ীত্বশীল সরকার গঠন করতে চেয়েছিল। যে দায়ীত্বশীল সরকার গঠন করতে গিয়ে আমরা 'বিধান সভা' লাভ করেছি। কিন্তু বিধানসভা লাভ করার পরেও তারা আজকে দাদনের দায়ে ঋণগ্রস্ত। তাই আজকে তারা তিলে তিলে মরতে যাচ্ছে। এদিক থেকে তাদিগকে বাঁচানোর যে উপায়, তার পথ বাহির করার জন্য আমরা এই বিধান সভায় বসে একত্র হয়ে একটা কথা বলতে পারবনা, সেটা বড়ই দুঃখজনক। সেজন্য আমি বলব যারা দরিদ্র. যারা সবদিক থেকে সর্ব্বহারা, এবং সবদিকে যারা পিছনে পড়া, তাদিগকে রক্ষা করার জন্য এই বিধান সভায় বসে আমরা সবাই এক বাক্যে বলতে পারি যে আমরা তাদিগকে বাঁচাব। কিন্তু সে বাঁচানোর পরিবর্ত্তে আজকেও আমরা সেই সামন্তযুগের দাদন প্রথা এবং সেই বিরাট বিরাট মহাজনদের সাথে কুটুম্বিতা করা, এদিকে যে আমাদের সামাল দেওয়া আমি এগুলির সমালোচনা না করে পারছি না। তাই আমি বলছি উপজাতিদের মধ্যে যারা দরিদ্র কৃষক তারা শুধু বাঁচার জন্য বৃষ্টিতে ভিজে, রৌদ্রে পুড়ে কাজ করে যাচ্ছে। এভাবে এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে মাথার ঘাম মাটিতে ফেলে তারা যা উৎপাদিত করছে এবং সেগুলি যখন শোষণকারী, লোভী মহাজনদের

হাতে তুলে দিতে যায় তখন তার চাইতে বিভীষিকাময় দৃশ্য আর কি হ'তে পারে? আর সেই দৃশ্যের কথা, দুঃখের কথা যখন আমরা এই সভায় আলোচনা করি বা বলি তখন rulling partyর সদস্যরা যেন চোখ বুজে থাকেন, তারা যেন চোখে দেখেও কিছু দেখেন না। কাজেই আজকে এদিক থেকে আমার বক্তব্য হল তারা যেন এদিকে নজর দেন। হয়তো যে সকল সদস্য শহরে থেকে তাদের এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেন তারাই বলতে পারেন যে আমরা মহাজনদের সাথে মিলে মিশে থাকতে পারলে সুখী হই। কিন্তু আমরা যারা গ্রামে থাকি, আমরা ঐ গরীব কৃষকদের কাছে থাকি, আমরা দেখি তাদের দুঃখ কষ্ট, তাদের দারিদ্র্যতা, তাদের হাহাকার। সে জন্তেই আমরা এই প্রস্তাব এনেছি এবং সে প্রস্তাব না এনে পারিনা। মাননীয় স্পীকার মহোদয় আমি এজন্যই বলছি যে Money lending Actটা এখানে চালু করে যারা মহাজন, যারা শোষণ করছে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া এবং ঋণ গ্রস্ত মানুষকে মুক্ত করা। এদিক দিয়ে আমরা যদি এটাকে এখানে চালু করি তাহলে তারাও মানুষের মত দাঁড়াতে পারবে। পৃথিবীর মানুষ যারা আজকে খেয়ে পরে বেঁচে আছে তারাও তাদের মত চায়, কারণ তারাও মানুষ। কাজেই অন্ততঃ মানবতার দিকে লক্ষ্য রেখে, আজকে rulling party সদস্য যাঁরা বিরোধীতা করছেন, তাঁরা যেন এদিকে বিচার বিবেচনা করে তাদের মানুষের মত বাঁচার যে দাবী সেই দাবীটাকে বিবেচনা করার জন্ত মাননীয় স্পীকার মহোদয় মাধ্যমে আমি এই হাউসকে অনুরোধ করব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—I would now call on Sri Sunil Kr. Choudhury

SHRI SUNIL KUMAR CHOUDHURY—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটু আগে মাননীয় সদস্য সরকার মহাশয় একটা কথা বলেছেন সেটা হল এই যে ৮।৯ বৎসর ধরে দাদন প্রথা চলে আসছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আজকে দায়িত্বশীল সরকার গঠন করা হয়েছে। কিন্তু যারা ঋণগ্রস্ত জর্জ্জরিত তাদের কথা সহজে আমরা চিন্তা করিনি। চিন্তা করা হয়েছিল ৮।৯ বৎসর আগে। সহজে যখন এখানে দায়িত্বশীল সরকার গঠন করা হয়েছে তখন তাদের কথা এই সরকারের চিন্তা করা উচিত। মাননীয় স্পীকার মহোদয় আমি বলব কিভাবে লাভ নিচ্ছে তার একটা দৃষ্টান্ত আমি দেই। মহাজনরা সাধারণতঃ আশ্বিন মাসে একটা দাদন দেন। আশ্বিনমাসে দক্ষিণ অঞ্চলে আড়ি বলে একটা প্রথা প্রচলিত আছে। এক আড়ি ধান সেটার দাম ছয় টাকা ধরা হল এবং সেটার দাদন

দেওয়া হল ছয় টাকায় নয় টাকা। যখন ফসল উঠল তখন এক আড়ি ধানের দাম দুই টাকা হল। তাহলে তাকে কতগুণ দিতে হচ্ছে। প্রায় চারগুণ দিতে হচ্ছে। কাজেই এই যে শোষণ, এই শোষণকে যদি অব্যাহতগতিতে চলতে দেওয়া হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এই কৃষকদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় যে তাদের বাঁচাবার কোন চেষ্টা আমরা করিনা। যে Act আছে তার মধ্যে দু'টা Rate Permit করা আছে। সম্ভবত: এটা হচ্ছে ৯৲ টাকা এবং আর একটা হচ্ছে ১১৲ টাকা। সেটা হচ্ছে yearly. তিন মাসের জন্য নয়। এক বৎসরের জন্য হচ্ছে ৯ টাকা এবং ১১ টাকা: কিন্তু ত্রিপুরায় কি হচ্ছে? ত্রিপুরায় ১ টাকা ৫ টাকা হচ্ছে এক বৎসরে। বৎসরে দু'বার করে দাদন দিচ্ছে। একবার দিচ্ছে আশ্বিন মাসে। আর একবার দিচ্ছে ফাল্গুন মাসে, চৈত্র মাসে। তাতে ১ টাকা ৫ টাকা হচ্ছে। কিন্তু এখানে বিরোধী পক্ষ যে প্রস্তাব আনবে সে প্রস্তাব Rulling Party দলগত স্বার্থের জন্য বিরোধীতা করে আসছেন। বাস্তব যে দৃষ্টিভঙ্গি সে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রস্তাবের সম্মুখীন হওয়ার সাহস তাঁদের নেই। তাহলে তাঁরা দাদন প্রথাকে জিয়িয়ে রাখার একটুও চেষ্টা করতেন না: অবিলম্বে সেটাকে Control করা উচিত ছিল। সেটাকে অবাধগতিতে চলতে দেওয়া উচিত ছিল না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারপক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে দাদন আমরা দেইনা। কিন্তু আমি বলবো নূতনভাবে Block Developmentএর মাধ্যমে দাদন দেওয়া হচ্ছে। এটা মারাত্মক কথা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি Co-operative সম্পর্কে বলছি যে Co-operative করে দরিদ্র কৃষককে টাকা দেওয়া যায়। সেটা খুব ভাল কথা। Co-operative এর মধ্যে যখন দুর্নীতি দেখা যায় তখন তার বিরুদ্ধে তদন্ত করার কথা বলা হলে তারা সেই তদন্ত করার সাহস পায়না। এমন কি যারা এসব টাকা খেয়েছেন তাদের নাম পর্য্যন্ত বলতে তারা সাহস পান না। অথচ Co-operative করা খুব ভাল। কিন্তু তাকে সুষ্ঠুভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, Co-operative করে তার টাকা দু হাতে লুঠ করলে চলবেনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দরিদ্র কৃষকেরা কেন টাকা ধার নেয়. সেটা অনেক সদস্য অনেকবার বলেছেন— যে অভাবের তাড়নায় তারা টাকা ধার নেন— মহাজনের সঙ্গে খাতির করবার জন্য নয়। যারা একথা চিন্তা করেন "তারা স্বর্গরাজ্যে আছেন" 'মর্তে নয়'। মর্তে থাকলে তাদের পক্ষে এরকম চিন্তা করা শোভা পেত না। মাননীয় স্পীকার মহোদয় ধেবর কমিশনের একটা সুপারিশ সম্পর্কে একটা কথা বলে

আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধেবর কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দরিদ্র কৃষক ও অনুন্নত জাতিগুলির মধ্যে যে সকল কৃষক আছেন তাদের বাঁচাবার জন্য যে recommendation আছে সেগুলি যেন এখানে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করা হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri S. L. SINGH :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধীদলের সদস্যরা যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমি বলছি। তার কারণ তারা নিজেরাই বক্তৃতায় নিজেদের আনীত প্রস্তাবের বিরোধীতা করেছেন। কারণ তারা বলেছেন—As the present widely prevalent Dadan system of money lending is ruinning the poorer section in rural areas and tribal people in particular economically, this Assembly requests the Govt. to adopt immediately such legal measures as to make dadan system of money lending impermissible and punishable by law in Tripura. তারা বাস্তবকে উপলব্ধি না করেন, তা নয়. বাস্তবকে উপলব্ধি করে বক্তৃতায় তাকে সংশোধনের আকারে আনা হয়েছে। পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক বক্তারা মহাজনী প্রথাকে সমর্থন করেছেন, ঐ wayতে যদি রাখা হয় তাহলে সেটাকে impermissible and punishable by law in Tripura করা চলে না। তা'হলে তাকে amend করতে হবে। সদস্যরা জানেন যে ত্রিপুরাতে Bombay Money Lending Act গ্রহণ করা হয়েছে। সেজন্য লাইসেন্স লওয়া বাধ্যতামূলক ও binding করা হয়েছে তার সাথে সুদ কিভাবে লওয়া হবে তাহাও ধার্য্য করা হয়েছে। সেটা যদি কেউ break করে তবে তাকে Punishment দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কাজেই আইনটাকে restricted করা হয়েছে তবুও মহাজনী প্রথা উচ্ছেদ করার জন্য প্রস্তাব আনা হয়েছে। তবে সেই প্রস্তাবের যে কোন যৌক্তিকতা নাই তাহা তারা নিজেরাও বুঝেন। তারা মহাজনী প্রথাকে restrict করার জন্য বলতে গিয়ে বলেছেন যে মহাজনদের টাকা প্রতি ৪ আনা সুদ ধার্য্য করা হউক কিন্তু Bombay Act অনুসারে আমরা মাত্র শতকরা ১২॥ টাকা সুদ ধার্য্য করতে পারি। কিন্তু উনাদের কথা মত টাকা প্রতি ৪ আনা ধরা হ'লে শতকরা ২৫ টাকা সুদ দিতে হয়। তাহলে দেখা যায় তারা মহাজনী আইনটাকে এভাবে করতে চান যেন প্রত্যেক মহাজন শতকরা ২৫ টাকা পান। অথচ সেটা আইন বিরোধী, আবার তারাই বলছেন যে দরিদ্র কৃষক, দরিদ্র জুমিয়া ও আদিবাসী ইত্যাদি। আমি বুঝতে পারলাম না তারা কোন যুক্তিতে শতকরা ১২॥

টাকার জায়গাতে ২৫ টাকায় করতে চাইছে। এটাকে কি restriction বলে? বক্তৃতা দিয়ে গেলেই হয়না, মনে রাখতে হয়। মনে নেই এখন আর একথা বললে চলবেনা। যুক্তিতে আসতে হবে, তার বাহিরে গেলে তো চলবেনা। হঁা যুক্তি যেমন আমাদের monopoly তেমনি আপনাদেরও monopoly। তবে তার যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে, সে সম্বন্ধে যুক্তি দেওয়া হয়। তারপর দেড়াইয়া সম্বন্ধে বলা হয়েছে। দেড়াইয়া সম্পর্কে যুক্তি হল যে দেড়াইয়া ধ্বংসাত্বক মারাত্মক ব্যাপার। দেড়াইয়াতে দেওয়া হয় বীজ। বীজের সাধারণতঃ বাজারে তার মূল্য সাধারণতঃ ২০।২৫ টাকা হয়। বীজকে Protect করতে হবে। সব ধানে বীজ হয়না। এইজন্য কৃষকরাই বীজের ন্যায্য মূল্য রেখেছে ২০—২৫টাকা এবং সেইভাবে খরিদ করা হয়। এবং খরিদ করে যদি টাকা দিতে হয় তবে ২৫ টাকা দিতে হয়। উনারাই যুক্তি দিয়া বলেছেন, দেড়াইয়া, পৌষ মাসে যখন ধান উঠে তার মূল্য থাকে ৭টাকা। তা হলে আমরা যদি দেড়াইয়া নেই তা হলে তার মূল্য হয় ৭—৮, আর ৩॥০ টাকা ১০॥ টাকা। তাহলে তাদের যুক্তি হল এই যে ২০ টাকা তুমি নাও। কিন্তু আবার বলছে সোয়াইয়া দেওয়া হোক্। কোনটা যে যুক্তিযুক্ত আমি বুঝতে পারলাম না। এই যুক্তি যদি আমরা গ্রহণ করি তা'হলে কি করে কৃষকদের উন্নতি হবে। যেখানে ১০॥ টাকা করে মূল্য পেলে কৃষক স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে তারা বলে যে এই সময় যদি আমরা দেই তাহলে আমাদের ক্ষতি হইবে। ২০ টাকা ২৫ টাকা মূল্য যদি আমাদের দিতে হয় তাহলে আমরা মরে যাব। অতএব আমরা যদি ধান দিয়ে দেই তা' হলে আমাদের উপকার হয়। সেইজন্য আইনটি কৃষকের উপকারার্থে করা হয়েছে। যদি তাহাদের যুক্তি গ্রহণ করি তাহলে কৃষকদের মরতে হয়। ২০ টাকা দাম দিতে হয় সেই জায়গায় ১০॥০ টাকায় পাচ্ছে। ৯ টাকা ৯। টাকা তার লাভ হয়। অতএব কোনটা যুক্তিসঙ্গত সেটা তাদের দেখতে হবে চিন্তা করতে হবে। তারপর ডেবর কমিশন সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে Rate of loan যেটা হবে সেটাকে fix করে দাও। সেটাকে fix করে দেওয়া হয়েছে ৯ টাকা ১২॥ টাকা। সুতরাং কোথায় যে আমরা ডেবর কমিশনকে Neglect করলাম তা বুঝতে পারলাম না। উনারা যে যুক্তি বলেছেন সেই যুক্তিতেই আমি আপনাদের কাছে বললাম। সুতরাং সেই অনুসারে আইন করা হয়েছে মহাজনী Act নেওয়া হয়েছে, এবং সেই অনুসারে Rate fix করে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য বলেছেন বাহির থেকে এই আইন আনা হয়েছে। বাহির থেকে আইন আনা হলে সেটা ভাল হলেও গ্রহণ করা হবেনা।

এই আইন ভারত সরকার হতে এসেছে। এই আইন যুক্তিসঙ্গত হলেও আমরা গ্রহণ করতে নারাজ। এই যদি মনোবৃত্তি হয় তাহলে আমরা কৃষকের উপকার করতে পারব না। আমরা যেখানে যেটা ভাল পাই সেটা গ্রহণ করে আমাদের কৃষককে বাঁচাতে চেষ্টা করব। অতএব সেই অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তারপরও যদি কোন কিছু থাকে তা হলে সংশোধন করা হবেনা এমন কোন কথা নাই। আইন চিরস্থায়ী নয়। যদি কৃষকের অসুবিধা সৃষ্টি করে তা হলে সেই আইনকে কেন আমরা সংশোধন করব না। অতএব এমন কোন কথা নাই যে যেটা হল সেটা অচল, অটল। আমরা বুঝছি যে তাদের উপকার হচ্ছে এবং সেই অনুসারে আইন করা হচ্ছে। এই জায়গায় দেড়াইয়া সম্বন্ধে বলা হচ্ছে It is not a constructive suggestion, এটা destructive suggestion. Destructive suggestion এইজন্য যখন কৃষকরা এইটাকে ভাল বলে মনে করল তখন তারা যাতে মহাজনদের কাছে যায় সেই ব্যবস্থাকে উদ্বুদ্ধ করা। এইজন্য এই কথা বলা হয়েছে বলে মনে হয়েছে। কৃষককুল এই ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে পারেনা। তারপরে Co-operative সম্বন্ধে বলা হয়েছে। Co-operative সরকারের সুনির্দ্দিষ্ট নীতি। অতএব যখন co-operative করা হয় তখন এমন কোন কথা নেই যে এই Co-operative Service Co-operative এটা কৃষককুল করবে। তা দেখে যদি কারো গাত্রদাহ হয় তাহলে আমরা নিরুপায়। কৃষককুল তাদের co-operative গঠন করবে, জুমিয়া তাদের co-operative গঠন করবে। অতএব সেই জায়গা যদি তারা দখল করে বসে থাকে এবং ওনারা যদি না যেতে পারেন তাহলে পকেট পূর্ত্তির কোন প্রশ্ন উঠে না। মনে হচ্ছে বিরোধীতা করে সেই জায়গায় প্রবেশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ ত্রিপুরার জনসাধারণ Co-operative কে গ্রহণ করেছে। Consumers' co-operative এবং Service co-operativeকে গ্রহণ করেছে। Security appex Bankকে গ্রহণ করেছে, Credit Bankকে গ্রহণ করেছে, Land mortgageকে গ্রহণ করেছে। এবং কৃষককুলের উন্নতির জন্যই সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং সেইভাবে সরকার চলছে। তারপর বলা হয়েছে তাদের Priceকে secured করা। Priceকে secured করার জন্য Price Secured Scheme of the Jute করা হয়েছে। যদি তার নিম্নতম মূল্য কমে যায় তা হলে সরকার থেকে কেনা হবে। এইজন্য ১০ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। ওনারা বলেন যে আজকে ২৪ টাকা পাটের মূল্য। এটা সম্ভব হয়েছে Price Secured Scheme করার জন্য। অতএব এই জায়গায় আমাদের চিন্তা করতে হবে ভাবতে হবে। কেবল

কলকাতার costএর কথা বললে হবেনা। কলকাতার cost এক জায়গায় বসে থাকেনা। কলকাতার costটাও local market অনুসারে উঠা-নামা করে। এবং সেই অনুসারে local marketএর priceও fix up হয়। অতএব কলিকাতার marketও fixed market নয়। এটা মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। অতএব ওনাদের কথা হল এই সমস্ত কিছুই fix করে বসে থাকা। আমরা জানি সমস্তই fix নয়। সব কিছুর দরই উঠানামা করছে তার উপর তার দরও উঠানামা করছে। ত্রিপুরাতে কেবল ২৪ টাকাই হয়ে ছিলনা। ৩৩।৩৪ টাকাও হয়েছিল। দর এক জায়গায় বসে নেই। অতএব Co-operative হয়েছে কৃষকের উপকারার্থে। অতএব এই দাদন সম্বন্ধে ওনাদের এই যুক্তিবলে amendment এনেছেন, ওনারা বুঝেছেন এই আইন অচল। এই যে প্রস্তাব আমরা প্রস্তাব এনেছি এই অচল। সেইজন্য নিজেরাই স্বতঃবিরোধী Resolution বক্তৃতার মাধ্যমে মহাজনী রাখা হোক, দাদন প্রথা রাখা হোক এই সমস্ত প্রস্তাব এনেছেন। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব, যে suggestion রাখা হয়েছে, grow more food campaignএর জন্য তাকে যেন সার্থক করে তুলতে পারি এবং সেইজন্য আজকে seeds দেওয়া হচ্ছে কৃষককুলকে বাঁচাবার জন্য। Co-operativeএর মাধ্যমে Blockএর মাধ্যমে সেই কাজগুলি করা হচ্ছে। আমাদের অনেক সময় হয় যেমন গতবার হয়েছিল flood হয়ে সমস্ত জায়গার বীজ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং সেইজন্য বাহির থেকে বীজ কিনতে হয়েছিল। আমরা অনন্যোপায় হয়ে কিনেছি। আমরা মনে করি যে এইবার আমরা যে বীজ দিয়েছি দেড়াইয়া এই যুক্তিবলেও অন্ততপক্ষে এখন যদি ৭ টাকা বা ৮ টাকা ধানের মূল্য হয়ে থাকে. ওনাদের মতে, তাহলে কৃষককুলকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অনুরোধ করব যে তারা within short time যেন ইহা তা দিয়ে গ্রহণ করে যেতে পারে। অতএব সেইদিক দিয়ে কৃষকদের ১০ টাকা থেকে ২০ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হচ্ছে। অতএব সেটাকে ধ্বংসাত্মক মারাত্মক বলে কৃষকদের তার থেকে বিরত করে কৃষকের সর্ব্বনাশ না করে যাতে তাদেরকে সেটা গ্রহণ করার জন্য যদি অনুরোধ করে তাহলে আমি মনে করি বীজকে উত্তমভাবে সংরক্ষণ করে আমরা ত্রিপুরাতে সকলের মধ্যে বীজ দান করতে পারব। কারণ কৃষককুলের এবং জুমিয়াদের সেইদিকে উৎসাহ আছে। আমি দেখেছি তারা তা করছেন। অতএব আমি মনে করি যে এটা লাভজনক হচ্ছে বলে তারা করছে এবং সেই বীজ ও সমস্ত অঞ্চলে Blockএর মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। তা না হলে তাদের যদি loan নিতে হত

তবে সদরে আসতে হত অথবা Twonএ যেতে হত। অতএব আসা যাওয়া ও আনার জন্য যে খরচ হত তাতে অত্যন্ত বেশী হয়ে যেত। অতএব এই যে system আমরা গ্রহণ করেছি তা কৃষককুলের লাভের জন্য বীজকে সংরক্ষণ করার জন্য। যদি আমরা এই বিরোধী মনোভাব নিয়ে কথা বলি তা হলে কৃষককুলের সর্ব্বনাশ আমরা করব। অতএব আমি অনুরোধ করব যেন এইদিকে দৃষ্টি দিয়ে আমরা কৃষককুলকে বাঁচাতে পারি : আমার এই আবেদনের জন্য এখানে যে সাড়া দিয়েছেন, কৃষ-দের উন্নতির জন্য, ত্রিপুরার উন্নতির জন্য, এইজন্য আমি মাননীয় সদ-স্যদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। এবং আশা করব ত্রিপুরাকে grow more food এদিকে শক্তিশালী করে তুলতে পারব। তারপরে মাননীয় সদস্য বলে-ছেন কমলপুরে কৃষককে ১২ টাকা দিয়েছি। তা আমরা দিয়েছি, এতে লজ্জার কোন কারণ নেই। কারণ আমরা সত্যকে গোপন করতে চাইনা। সব সত্য তাই আমরা প্রকাশ করি। অতএব কৃষককুলের উন্নতির জন্য সরকার যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করার তা গ্রহণ করবে বৈকি। তারপর একটা কথা বলা হয়েছে। যদিও আমাদের মাননীয় সদস্যরা তার উত্তর দিয়েছেন। সেটাকে আর বিশদভাবে বলা আমি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করিনা। তবু একটু hints দিয়ে রাখা দরকার সাদা টুপি। যদিও এটার উত্তর হয়ে গেছে, আমি সেইদিকে বলতে চাইনা। আর একটা কথা বলা হয়েছে যে চাচু বাজারে যে meeting হয়েছে তাতে Magistrate নাকি বলেছেন যে ঋণ বিলি করা হবে। আমি জানি সেই মিটিং হয়েছে Tribal Conference, Tribalরা আমাকে অনুরোধ করেছে সেই জায়গায় যাওয়ার জন্য। সেই অনুসারে আমি সেইখানে গিয়েছি। অতএব এই যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে এটা বিকৃত। আমি মিটিং-এ ছিলাম। সেটা হল চাচু বাজারে, Landless যারা তাদিগকে টাকা দেওয়া হয়েছে। মিটিং এর মধ্যে সেটাকে বিলি করে চলে আসা হয়েছে আদিবাসী Conferenceএর পরের দিন যদি সেই টাকা বিলি করা হত তা হলে অনেক বেশী খরচ হত। সুতরাং এটাকে আমি অন্যায় বা অযৌক্তিক বলে মনে করিনা।

SHRI N. CHAKRABORTY :— মনুবাজারের আদিবাসী সম্মেলনে টাকা দেওয়া হয় নি ?

SHRI S. L. SINGH :— নিশ্চয়ই দেওয়া হয়েছে। আদিবাসী Conference করলে সেখানে টাকা দেওয়া যাবে না সেই কথা বলা হয়নি। এইজন্য Tribalদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। Meeting call করা হয়েছিল। সেটা সত্য নয়। আদিবাসীরা সেখানে অনেকদিন ধরেই Meeting করাচ্ছিল। অতএব সেটাকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করলে তো চলবেনা। সেটাকে

বলা আমি প্রয়োজন বলে মনে করেছি তাই বলেছি। এবং অনবরত বলবো। এখন খটকা লেগেছে সেইজন্য যে আপনাদের অঞ্চলটা আপনাদের একচেটিয়া নয়। খোয়াই আপনাদের একচেটিয়া অঞ্চল নয়। কাজেই ঐ জায়গাতে যাওয়াই আপনাদের চক্ষে হলো বেআইনী। এতদিন বে-আইনীই ছিল। কিন্তু আজ Tribalরা জেনেছে, বুঝেছে যে সত্য কোথায়। অতএব Tribal Conferenceএ গেলেই এমন গাত্রদাহ হওয়া অসম্ভব নয়। গাত্রদাহ হতে বাধ্য। আরো আমি জানি যে কল্যাণপুরে যে Meeting হলো আদিবাসী Conferance, তার ৮ দিন আগে আপনারা Meeting করছিলেন যাতে মিটিং না হয়। কিন্তু আদিবাসীর আর সেদিন নেই। অতএব বিকৃত ব্যাখ্যা করে—সত্যকে লুক্কায়িত করার প্রচেষ্টা করলে তা চলবে না। সেটা অসম্ভব। অতএব আমি সেইদিক দিয়ে অনুরোধ করবো এই যে Tribalদের উন্নতিকল্পে যে Conferenceগুলা হয়, আমি আশা করবো যে প্রত্যেকে যাতে আমরা একযোগে একসাথে মিলে অন্ততঃপক্ষে যেটা সত্য সেটা ব্যাখ্যা করি। এই চেষ্টা করলে আমরা আদিবাসীদের উন্নতি করতে পারবো, ত্রিপুরাকে শক্তিশালী করতে পারবো।

Voices— "শ্মশানে পাঠানো হচ্ছে"।

আপনারাই শ্মশানে এতদিন পাঠিয়েছিলেন! এখন শ্মশান থেকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা যখন তারা করছে তখনই এত চিৎকার শুরু হয়েছে, আরো চিৎকার হতে বাধ্য। তবু আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে অনুরোধ করবো আপনাদেরে যাতে ত্রিপুরার কল্যাণের জন্য আমরা সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করে সত্য যে জিনিষগুলো আছে তার প্রচারকল্পে ব্যস্ত থাকি। কারণ co-operative সম্পর্কে আপনারা জানেন—co-operative করা হয়েছে, Landless co-operative করা হয়েছে, Service co-operative করা হয়েছে। আপনারা তার বিরোধীতা করছেন। সেইজন্য সেই জায়গাতে আপনারা তার সঙ্গতী করতে পারেন নি। কৃষকদের উন্নতি করতে পারেন নি, জুমিয়ার উন্নতি করতে পারেন নি। তাদেরকে বিপথে চালিত করে তাদের অর্থনৈতিক শক্তিকে খর্ব্ব করেছিলেন, ধ্বংস করেছিলেন, মারাত্মক পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই জন্যই ত্রিপুরার কৃষক আজকে বুঝেছে যে এর মাধ্যমেই তারা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে উন্নত করতে পারবে, শক্তিশালী করতে পারবে। সেইজন্য তারা Service Co-operative করছে, credit co-operative করছে, Savings Bank করছে। এবং তারা বুঝতে পেরেছে যে Democratic পথের মাধ্যমেই তারা তাদের অবস্থাকে

উন্নত করতে পারবে। কারণ যারা অন্যায় করবে আপনি, যিনিই হউন না কেন তাকে আইনের চক্ষে আমরা কথনও রেহাই দেব না। সে যে হউক। অতএব আমিও নাম জানি। যারা যার নাম জানেন তাহাদিগকে··· করা হচ্ছে। অতএব কেহই রেহাই পাবেনা। অন্যায়কারী যারা তারা কেহই রেহাই পাবে না। যারা অন্যায় করে তাদের ধ্বংসের জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা হবে। যারা অন্যায় করবে, ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ করবে, জনসাধারণকে বিপথে পরিচালিত করবে তাহাদিগকে ধ্বংস করার জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

SHRI N. C. CHAKRABORTI :— Point of order.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে ধমক দেখাচ্ছেন যে কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না বলে, আমি মনে করি এটা অত্যন্ত নীতিবিরুদ্ধ। আমাদেরে এভাবে তিনি চোখ রাঙাতে পারেন না।

SHRI S. L. SINGH :— আপনাদেরে বলি নাই।

SHRI N C. CHAKRABORTI :—হ্যাঁ, আমাদেরেই বলেছেন।

Disturbance

SHRI S. L. SINGH :— আমি আমার বক্তব্যে বলছি যে যারা ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে, অন্যায় করে সেই অন্যায়কারীকে কথনো রেহাই দেবনা। এবং সেই অন্যায়কারী যে-ই হউক তাকে আমরা রেহাই দেবনা, দিতে পারিনা। অন্যায়কারী— অন্যায়কারীর সামিল যদি কেউ হতে চান তাহলে আমি নাচার। এখনও বলছি, বারবার বলছি, অন্যায়কারীকে ধ্বংস করার জন্য যদি প্রচেষ্টা করা হয় তাতে অন্যায়কারী ভীত, সন্ত্রস্ত হতে বাধ্য এবং তার জন্যই করা হচ্ছে। অন্যায়কারীকে অন্যায় কার্য্য হতে বিরত করার জন্যই এই বিবৃতি এখানে দেওয়া হচ্ছে।

Voices :— 'এ রকম অন্যায় আপনাদের বন্ধুদের মধ্যে অনেকে করে থাকে।'

SHRI S. L. SINGH :— এর জন্যই তো মুস্কিল হচ্ছে। আপনারাও তো আমার বন্ধু। কারণ আপনারা কৃষকদের উন্নতিকল্পে, জুমিয়াদের উন্নতিকল্পে চিন্তা করছেন। অতএব আমি জানি আপনারা আমার বন্ধু। সে কার্য্যকে শক্তিশালী করার জন্য, সেই কার্য্যকে প্রাণবন্ত করার জন্য আপনারা চেষ্টা করবেন। অতএব সব সময় আমি আপনাদেরে বন্ধুভাবে গ্রহণ করি। এখনও বন্ধুভাবে গ্রহণ করে চলছি এবং চলবো।

Disturbance

MR. SPEAKER :— I draw the attention of the member. This Assembly should not be converted into a debating room. Now the

work go on. We leave short time. I will request the Hon'ble Chief Ministcr to go through his speech.

SHRI S, L. SINGH—অতএব এখানে বলা হয়েছে যে আইন নেই। আইন আছে এবং সেই অনুসারে কত সুদ হবে তাও ধার্য্য করা হয়েছে। বিনা লাইসেন্সে কেহ মহাজনী করতে পারবেনা। এবং rateও যদৃচ্ছভাবে গ্রহণ করতে পারবে না, সে আইন আছে। সে আইন বলে দাদন প্রথায় যদি খারাপ কোন কিছু থাকে তাহলে তাকে রোধ করার ব্যবস্থা এ আইনে আছে। অতএব ওনারা যে বিল এখানে এনেছেন তাতে সে আইন খর্ব্ব হবে। সেইজন্যই সে বিলের বিরোধীতা করা হচ্ছে। এবং যদি আমরা এটাকে গ্রহণ করি তাহলে কৃষকদের ক্ষতি হবে। কারণ তারা তাদের নিজের বক্তব্য দ্বারাই সেটা বুঝিয়েছেন যে সেটা Punishable করা উচিতও নয় এবং সেটাকে বেআইনী করাও যুক্তিযুক্ত হয় না, বক্তৃতার মাধ্যমে তারা তা বলেছেন। তারপর আরও কতগুলো কথা বলা হয়েছে, তা জানা কথা—ত্রিপুরায় যে অর্থনীতি ছিল সেটা ছিল practical। অতএব তাকে ভিত্তি করে মহকুমাগুলির যাতে উন্নতি হতে পারে তারজন্য ত্রিপুরা সরকার চেষ্টা করছেন এবং সেভাবে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা হচ্ছে। তারপর বলা হয়েছে ধান সম্বন্ধে—সেটাতেও সরকার চুপ করে নেই। যাতে ধানের নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারিত হতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা অতি শীঘ্রই করা হবে। বিরোধীপক্ষের সদস্যরা বলেছেন যে, ত্রিপুরাতে পূর্ব্বে যা ছিল এখন নেই। যেমন আনারস ইত্যাদি। কিন্তু আমি বলব আনারস নেই এমন নয়, তা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে। তাকে protect করা যায় যেমন করে তার ব্যবস্থা সরকারপক্ষ করছেন। Bamboo সম্বন্ধে তারা যা বলেছেন—ত্রিপুরার কৃষকেরা পূর্বেও তা করেছেন, এখনও করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন তারজন্য কোন বাধা-নিষেধ নেই। কারণ আমি জানি bamooর market ত্রিপুরাতে পূর্ব্বে যা ছিল তারচেয়ে এখন অনেক চড়া। যেখানে পূর্ব্বে ১০ টাকা ছিল এখন তা ১০০ টাকা হাজার। Market যথেষ্ট আছে। Market নেই একথা সত্যি নয়। আপনারা বুঝতে পারবেন না—কৃষকেরা বুঝেছেন—যে যে বাঁশ চাষ হত কৃষকেরা তাই করছে। যেখানে মুলি বাঁশের চাষ হত সেখানে তাই করা হচ্ছে, যেখানে বরাক বাঁশের চাষ হত সেখানে তাই করছে। জনসাধারণের যে চাহিদা সেই অনুযায়ী ত্রিপুরায় প্রচুর পরিমাণে বাঁশ পাওয়া যাচ্ছে না। অতএব সেইদিক দিয়ে বিচার করে কৃষকেরা যাতে বেশী বাঁশ ফলাতে পারে তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তাহলে আমরা কৃষকদিগকে শক্তিশালী করতে পারব।

মাননীয় সদস্যরা Development Ministerকে যে কটুক্তি করেছেন সেটা যে মঙ্গলজনক, তা আমি মনে করি না। এটা ওনারাও হয়ত হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন। অতএব তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গী সেটা যেন তারা বিচার বিবেচনা করেন—ইহাই আমি আশা করব।

তারপরে দাদন প্রথা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে উনারা বলেছেন যে, যারা দাদন প্রথা চালাচ্ছেন তাদেরকে D. I. Ruleএ ফেলা যায় কিনা ? আমি তার কোন অর্থই খুঁজে পেলাম না কিসের উপর ভিত্তি করে উনারা একথা বলছেন। উনাদের বক্তৃতার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে যে উনারাও দাদন প্রথা সমর্থন করেন—এমন কি তারা শতকরা ২৫ টাকা সুদে দাদন নিতে agree করেছেন। কাজেই কি করে যে তাদেরকে D. I. Ruleএ ফেলার কথা উনারা বলেছেন তা আমি বুঝতে পারছিনা। তারপর বলা হয়েছে যে কংগ্রেস সরকার এই শোষণ নীতির পক্ষপাতী। কিন্তু আমি বলব কংগ্রেস সরকার এই শোষণ বন্ধ করার জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা করছেন। এমন কি যারা জুমিয়া আছেন, তাদের উন্নতিকল্পে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেইজন্যই Tribal Advisory Committee গঠন করা হয়েছে। তার মাধ্যমে উপজাতীয়দের অভাব অভিযোগ ও অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিবেচনা করে তাদেরকে এক জায়গায় settled করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সবদিক দিয়ে যাতে তারা উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে তারজন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে কৃষকেরা যে ঋণ নেয়, তা শুধু ধানী জমি করার জন্য নয়, গরু কিনার জন্য নয়—তাদের আরো অনেকগুলো ব্যাপার আছে—যেমন আমোদ-আহ্লাদ আছে, বিবাহ উৎসব আছে, শ্রাদ্ধ শান্তি আছে ইত্যাদি। আবার কতকগুলো সামাজিক রীতিনীতি আছে সেইগুলোর ব্যয়নির্ব্বাহ করতেও তাদের ঋণ করতে হয়। এমনও দেখা যায় মামলা মকদ্দমা পরিচালনা করার জন্য তাদের ঋণ গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু tribal যারা আছেন তারা যাতে বিনা খরচায় মামলা মকদ্দমা পরিচালনা করতে পারে সরকার থেকে সে ব্যবস্থা করা হয়েছে। যারা অর্থনৈতিক অবস্থায় নীচের দিকে পড়ে আছে তাদেরকে বাঁচাবার জন্যেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমন কি তাদের যে income tax দিতে হত তার থেকে তাহাদিগকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। কাজেই এদিকে যে সকল ব্যবস্থা করা হয়েছে সেগুলি যদি ঠিক ঠিক ভাবে কার্য্যে পরিণত করা যায়, তবে আমার বিশ্বাস দরিদ্র উপজাতিয়রা বা জুমিয়ারা উন্নতি করতে পারবে এবং landless যে কৃষক আছেন তারা যাতে settled হতে পারে সেটাকেও আমরা সার্থক করে তোলতে পারব। আর সেজন্যই তাদের মধ্যে co-operative

করে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, agricultural loan দেওয়া হচ্ছে, সরকার থেকে দাদন প্রথার মাধ্যমে যে ব্যবস্থা আছে তাও তাহাদিগকে দেওয়া হচ্ছে। Co operativeএর মাধ্যমে ভাল বীজ ও সার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তারা যাতে ধান ও চাউলের উচিত মূল্য পেতে পারেন, সেজন্য আমরা চিন্তা করছি যে ধান চাউলের একটা নির্দ্ধারিত মূল্য ধরে দেওয়া যাইতে পারে। অতএব আমরা চুপ করে বসে নেই. আমরা কেবল শুনছি না— আমরা শুনছি, দেখছি এবং পুরাতন যে আইনগুলি ছিল যার দ্বারা কৃষকদের ক্ষতি হতে পারে, সেগুলি বাদ দিয়ে নূতন আইন করে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমরা চেষ্টা করে আসছি, যাতে আমরা কৃষককে শক্তিশালী করে ত্রিপুরাকে শক্তিশালী করতে পারি।

MR. SPEAKER :— I would now call on Sri Hlura Aung Mog to give reply in brief.

SHRI HLURA AUNG MOG :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যে প্রস্তাব এই হাউসে এনেছি তার বিরোধীতা করতে গিয়ে rulling partyর বহু সদস্য ও মন্ত্রীগণ অনেক কথা এখানে বলেছেন। আমি মনে করি, আমি যে প্রস্তাব এখানে এনেছি সেটা constructive হয়েছে এবং ত্রিপুরার উপজাতিদের শোষণ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্যই এই প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে। আমাদের মাননীয় সদস্য প্রফুল্ল দাস বলেছেন আইনে আছে যে সকল licence প্রাপ্ত মহাজন আছেন, তাদের দ্বারাই এই ঋণ দেওয়া হচ্ছে। তিনি এরকম একটা উক্তি করেছেন যে পাহাড়িয়া নাকি মহাজনদের গদীতে গিয়া তাদেরে উৎসাহ দেন। তাঁহার উক্তিতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে পাহাড়িয়া আজ মহাজনদের শোষণে সর্বদিকে রিক্তহস্ত হয়ে পড়েছে। তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে পাহাড়ীয়াদিগকে মহাজনদের গদীতে অহরহ দেখা যায়। আমি বলব সরকার হ'তে কোন প্রকার সাহায্য পাচ্ছে না বলেই তাহাদিগকে মহাজনদের কবলে পড়তে হচ্ছে. সেজন্যই তো তাদেরে মহাজনদের গদীতে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকদিন। তিনি যে মহাজনদের কাছে ভালবাসার আশা করেছিলেন, তা নয়। জীবনের তাগিদে, বাঁচার তাগিদে তারা ১২ দিনের জন্যে সেখানে যায়। তারা অভাবের তাড়নায় একথা বুঝেনা যে তারা মহাজনদের কবলে পড়ছে। তিনি বলেছেন যে লাইসেন্সের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই ত্রিপুরা রাজ্যে কতজনের লাইসেন্স আছে, আর লাইসেন্স ছাড়া কতজনের শাস্তি হয়েছে. এরূপ তথ্য তারা এখানে উপস্থিত করতে পারেন নাই এবং আইন অনুসারে কতটাকা দাদন তারা দিয়েছেন তাহাও

তাঁরাও এখানে উপস্থিত করতে পারেন নাই। তারপর মাননীয় সদস্য মুনসর আলী সাহেব বলেছেন যে দাদন প্রথা তোলে দিলে কৃষকরা মারা যাবে। কিন্তু আমার মতে তার একথার অর্থ হচ্ছে বর্ত্তমানে যে শোষণনীতি চলছে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে, কাজেই দাদন প্রথা তোলে দিলে সরকারের দ্বৈত ভূমিকা নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব একথা পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে যে আইনমাফিক নূতন আইন তৈয়ার করে যাতে শোষণনীতি বন্ধ করা যায় সেই মনোভাব সরকারপক্ষের নাই। তারপর Dy. Minister, Rajprasad Choudhuri এখানে বলেছেন যে আস্তে আস্তে ফল পাওয়া যাবে, আম গাছ লাগালে নাকি ১ বছরে ফল পাওয়া যায়। গো পালন করলে ১ বছরে তো ফল পাওয়া যায় না। ২ বছর লাগে। এরকম কয়েকটা উক্তি তিনি করেছেন।

MR. SPEAKER :— That point have been answered by the Hon'ble member.

SHRI HLURA AUNG MOG :— সে জন্যই আমি বলছি এই আইনটা আজ ২।১ বছরের নয়, গত ১১ বছর যাবত এই আইনটা চলে আসছে। তারপর আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আইন আমরা ঠিকভাবে রক্ষা করছি এবং সেই আইনটা ত্রিপুরার কৃষকদের বাঁচাবার জন্য, উপজাতি ও জুমিয়াদের বাঁচাবার জন্য ঠিক ঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু মহাজনদের যারা দাদন দিয়ে তাদের শোষণের যাঁতাকলে ফেলে যে সকল কৃষকদিগকে মারছে, তাদের কয়জনকে মন্ত্রী মহাশয়রা শাস্তি দিয়েছেন, তার ফলাফল বা চেহারাটা কি তাহাও আমরা দেখতে পাই না। তার ফলে সমস্ত অংশের মানুষ অভাব-অনটনে, হাহাকারে জর্জ্জরিত হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে তারও কয়েকটি ছবি আমি এখানে দিতে পারি। এমন ছবি দিতে পারি যাহা ১১ বছর পূর্ব্ব হতে আজ পর্য্যন্ত তাহা তারা বন্ধ করতে পারে নাই। যে Bombay Money Lending Act এখানে চালু করা হয়েছে সেটা এখানে ঠিক ঠিকভাবে পরিচালিত হয় নাই। যার জন্য আজ ত্রিপুরার কৃষকেরা, উপজাতীয় জুমিয়ারা শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে এবং হইতেছে। ... কলোনি এলাকার নরপতি রিয়াং কেছরায় অনাহারে মারা গেছে, গুণমনি রিয়াং কৈলাশহরে অনাহারে মারা গেছে।

MR. SPEAKER :— It is not the point.

Sri Hlura Aung Mog— 'yes' this is the point.

SHRI HLURA AUNG MOG :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়...

MR. SPEAKER :—

SHRI HLURA AUNG MOG :— বীরেন্দ্রনগরে একজন জুমিয়া মারা যায় অনাহারে তার নাম হল পুস্তপতি রিয়াং, আরও মারা গেছে গত বছর তার নাম হল পুষ্পলক্ষী ত্রিপুরা। এই দাদনের মূলে, এই যে শোষণের মূলে জুমিয়ারা আজ মৃত্যুমুখে তিলে তিলে পতিত হচ্ছে। কোথায় তাদের সেই প্রচেষ্টা যার দ্বারা তারা জুমিয়া উপজাতীয় কৃষকদের বাঁচাবে? আর একটা কথা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে জুমিয়াদের উনারা বাঁচাবেন। মুখ্যমন্ত্রী যখন এসব এলাকাতে রাজনীতি করতে যান, সেখানে রাজনৈতিকস্বার্থে টাকার লোভ দেখিয়ে জুমিয়াদের একত্রিত করেন সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক চাল। কাজেই দেখা যাচ্ছে সরকারি টাকা নিয়ে যে খেলা হচ্ছে সেটার মুখ্যমন্ত্রীর স্বীকৃতি কথা। সরকারী টাকা খরচ করে তারা এইভাবে জুমিয়াদিগকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছেন, সরকারী টাকা কিভাবে তারা রাজনীতি করতে গিয়ে অপচয় করছেন—

MR. SPEAKER :—He did not say this. He did not say that.

SHRI HLURA AUNG MOG :— হ্যাঁ, বলেছেন।

MR. SPEAKER :— No. I say, "He did not say this."

SHRI HLURA AUNG MOG :—এবং একথা বলেছেন যে জুমিয়াদের সম্মেলনে গেলে পরে কিছু টাকা দিতে হয় এবং আমরা গেলে সেই টাকা দেই।

(Interruption)

হ্যাঁ, হ্যা. বলেছেন। কিন্তু এই অর্থনৈতিক যে অভাব সেই খাঁতাকলে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত অবস্থায় যদি সরকারপক্ষ থেকে সেখানে যায়, তাহলে আমরা বলব যে এটা জুমিয়াদিগকে বাঁচানর জন্য নয়, তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য তাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাহলে আমি বলব এই যে আইন প্রণয়ন করেছেন সেখানে যথেষ্ট ফাক রয়ে গেছে। সেইজন্য আমি বলব, আমার যে সংশোধনী প্রস্তাব সেটা খুবই Constructive এবং আমার প্রস্তাবের পক্ষে বলিষ্ঠভাবে আমি আবার বলছি সরকারপক্ষ যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা যুক্তিযুক্ত নয়, আমার প্রস্তাবই ঠিক এবং সেই দাদন প্রথার শোষণ থেকে মানুষের মুক্তি পাওয়ার উপায় হিসাবে আমার এই প্রস্তাবই গৃহীত হবে।

—•—

MR. SPEAKER :— Now the discussion is over. I would now put the question to vote, The question before the House is that "As the present widely prevalent Dadan system of money lending is ruining the poorer sections in rural areas and the tribal people in pariiculer economically; this Assembly request the Government to adopt immediately such legal measure as to make dadan system of Money lending impermissible and punishable by law in Tripura.

As many as are of that opinion will please say "AYES"

(AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(NOES)

NOES have it NOES have it,

The House stands 'adjourned till to-morrow 11 A. M. on Friday the 18th December. 1964.

ANNEXURE 'A'

Paper laid on the table

STARRED QUESTION No. 277

Name of the Member :— Aghore Deb Barma.

QUESTION.	REPLY.
1, Whether the Government have recived any representation from the pubiic of Harijoy Chowdhury para, Sadar requesting for taken over the said school by the Government;	Yes.
2. Whether the matter has been examined by the Government; and	Yes.
3. If so, with what result ?	The management of Harijoy Chowdhurypara Primay School may be taken over by the Education Department from the next session i. e. January 1965 provided the Managing Committee of the School construct a building in the meantime as promised. The Inspector of Schools has already been Instructed to take up the matter accordingly with the Managing Committee of the School.

Starred Question No, 236 By Shri Hlura Aung Mog M. L. A.

QUESTION :	REPLY :
i) Whether any Evaluation unit has been formed for the Evaluation of work of the Community Development & Extension Services;	No.
ii) if so, the composition and personel of that unit;	Does not arise.
iii) Whether any report has been prepared by that unit;	Does not arise.
iv) if so, whether that report will be published ?	Does not arise.

Starred Question No. 180 by Shri Aghore Deb Barma M.L.A.

QUESTION	REPLIES
1. Whether the Government has constituted any village forest under Indian Forest Act.	No.
2. If not, whether the Govt. proposes to do so.	Yes.
3. If not, what are the reasons for not constituting such forest village ?	Does not arise.

UNSTAREED QUESTION No. 236 BY SHRI HLURA AUNG MOG;

Question.

1. The name of the Reserve Forest constituted during 1960-61, 1961-62 1962-63, 1963-64 and 1964-65

Reply.

1960—61 Nil

1961—62

i) Tekka Tulshi.
ii) Kulai Extension
iii) Central Catchment area,
iv) Atharamura Kalijhari
v) Ram Chandraghat
vi) Baramura Deotamura

1962—63
1963—64 } Nil

1964—65

i) Juri
ii) Chakmaghat
iii) Khowai Catchment

Question	Reply
2. The number of human habitation within each of these Reserved forest.	i) Tekka tulshi—939 approx (including the part of Betaga-Ludhua B. P) ii) Kulai extension—266 " iii) Central catchment— 700 " iv) Atharamura—Kalajhari— 933 " v) Ramchandraghat 8 " vi) Baramura—Dostamura 2640 " vii) Juri— 86 " viii) Chakmaghat— 213 " ix) Khowai catchment— 309 "
3. Whether any objection was put by the people inside the Reserve Forests against constitution of these Reserve Forests.	Yes
4. If so, steps taken in the matter ?	Some area from the Juri Reserve Forest was excluded from the Reserve Forest area at the time of constitution under section 20 of the Indian Forest Act, 1927 on recommendation by the Forest Settlement Officer, North.

UNSTARRED QUESTION No. 199 by—Shri Sunil Kumar Choudhury

Question	Answers
Will the Hon'ble Minister In-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—	

1 Total number of Dighis used by the Government during 1960-64 for pisciculture	16 (Sixteen)
2 Division-wise names of these Dighis,	A statement is attached
3 Total amount of money spent for each of these Dighis	
4 Total amount of fish produced during the period ?	Approximately 3,420 Mds

STATEMENT LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE IN REPLY
To Parts 2 and 3 of Unstarred Question No. 199

Name of Sub-division	Name of Dighi	Amount spent
1	2	3
Sadar	1. Bodhjung Dighi.	Rs. 6,031.90
	2 Bikramsagar Dighi	Rs. 10,122.60
	3 Banamalipur Dighi	Rs. 8,407.60
	4 Collectorate Dighi	Rs. 849.45
Khowai	5 Amlapara Dighi.	Rs. 1,132.60
Kamalpur	6 Dighi in fornt of S.D.O's Office.	Rs. 849.45
Kailashahar	7 Katal Dighi	Rs. 1,698.90
	8 Dighi in front of Town Club	Rs. 849.45
	9 Forest Dighi	Rs. 3,566.30
Dharmanagar	10 Fatikuli Dighi	Rs. 6,698.90
	11 Ranar Dighi.	Rs. 2,349.45
Udaipur	12 Jaganath Dighi	Rs. 11,326.00
	13 Mahadev Dighi	Rs. 10,759.70
	14 Amarsagar Dighi	Rs. 9,331.50
Amarpur Dighi	15 Amarsagar Dighi	Rs. 15,290.10
	16 Fatiksagar Dighi	Rs. 566.30
	TOTAL—	Rs. 89.830.20

UNSTARRED QUESTION No. 254 by
Shri Hlura Aung Mog.

Question.	Answers.
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agri. Deptt. be pleased to state,	
1. Total area of crop affected division-wise by invasion of pests during 1962-63, 63-64 (upto October, 64)	As division-wise statistics are not maintained, Zone wise figures of estimated area of crop affected by invasion of pests during the period are shown below :—

Name of Zone.	1962-63	1963-64	1964s65 (upto Oct. 1964)
Northern Zone.	2,535 acres	5,568 acres	1, 471 acres
Southern Zone	5,703 acres	2,296 acres	2,457 "
Central Zone.	5,907 acres	6,396 acres	3,415 " acres

Question.	Answers.
2. The approximate loss suffered during each year;	The approximate loss suffered in the production of foodgrains each year is as follows :— 1962-63...... 456.1 tons 1963-64...... 403.1 ,, 1964-65 (upto October, 1964)... 214.4 tons.
3. Steps taken to protect crops from such invasion of pests.	The following steps have been taken to protect crops from invasion of pest in Tripura :— i) Providing adequate quantities of various pesticides for distribution to the cultivator at 75% subsidised, rate through the Departmental agencies ii) Providing sufficient numbers of spraying and dusting equipments for use by the cultivators on loan free of charges. iii) Providing arrangement for technical guidance to the cultivators in Plant Protection measures. iv) Selling Plant Protection equipments to the cultivators at 75% subsidised rate.

Question	Answers
	v) Providing arrangement for free distribution of pesticides during epidemic out-break of pests/diseases on paddy, jute and potato crops. vi) Issuing monthly forecast on possible outbreak of pests/diseases on major agricultural crops for guidance of both field staff and cultivators. vii) Publicity through newspaper and radio in case of apprehended large-scale pest attack.
4. Whether the price of insecticides is too high.	NO.
5. If so, whether Govt. has any proposal to give it in loan basis to the poorer section of the Agriculturists ?	Does not arise.

UNSTARRED QUESTION NO. 252 by HLURA AUNG MOG.

QUESTION	REPLY
1. The name of the construction works done by the Department of Education departmentally during 1957-58, 58-59, 59-60 and 60-61.	Details furnished in the Annexture 'A'
2. Whether the accounts of these works had been audited;	Yes,
3. If so, if any irregularities were detected by the Audit Department	Yes, in respect of works shown against 1 to 9 of the annexture 'A'
4. If so, the nature of those irregularities ?	a) Non observance of full codal formalities as required strictly under audit rules. b) Lack of technical supervision for want of technical staff under the Education Department. c) Drawal of money to utilize Budget allotment and its expenditure after the expiry of financial year.

CONSTRUCTIONAL WORKS TAREN UP DEPARTMENTALLY DURING 1957--58

Sl. No.	Name of works	Estimated cost	Name of drawing officer
1	2	3	4
1.	Construction of Boarding house at Bordwali High School, Agartala	Rs. 10;000/- at 5,000/ each	Inspector of School. Tripura.
2.	Construction of Boarding house at Pragati Vidya Bhavan; Agartala	5,000/-	do
3.	Construction of Boarding house at Netaji Subhas Vidyaniketan.	5,000/-	do
4.	Construction of Boarding house at Karaimura High School.	5,000/-	do
5.	Construction of Boarding house at Bisramganj Jr. Basic School at (2 Units)	10,000/- 5 000/-each	do do
6.	Construction of boarding house at Bagafa Sr. Basic School.	5,000/-	do

CONSTRUCTIONAL WORKS TAKEN UP DEPERTMENTALLY DURING 1958—59

1	2	3	4
7.	Construction of boarding house at Kamalghat Jr. High School (2 units)	Rs. 10,000/- at 5,000/-each	Inspector of Schools, Tripura.
8.	Construction of Library building at Sonamura.	10,000/-	Director of Education. Tripura.
9.	Construction for drinking water arrangement and for irrigation of School Agricultural plots of Bagafa and Bisiamganj Sr. Basic School.	37,038/-	do

CONSTRUCTIONAL WORKS TAKEN UP DEPARTMENTALLY, DURING 1954—58

10.	Construction of teacher's quarters at Pallimanagal Sr. Basic School.	Rs. 5,000/-	Director of Education, Tripura.

CONSTRUCTIONAL WORKS TAKEN UP DEPARTMENTALLY DURING 1957--58

Sl. No.	Name of works	Estimated cost	Name of drawing officer
1	2	3	4
11.	Construction teachers' quarter at Bisramganj Sr. Basic School.	5,000/-	do
12.	Construction of teacher's quarter at Sonamura Jr. Basic School.	5,000/-	do
13.	Construction of teacher's quarter at Udaipur School.	5,000/-	do
14.	Construction of 3 Craft Shed at Basic Training College, Agartala.	Rs; 7,500/-	Principal, Basic Training College, Agartala.
15	Construction of Boarding house at Belonia Girls' High School (2 units).	Rs. 10,000 00	Block Development Officer, Belonia
16	Construction of Boarding house at Fatikroy High School, (2 units)	Rs. 10,000.00 at Rs. 5,000.00 each,	Block Development Officer, Kumarghat, Kailashahar.
17	Construction of Boarding house at Ramesh High School, Udaipur (2 units).	Rs. 10,000.00 at Rs. 5,000.00 each	S. D. O Udaipur
18	Construction of Library Building at Kamalpur.	Rs 10,000.00	B. D. O. Kamalpur
19	Construction of library building at Belonia.	Rs. 10,000,00	B. D. O. Belonia
	DURING 1959—60		
20	Construction of boarding house at Ramesh High School, Udaipur (two units)	Rs. 10,000.00 at Rs. 5,000.00 each.	S.D.O. Udaipur
21	Construction of Boarding house at Udairpur Sr. Basic School (two units)	Rs. 10,000.00 at Rs. 5,000.00 each	do
22	Construction of library building at Amarpur.	Rs. 10,000.00	Project Executive Officer, Amarpur
23	Construction of library building at Sabroom.	Rs. 10,000.00	B. D. O. Sabroom

Sl. No.	Name of works	Estimated cost	Name of drawing officer
1	2	3	4
	DURING 1960—61		
24.	Construction of Boarding house at Tripureswari Sr. Basic School; Khowai.	Rs. 5,000/-	B. D. O. Khowai
25.	Construction of boarding house at Bishalgarh High School.	Rs. 5,000/-	S. D. O. Sadar.
26.	Construction of boarding house at Pabiachera Sr. Basic School.	Rs. 5.000/-	B. D. O. Kumarghat
27.	Construction of boarding house at Salema Sr. Basic School.	Rs. 5,000/-	B. D. O. Kamalpur
28.	Construction of boarding house at Natunbazar Jr. Basic School.	Rs. 5,000/-	P. E, O. Amarpur
29.	Construction of boarding house at Ledray Dewan Jr. High School	Rs. 5,000/-	B. D. O. Panisagar, Dharmanagar.
30.	Construction of boarding house at Jampai Jr. High School,	Rs. 5,000/-	do
31.	Construction of boarding house at Ramthakur Pathsala.	Rs. 5 000/-	S, D. O. Sadar
32.	Construction of Boarding house at Hadra Primary School.	Rs. 5.000/-	S. D. O. Udaipur
33.	Construction of boarding house at Katlamara M. E. School.	Rs. 5,000/-	S, D. O. Sadar.
34.	Construction of Boarding house at Sabroom High School.	Rs. 5,000/-	S. D. O. Sabroom

Question No. 228 by Shri Hlura Aung Mog M.L.A.

	Questions	Reply
1	The total number of tribal Zumia and tribal landless people to be rehabilitated in 1964-65;	1000 Jhumia families and 200 landless tribal families (approximately) so far collected
2	division-wise break-up of that number in each case;	A statement (I) is laid on the Table of the House

Question	Reply
Whether there is any Zumia who has been paid his rehabilitation assistance only partly;	Yes
If so, a division-wise bieak-up of such zumias;	A statement (II) is laid on the Table of the House
When the remaining assistance is to be paid to those zumias ?	As soon as the requisite conditions such as reclamation of allotted land, purchase of agricultural implements, etc are fulfilled by the beneficiaries

UNSTARRED QUESTION NO. 272 by SHRI ATIQUL ISLAM

	Questions	Replies
1	Whether it is a fact that Tripura Govt. is proeposing to open a Zoo at Agartala	This is under consideration
2	If so, when, and	When the proposal is finalised and Govt. of India's sanction is obtained.
	How much money has been allotted for the purpose	Estimate is under proparation

UNSTARRED QUESTION NO. 271

	Question	Reply
1	Whether there is any sports Act in Tripura,	No,
2	If not, whether Govt. consider the necessity of enacting such a law ?	No necessity for such a law is felt for the present.

UNSTARRED QUESTION No--190

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state

What is the total production of (i) Rice, (ii) Sugarcane, (iii) Cotton (iv) Jute; (v) Oil Seeds (Mustard Till), (vi) Mesta in the year of 1962, 1963 and 1964 ?

ANSWER

The total production of the commodities in Tripura during the years 1961-62; 1962-63 and 1963-64 is shown below in year-wise :—

Commodity	1961—62	1962—63	1963—64
i) Rice (in thousand M, Tons)	169.67	173.48	173.94
ii) Sugarcane (") (Gur)	8.33	9.02	9.62
iii) Oil Seeds (")			
(a) Mustard—	1.46	1.58	1.66
(b) Sesamum—	1.63	1.30	1.41
iv) Cotton (in thousand Bales) (Ginned)	6.89	7.56	6,29
v) Jute (")	105.00	90.00	81.12
vi) Mesta (")	100.00	85.00	74.25

UNSTARRED QUESTION NO. 237 by Shri Hlura Aung Mog

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state,

1 Total amount of money advanced as agricultural loan to the agriculturists in Tripura during 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 and 1964-65 (upto October' 64)

ANSWERS

The total amount of agricultural loan advanced directly by the Government to the agriculturists in Tripura during these years is as following :—

1960-61	Rs, 1,46,975,00
1961-62	Rs, 1,96,56,500
1962-63	Rs, 1,16,650,00
1963 64	Rs. 2,20,965.00
1964-65 (upto October '64)	Rs, 1,29,800,00
Total—	Rs, 8,10,955.00

Question	Answers
2 A division-wise break up of that amount ;	A statemenet is attached (Annexure 'A')
3 Total agricultural loan advanced through Cooperative Societies;	The following amounts of Agricultural Loan (Crop Loan) were advanced by the Tripura State Co-operative Bank Ltd, to the agriculturists through the Co-operative Societies during these years. 1960-61 Rs. 15,09,922.00 1961-62 Rs. 9,81,777 00 1962-63 Rs. 4,39.994.00 1963-64 Rs, 3,56,530.00 1964-65 Rs. 93,533.00 (upto October '64) Total— Rs. 33,81,756.00
4. The name of these Co-operatives and the amount received by them during the period	A statement is attached (Annexure 'B')

Annexure—'A'

STATEMENT LAID ON THE TABLE OF HOUSE IN REPLY TO PART (2) OF THE UNSTARRED QUESTION No. 237

Divisional-wise break up of the amount of agricultural loan advanced to the agriculturists during 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 and 1964-65 (upto October, 1964), yearwise.

Name of Sub-division	Amount of agricultural loan advanced during				
	1960-61	1961 62	1962-63	1963-64	1964-65 (Up to October, 1964)
1	2	3	4	5	6
1 Sadar	Rs. 20,250·00	Rs 45,950.00	Rs. 10,050 00	Rs. 22,150.00	Rs. 15,000.00
2 Udaipur	Rs, 5,000.00	Rs. 50 000.00	Rs, 16,450 00	Rs, 27,950,00	Rs, 20,000.00
3 Kamalpur	Rs. 850.00	Rs. Nil	Rs. 9,950.00	Rs, 8,000.00	Rs. 10,000 00
4 Khowai	Rs. 10,000.00	Rs. 8,750.00	Rs, 19,500.00	Rs. 30,000.00	Rs. 10.000.00
5 Sabroom	Rs. 5;000.00	Rs. 5,000.00	Rs, 7,000.00	Rs. 29,650,00	" 2,000.00
6 Sonamura	Rs 8,025 00	Rs. 41,865.00	Rs. 2,550.00	Rs. 10.000 00	" 10,000.00
7 Amarpur	Rs. 5,000.00	Rs. Nil	Rs. Nil	Rs. 8,415.00	" 5,000.00
8 Belonia	Rs. 20 000,00	Rs. 25,000 00	Rs. 20,000.00	" 50,550.00	" 23,000.00
9 Dharmanagar	Rs. 10.000,00	Rs. 20,000.00	" 9,900.00	" 17,000.00	" 11,800.00
10 Kailashahar	Rs. 62,850.00	Rs. Nil	" 21,250 00	" 17,250.00	" 23,000.00
	Rs, 1,46,975.00	Rs, 1,96,565.00	Rs. 1,16,650.00	Rs. 2,20,965.00	Rs, 1,29,800 00

ANNEXTURE—'B'

STATEMENT LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE IN REPLY TO PART (4) OF THE UNSTARRED QUESTION NO. 237

	Name of Sub-Division Co-operative Societies	Amount of loan issued, year-wise (In rupees) 1960-61 Short Term	1960-61 Medium Term	1961-62 Short Term	1961-62 Medium Term	1962-63 Short Term	1962-63 Medium Term	1963 64 Short Term	1963 64 Medium Term	1964-65 (upto Oct. 64) Short Term	1964-65 (upto Oct. 64) Medium Term
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sadar (East)										
1.	Janmajoynagar S. S. S. S. Ltd.	...	...	12,680	...	...	...	...	...	...	...
2.	Uttar Anandanagar S. S. S. S. Ltd.	24,240	1,850	4,020	...	...	...	...	...	...	...
3.	Shyamaprasad S. S. S. S Ltd.	8,680	1,150	7,830	...	...	...	...	...	...	...
4.	Ranir Bazar S. S. S. S. Ltd	12,240	...	12,705	...	...	...	...	...	...	...
5.	Dudracherra S. S. S. S. Ltd.	...	...	29,000	...	...	...	...	...	...	...
6.	Noabadi S S. S. S Ltd.	43,325	...	5850	...	...	...	...	...	...	...
7.	Champaknagar Co-op. Credit Society Ltd.	24,960	7,240	...	...	...	...	...	...	...	...
8.	Kashipur Co-op. Credit Society Ltd.	...	...	...	...	5,000	...	18,420	...	400	...
9.	Krishnanagar S. S. S. S. Ltd.	6,250	1,400	8,805	...	...	...	...	...	...	...
10.	Harijoy Choudhurypara S. S. S. S. Ltd.	11,775	2,400	...	...	...	...	...	...	...	...
11.	Ranigon Mohanpur S. C. S. Ltd.	7 750	400	6,125	...	...	...	...	...	...	—
12.	Joykrishna Kobra Khamar S. S. S. S. Ltd.	...	...	4,190	...	...	...	...	...	...	...
13.	Barjala Janata S. C. S. Ltd.	6,584	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14.	Rabindranagar Bastutyagi S. S S. S. Ltd.	2,598	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15.	Durga Choudhurypara S. S. S S. Ltd.	6,555	2,375	7,045	...	...	...	...	...	...	...
16	Mandhainagar S. S. S. S Ltd.	15,510	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17.	Jarul Bachai Shifting Cultivators' Service Co-op Society Ltd.	...	...	3,690	...	—	...	...	...	...	...
18.	Joy Hind S S. S. S. Ltd.	6,560	...	9,465	...	...	...	...	...	...	...
19.	Chandrapur S S. S. S. Ltd.	7,320	...	5,555	...	...	...	...	...	...	...
20.	Ranirbazar Co-op. Credit Society Ltd.	43,275	...	...	...	5,470	...	...	...	...	...
21.	Dinabandhunagar Co-op. P. & S S. Ltd.	1,130	...	...	...	1,240	...	1,805	...	...	...
22.	Purba Noagon F/M. M. P. Co-op. S. Ltd.	14,310	1,500	20,100	1,700	10,515	600	12,285	1,250	...	...
23.	Hitakari S. S. S S Ltd.	...	1,150	...	...	...	...	1,605	920	...	...
24.	Purba Noabadi S. C. S. Ltd.	...	...	...	...	...	...	2,230	...	3,190	...
25.	Kobra Khamar S. S. S. S. Ltd.	5,900	...	—	...	...	...	...	...	1,900	...
26.	Noagon Krishnanagar S. S. S S. Ltd.	7,345	...	5,030	—	—	...	...	...	...	...
27.	Ratannagar S. C. S. Ltd.	4,240	...	4,040	—	...	...	...	...	...	...
		2,60,550	19,475	1,46,130	1,700	22,255	600	36,345	2,170	5,490	...

ANNEXTURE—'B'

STATEMENT LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE IN REPLY TO PART (4) OF THE UNSTARRED QUESTION NO. 237

Name of Sub-Division Co-operative Societies	Amount of loan issued, year-wise (In rupees)									
	1960-61		1961-62		1962-63		1963 64		1964-65(upto Oct.64	
	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sadar (North)										
1. Tarapur S. S. S. S. Ltd.	3,315	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. Chandrapur S. C. S. Ltd.	20.995	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. Tripura State Co-op. Union Ltd.	4,000	...	6.000	...	...	...	5,000	...	...	...
4. Bishalghar Manipuri M. P. C. S. Ltd.	10,163	...	4.605	...	...	...	5,180	...	...	...
5. Kash Nandanpur C.S. Ltd.	...	...	...	...	...	...	3,070	...	...	...
6. Kamarhati S. C. S. Ltd.	...	...	...	...	...	...	...	...	1,460	. .
7. Dhanchari S. C. S. Ltd.	3,520	...	4,480	...	...	...	5,140	...	...	...
8. Kamalghat L/S Co op. Cr. Society Ltd.	38,388	...	...	...	6,000	...	...	...	...	...
9. Kalkalia L/S Co-op. Cr. Society Ltd.	...	...	20,430	2,600	...	...	...	...	...	...
10. Bamutia M/P. Co-op. Society Ltd.	9,855	...	...	...	9,740	...	...	...	...	...
11. Bijoynagar S. S. S. Ltd.	12 740	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12. Dainmara S. S. S. S. Ltd.	...	...	13,940	3,400	...	...	10,120	...	...	—
13. Chakmapara S. S. S. S. Ltd.	12,920	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14. Deb Roypara S. S. S. S. Ltd.	15,695	3,350	...	...	...	...	...	...	...	...
15. Kalagachia S. S. S S. Ltd.	17,082	...	17,390	1,500	...	...	...	...	...	...
16 Daldelia S. S. S. S. Ltd.	6,451	...	9,025	...	8,230	...	...	...	...	...
17. Janakalyan S S. S. S. Ltd.	11,020	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18. Purba Barjala S. S S. S. Ltd.	2,154	...	3,445	...	—	...	...	...	...	...
19. Sankar Senapatipara S. S. S. S. Ltd.	2,998	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20. Hezamara S. S. S. S. Ltd.	24,213	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21. Paschim Tomakari S. S. S. S. Ltd.	23,810	...	18,295	...	...	...	...	...	...	...
22. Barkathal S. S. S. S. Ltd.	10,844	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23. Radhanagar S. S. S. S. Ltd.	15,530	1,255	...	...	...	...	...	...	...	...
24. Chandrapur S. S. S. S Ltd.	7,320	...	5,555	...	...	...	...	...	...	...
25. Krisak S. S. S. S. Ltd.	3,890	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26. Hatipara Agri. S. C. S. Ltd.	...	—	2,880	...	—	...	...	...	...	...
27. Thekkarbapanagar S. S. S. S. Ltd.	5,360	—	...	...	—	...	...	...	...	...
28. Braja Binodinipur S. C. S. Ltd.	...	...	3,760	...	...	...	...	...	...	...
29. Narsinghar Janaklyan S. S. S. S. Ltd.	5,480	...	...	—	2,570	...	...	...	...	...
30. Vivekananda S. S. S. Ltd.	...	9.300	...	...	...	...	...	...	—	...
31. Banshibari S. C. S. Ltd.	6,485	...	3.750	...	...	...	—	—	...	...
32. Bind Krishak S. C. S.	...	...	...	...	1,420	...	1,840	...	...	...
	2,74,1[illegible]	13,905	1,14,055	7,500	27,960	—	30,350	...	1,460	...

ANNEXURE—'B'

STATEMENT LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE IN REPLY TO PART (4) OF THE UNSTARRED QUESTION NO. 237

Name of Sub-Division Co-operative Societies	Amount of loan issued, year-wise (In rupees)									
	1960-61		1961-62		1962-63		1963-64		1964-65(upto Oct 64	
	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sadar (South)										
1. Kanchanmala S C. S. Ltd.	1,960	...	3,840	...	5,985	...	...	...	...	...
2. Madhupur S. S. S. S. Ltd.	11,840	...	7,660	...	...	...	3,000	...	4,360	...
3. Sonkengrebari S. S. S. Ltd.	...	...	9,900	2,500	...	...	...	...	...	...
4. Lalsinghmura S. S. S. S. Ltd.	10,675	...	8,200	...	9,020	...	...	...	...	...
5. Karaimura K R. S. S. Ltd.	8,305	...	6,435	...	...	...	...	...	...	...
6. Bisramganj Adibashi S. S. S. S. Ltd.	5,980	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. Chandrangar S. C. S. Ltd.	16,790	900	...	...	...	...	...	...	...	...
8. Charipara S. S. S. S. Ltd.	1,350	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. Charilam F/L Co-op. Society Ltd.	4,000	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10. Gabardi S.C.S. Ltd,	4,750	...	...	...	3,000	...	...	...	...	...
11. Sutarmura S,C.S. Ltd.	1,960	...	...	...	3,280	...	...	...	...	...
12. Teberia S. C. S. Ltd.	5,800	...	6,770	...	...	...	...	...	...	...
13. Kanania S. C. S. Ltd.	...	...	8,500	...	...	...	...	...	...	...
14. Type Scheme S. S. S. S. Ltd.	...	...	3,410	...	...	...	...	...	...	...
15. Charilam S. K. B. S. Ltd.	...	...	5,660	...	...	...	...	...	...	...
16 Ramcherra S. C. S Ltd.	...	...	3,330	...	...	...	...	...	...	...
17. Ram Krishnanagar B. T. S, S, Ltd.	1,500	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18. Dighalia S. C. S. Ltd.	...	...	4,000	...	3,480	...	2,960	...	...	...
	74,910	900	67,505	2,500	24,765		5,961	...	4,360 ...	...

ANNEXURE—'B'

STATEMENT LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE IN REPLY TO PART (4) OF THE UNSTARRED QUESTION NO. 237

Name of Sub-Division Co-operative Societies	Amount of loan issued, year-wise (In rupees)									
	1960-61		1961-62		1962-63		1963 64		1964-65(upto Oct.64	
	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KHOWAI										
1. Bagabil S. C. S. Ltd.	4,000	...	...	...	...	...	...	...	3,390	...
2. Kamalnagar L. L. S. C, S. Ltd.	—	...	—	...	2,500	...	...	...	...	...
3. Paschim Bachaibari S. C. S. Ltd.	—	...	—	...	...	...	1,720	...	...	...
4. Laxmi Narayan S. C. S. Ltd.	...	...	...	...	...	...	3,100	...	...	...
5. Durganagar S. S. S. S. Ltd.	4,430	300	...	...	...	...	...	...	...	...
6. Battali S. S. S. S. Ltd.	6,134	...	—	...	...	...	...	...	...	...
7. Ashrambari Co-op Cr. Society Ltd.	6,600	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8. Ratanpur S. S. S. S. Ltd.	9,290	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9, Lathabari S. K. B S. Ltd.	3,220	—	4,600	—	—	...	...	...	...	...
10, Uttar Singhicherra S C, S. Ltd.	4,000	...	5,400	...	2,200	...	...	...	...	...
11, Paharmura S, C. S. Ltd.	7,000	...	8,455	980	...	...	...	...	...	...
12, Janamangal S. C. S. Ltd.	...	...	12,185	1,620	...	...	...	...	...	...
13. Samatal Padmabil S. C. S. Ltd,	...	...	4,820	...	5,365	450	—	...	500	...
14, Purba Sonatala S, C, S. Ltd.	...	...	—	...	2,900	...	3,840	...	...	...
15. Purba Chebri S. C. S. Ltd.	...	—	...	...	...	...	1,600	...	...	...
16 Purbanchal S. C. S. Ltd.	5,960	—	7,950	...	8,780	250	9,900	...	...	...
	50,534	300	43,410	2,600	21,765	700	20,160	...	8,940	...
Khowai (Teliamura)										
1. Debthung S. C. S. Ltd.	—	...	...	...	...	...	5,240	...	...	...
2. Chakmaghat S. S. S. S. Ltd.	...	...	18,660	...	...	...	...	...	...	...
3. Ghilatali S, S. S. S. Ltd.	...	...	17,060	...	...	...	...	...	...	...
4. Sarbong Gangrai S. S. S. S. Ltd.	16,100	...	—	...	7,560	...	...	...	...	...
5. Hadrai Janakalyan S S. S. S. Ltd.	4,248	...	5,000	...	...	...	...	...	...	...
6. Gayaprasadpur Co-op.Cr. S. Ltd.	17,930	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	38,278		40,720	.	7,560	...	5,240	...	...	...

ANNEXURE—'B'

STATEMENT LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE IN REPLY TO PART (4) OF THE UNSTARRED QUESTION NO. 237

Name of Sub-Division / Co-operative Societies	Amount of loan issued, year-wise (In rupees)									
	1960-61		1961-62		1962-63		1963 64		1964-65(upto Oct.64	
	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SONAMURA										
1. Taibandal S. C. S. Ltd.	2.710		...	...	3,125	...	...	...	...	...
2. Mohanbhog S. C. S. Ltd.	...	...	...	...	5,040	...	...	...	...	...
3. Naba Jagaran S C, S. Ltd.	....	...	...	...	...	...	...	...	4,240	...
4. Boxnabar S.C.S. Ltd,	...	...	...	...	—	...	...	...	7,060	...
5. Santi Service Co-op Society Ltd.	...	...	3,970	...	...	...	...	...	...	—
6. Akhanda S, S. S. S. Ltd.	1,000	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. Sarbhabharatio S. C. S. Ltd.	3,905	...	7,440	900	...	...	...	...	...	...
8. Khedabari S. C. S Ltd.	2,220	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. Gramin S C. S. Ltd.	2.860	...	4,445	...	4,200	...	...	...	...	...
10 Jagaran S. C. S. Ltd.	4,000	...	8,840	...	—	...	...	...	...	...
11. Tripureswari S,C.S, Ltd.	...	...	2,230	...	...	...	...	...	...	...
12. Kulubari S. C. S. Ltd.	...	...	3,515	...	4,700	...	...	...	...	...
13. Rabindranagar Coloney S. S. S. S. Ltd.	...	...	2,550	...	...	...	...	...	...	...
14. Nalchar S. C, S. Ltd.	...	...	...	...	...	...	...	...	7,140	...
15 Himmatpur S. C. S. Ltd.	13.985	...	...	...	3,095	...	3,915	...	5,088	...
16. Milan S C. S Ltd.	...	...	2.780	...	3,995	...	...	...	...	...
17. Pragati S. C. S. Ltd.	...	...	...	...	...	...	...	...	3,730	...
18 Maheshpur S. C. S. Ltd.	...	...	...	...	...	...	...	...	5.060	...
	30,680	...	35,770	900	24,155	...	3,915	...	32,318	...

ANNEXURE—'B'

STATEMENT LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE IN REPLY TO PART (4) OF THE UNSTARRED QUESTION NO. 237

Name of Sub-Division Co-operative Societies	Amount of loan issued, year-wise (In rupees)									
	1960-61		1961-62		1962-63		1963-64		1964-65(upto Oct.64	
	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UDAIPUR										
1. Tainani S. C. S. Ltd.	10.150		...	...	...	...	...	...	...	...
2. Pitra S. C. S. Ltd.	3,088	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. Murapara S. C. S. Ltd.	4,310	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. Hirapur L/S. Coop. Cr. Society Ltd.	32,540	...	27,720	...	—	...	...	...	...	...
5. Ranirkilla S. C. S. Ltd.	...	...	2,750	...	3,550	...	...	...	3,890	...
6. Garji Bazar S. C S. Ltd.	...	...	8,710	...	...	...	...	...	...	...
7. Sanban S. C. S. Ltd.	2,650	...	3,210	...	...	...	1,500	...	...	...
8. Gangacherra S. C. S Ltd.	4,600	...	4,675	...	...	...	...	...	...	...
9. Sonamura S C. S Ltd.	5,180	600	5.280	2.300	—	...	...	...	...	...
10 Luanga S. C. S Ltd.	...	...	2,870	...	3,800	...	...	...	...	...
11. Fulkumari S,S.S,S. Ltd.	14,790	...	18,600	...	...	...	...	...	...	...
12. Dakshim Hiracherra S. C. S. Ltd.	...	...	3,485	...	5,015	...	...	...	...	...
13. Radhakishorepur S. C. S Ltd.	7 790	...	...	...	5,933	...	...	...	...	...
14. Ishan Chandranagar S. C. S. Ltd.	...	...	..	...	5,595	...	...	...	...	...
15 Uttar Brajendranagar S C S. Ltd.	9,830	...	7,315	...	7,055	...	...	...	8,770	...
16. Upendranagar S. C. S. Ltd.	...	...	...	...	...	...	...	...	3,280	...
17. Hadrai S. C. S. Ltd.	...	—	...	...	...	...	...	...	2,660	...
18. Shilghati S C. S. Ltd.	...	...	—	2,200	...	...	2,650	...	...	...
19. Khilpara K. S S Ltd.	15,470	4,820	2,480	...	...	...	...	...	...	...
	1,10,398	5,420	87,095	4,500	30,950	...	4.150	...	18,550	...

ANNEXURE—'B'

STATEMENT LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE IN REPLY TO PART (4) OF THE UNSTARRED QUESTION NO. 237

Name of Sub-Division Co-operative Societies	Amount of loan issued, year-wise (In rupees)									
	1960-61		1961-62		1962-63		1963 64		1964-65(upto Oct.64	
	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AMARPUR										
1. Tirthamukh Coop. P, & S S. Ltd.	60	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. Hungkong Coop. P & S. S. Ltd.	12,005	...	22,400	...	...	...	...	...	...	...
3. Taido Coop. P & S. S. Ltd.	7.740	...	4,100	...	11,760	...	...	...	...	...
4. Lowgong Coop. & S. S, Ltd.	7,800	...	7,500	...	8,280	...	...	...	...	...
5. Malbasha S. C. S. Ltd.	...	...	...	...	...	...	...	...	1,460	—
6. Adarsha S. S, S. S. Ltd.	18,390	3,500	...	...	...	...	...	...	...	...
7. Nagrai Goop. P & S, Society Ltd.	...	...	4,950	...	...	...	...	...	...	...
8. Sarbong Coop. P & S. Society Ltd,	...	...	11,900	...	...	...	...	...	...	...
9. Chellagong Coop. P & S. Society Ltd,	...	...	14,080	...	—	...	...	...	...	...
10. Sarma Coop. P & S, Society Ltd.	24,630	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11. Ampinagar Coop. P & S, Society Ltd.	7,730	...	7,400	...	...	...	...	...	...	...
	81,775	3,600	72.330	...	20,040	...	...	...	1,460	...

ANNEXURE—'B'

STATEMENT LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE IN REPLY TO PART (4) OF THE UNSTARRED QUESTION NO. 237

Name of Sub-Division Co-operative Societies	Amount of loan issued, year-wise (In rupees) 1960-61 Short Term	1960-61 Medium Term	1961-62 Short Term	1961-62 Medium Term	1962-63 Short Term	1962-63 Medium Term	1963 64 Short Term	1963 64 Medium Term	1964-65 (upto Oct.64) Short Term	1964-65 (upto Oct.64) Medium Term
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BELONIA										
1 Muhuripur F/L. Co-op S. Ltd.	2,500	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2 IshanChandranagar S C. S. Ltd.	5,590	.	...	...	...	...	...	...	...	...
3 Kathaliacherra Co-op P & S. S. Ltd.	12,950	1,700	5,000	...	...	...	...	...	...	...
4 Manu Bazar S C. S Ltd.	8,910	1,440	...	...	...	...	...	...	...	...
5 Puran Rajbari MP. C. S Ltd.	3,340	3,600	3,330	...	...	...	...	...	—	--
6 Julaibari S. S, S. S. Ltd.	22,280	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7 Birchandranagar Co-op P & S S Ltd.	8,910	1,870	...	...	...	...	...	...	...	...
8 West Radhakishoreganj S C S Ltd.	...	...	...	...	3,420	...	7,500	500	...	..
9 Deshbandhu S C S Ltd.	4,705	...	7,310	200	---	...	7,600	...	...	...
10 Murapara S C S Ltd	4,310	..	533	...	...	...	...	...	. .	..
11 Kalabaria S C S Ltd.	11,230	1,800	14,620	925	...	...	9,930	...	...	
12 Rishyamukh S C S Ltd.	9,000	...	15,484	...	...	...	13,550	...	.	...
13 Matai S C S Ltd	..	..	7,880	...	...	...	9,100	...	...	...
14 Betaga Co-op P & S S Ltd.	18,240	...	21,830	...	...	...	20,750	...	...	...
15 Sonaichari S C S Ltd.	...	---	7,345	...	8,170	..	..	. .	...	...
16 Sa' tubazar S S S S Ltd.	9,760	1,600	...	...	6,280	...	...	...	...	...
17 Ashramtilla S C S Ltd	5,880	2,250	...	...	...	...	...	...	...	...
18 Upendranagar S C S Ltd.	...	..	--	...	2,150	...	...	...	...	...
19 Bilghati S C S Ltd		...	...	...	1,780	...	...	---	...	...
20 Kalacherra S S S S Ltd.	...	. .	...	...	3,980	...	...	...	...	
21 Bagma S. C. S Ltd.	...	...	...	...	1,720	....	...	...	..	...
22 Kanchannagar S C S. Ltd.	5,880	1,580	..	...	18,160	...	...	...	...	...
23 Laxmicherra S C. S Ltd.	7,670	2,650	...	.	6,600	...	...	...	...	...
24 Kalshi Co-op P & Society Ltd.	..	...	---	.	...	...	2,220	...	...	...
25 Muhuripur L/S Co-op. Cr. Society	25,910	6,100	...	.	...	...	27,330	...	...	...
26 Purba Pillak S C. S. Ltd.	...	...	...	...		...	2,000	.	...	...
	1,66,155	24,590	83,232	1,225	52,250	...	1,00,030	500	...	...

ANNEXURE—'B'

STATEMENT LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE IN REPLY TO PART (4) OF THE UNSTARRED QUESTION NO. 237

Name of Sub-Division Co-operative Societies	Amount of loan issued, year-wise (In rupees)									
	1960-61		1961-62		1962-63		1963 64		1964-65(upto Oct.64	
	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KAMALPUR										
1 Kachucherra S. C. S. Ltd	...	...	...	...	...	...	1,470	...	...	...
2 Tuirameherra S. C. S Ltd,	3,240	...	3,270	...	3,210	...	4,145	...	...	...
3 Kamalpur Coop. Cr. S. Ltd.	13,670	9,010	...	...	...	...	...	...	...	...
4 Jamthumbari Coop. P. & S. S. Ltd.	3,480	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5 Janakalyan S. C. S, Ltd.	9,435	1,975	...	...	9,080	...	...	...	—	—
6 Balaram K B. S. S. Ltd.	...	...	...	...	3,100	...	...	...	...	...
7 Sreeguru S, S. S, S. Ltd.	9,320	600	...	...	...	...	...	...	...	...
8 Janata S. C. S. Ltd,	4,914	1,240	...	...	5,800	...	...	...	...	...
9 Manikbhander S. S. S S. Ltd.	8 130	...	...	...	—	...	...	...	...	...
10 Abhanga S. S, S. S. Ltd.	18,040	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11 Sreedurga S S. S. S. Ltd.	8,145	...	8,285	600	...	...	...	...	...	...
12 Selama Seva S. S. Ltd.	7,650	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13 East Manikbhander S. C. S. Ltd	2,575	...	3,420	980	4,485	...	...	...	...	...
14 Halahali S. S. S. S. Ltd.	...	...	2,210	...	1,950	...	...	...	...	...
15 Singhagarh S. C. S Ltd.	11,380	—	...	...	...	...	...	...	...	...
16 Chulubari S. C. S. Ltd.	4,620	1,000	3,040	...	3,560	...	4,360	...	...	...
17 Baligow S S. S. S, Ltd.	3,930	1,235	...	...	...	...	...	...	...	...
18 Sri Shiba S. C. S, Ltd.	...	...	—	—	2,290	...	4,670	...	...	...
19 Dalai Janakalyan S. S S, S. Ltd.	8,870	—	...	...	...	...	10,590	—	...	...
20 Bhowaliabari Adibashi S. S. S, S. Ltd.	...	...	2,410	...	...	...	2,400	...	...	...
21 Gangacherra Adibashi S. S. S, S. Ltd.	3,440	...	...	...	...	—	2 040	...	...	—
22 Kulai S. S. S. S. Ltd.	9,350	...	14,560	—	13,490	...	16,000	...	—	...
23 Katalutma S, C S Ltd	2,400	...	...	—	8,800	...	...	...	5,755	...
	1,32,589	15,060	37,596	1,580	55,775	...	45,695	...	5,755	...

ANNEXURE—'B'

STATEMENT LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE IN REPLY TO PART (4) OF THE UNSTARRED QUESTION NO. 237

	Name of Sub-Division Co-operative Societies	Amount of loan issued, year-wise (In rupees)									
		1960-61		1961-62		1962-63		1963 64		1964 65(upto Oct.64	
		Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KAILASHAHAR										
1	Vitar Kailashahar L/S. Co-op. Cr. S Ltd.	...	...	6,260	...	...	...	...	...	...	...
2	Fultali M/P Co-op. S. Ltd.	4.050	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	Darlong Community S. S S. S Ltd.	2,000	...	3,710	...	...	...	...	...	...	...
4	Ratiabari S. S. S. S. Ltd.	9,695	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	Janakalyan L/S Cr. S Ltd.	11,005	3,400	...	...	13,260	...	7,020	...	—	—
6	Tillabazar S. S. S. S. Ltd.	4,590	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	Sonaimuri S. S. S. S. Ltd.	15,520	...	...	...	9,080	—	...	...	1,340	...
8	Pabiacherra S. S, S. S. Ltd.	3,72	...	3,720	...	—	...	...	...	...	...
9	Manu Crossing S. S. S, S. Ltd.	4,595	1,300	...	...	...	...	...	...	...	...
10	Nabarun S C S Ltd.	3,110	...	...	...	2,200	...	...	...	...	...
11	Kailashahar Pargana L/S Co-op Cr. S Ltd.	8,880	1,500	1,310	...	...	...	...	...	...	...
12	Chamanu Samabay K B S Ltd.	7,400	...	6,080	...	...	...	—	...	...	...
13	Gakulnagar S. S. S. S, Ltd.	2,950	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	Kanchanbari L/SCo-op. Cr, S Ltd.	...	...	23,920	2,680	...	...	...	...	...	...
15	Manu L/S Co-op. Cr. Socity Ltd.	—	—	6,955	...	7,090	...	...	...	...	...
16	Sonavelley S S S S Ltd.	...	...	4,000	...	4,950	...	...	...	2,480	...
17	Radhanagar S C S Ltd	...	—	4,000	...	4,790	...	...	...	...	...
18	Krishnanagar S C S Ltd.	...	...	5,895	—	9,170	...	8,880	...	...	...
19	Tribal S C S Ltd.	—	—	14,180	2,920	3,025	...	...	—	...	...
20	Durgapur S C S Ltd.	...	...	2,740	...	...	...	...	...	...	...
21	Birchandranagar S S S S Ltd.	...	...	8,270	...	...	—	...	...	...	—
22	Nabagiban S C S Ltd.	...	...	2,950	—	...	...	3,500	...	—	...
23	Khetricherra S. C, S. Ltd.	...	...	3710	—	...	...	...	...	...	...
24	Sayani Kumar S. C. S. Ltd.	...	...	...	...	4,830	—	3,400	...	...	...
		77,875	6,200	97,700	5,600	51,305	...	29,890	...	3,820	...

ANNEXURE—'B'

STATEMENT LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE IN REPLY TO PART (4) OF THE UNSTARRED QUESTION NO. 237

Name of Sub-Division Co-operative Societies	Amount of loan issued, year-wise (In rupees)									
	1960-61		1961-62		1962-63		1963-64		1964-65(upto Oct.64	
	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term	Short Term	Medium Term
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SABROOM										
1 Uttarkalapania S C S Ltd.	2,400	...	3,840	...	...	...	...	...	...	...
2 Sabroom S. S. S, S Ltd.	3,430	—	4,720	...	4,230	...	...	...	...	...
3 Sabroom Co-op C. S Ltd.	20,450	...	...	...	17,140	...	14,850	...	...	...
4 Kaladepa S C S Ltd.	...	...	...	...	1,305	...	2.575	...	...	...
5 Bhoratali S C S Ltd,	4,000	...	7 255	...	...	...	1,545	...	...	...
6 Manu Bakul S C S Ltd.	5,425	...	4,4400	...	...	...	...	...	...	...
7 Sreenagar Krishnanagar S C S Ltd,	3,410	..	...	...	...	...	...	...	...	...
8 Katalcherra S C S Ltd.	3,350	...	4,500	...	...	...	...	...	...	...
	42,465	...	24,815	...	22.675	...	18,970	...	...	...

ANNEXURE—'B'

STATEMENT LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE IN REPLY TO PART (1) OF THE UNSTARRED QUESTION NO. 237

	Name of Sub-Division Co-operative Societies	Amount of loan issued, year-wise (In rupees) 1960-61 Short Term	1960-61 Medium Term	1961-62 Short Term	1961-62 Medium Term	1962-63 Short Term	1962-63 Medium Term	1963-64 Short Term	1963-64 Medium Term	1964-65 (upto Oct 64) Short Term	1964-65 (upto Oct 64) Medium Term
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DHARMANAGAR										
1	Panisagar L/S Coop. Cr. S. Ltd.	3,460	6,400	18,200	...	8,600	7,740	...	...	...	...
2	Bishnupur S S. S. S. Ltd.	6.740	3,005	1,760	1,650	3,530	...	...	...	...	...
3	United S. C. S. Ltd	4,060	...	4,055	...	1,660	840	2,590	...	...	...
4	Ragna P M K R S Ltd	2,420	..	...	...	...	...	...	...	...	...
5	Janamangal L/S Coop. Cr. S Ltd.	...	...	11,800	1.030	27,380	...	...	...	...	...
6	Gabindapur L/S. Coop Cr, S Ltd.	12,160	...	11,460	4,590	...	...	...	...	...	...
7	Pallimangal L/S Coop, Cr. S. Ltd	5,398	3,650	4,960	3,570	13,930	...	...	...	...	...
8	Kameswargow S. S. S, S. Ltd,	—	...	2,325	...	—	...	1,610	...	...	...
9	Halflong K R S. S. Ltd	...	...	1,850	...	...	...	—	...	...	...
10	Swasti S S Ltd.	...	...	6,200	...	...	...	...	...	...	...
11	Hurua K R S S Ltd.	...	...	1,650	...	2,824	...	...	...	...	...
12	Dhanicherra S C S Ltd	...	...	6,415	1,550	8,900	...	...	...	...	...
13	Kanchanpur Adibashi S. S. S. S. Ltd.	3.394	...	7,280	...	...	...	11 070	...	...	...
14	Pachartal Coop. P & S. S Ltd.	...	...	9,970	1 100	...	...	...	...	...	...
15	Nabicherra S C S Ltd.	...	...	...	...	6,905	...	...	...	...	...
16	Anandabazas S C S Ltd.	...	...	...	...	1,540	...	3,300	...	...	...
17	Vittar Masmara S C S Ltd.	...	...	...	...	...	...	7,295	...	11,380	...
18	Damcherra P & S S Ltd.	...	...	...	...	...	...	2,910	...	...	...
19	Janakalyan S C S Ltd.	—	...	...	...	...	...	2,480	—	...	...
20	Andharcherra Tribal S C S Ltd.	...	...	...	...	...	...	4,290	...	...	...
21	Janasangha S C S Ltd.		...	...	...	...	...	2,350	...	...	...
22	Bhatimasmara S S S S Ltd.	4,750	...	...	—	...	...	3,740	...	...	...
23	Tuisama S C S Ltd.	...	...	...	...	...	...	3,780	...	...	...
24	Jalabasha L/S. Co-op. Cr. S. Ltd.	16,754	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	Friends S. S. S. S. Ltd.	7,774	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		66,910	13,055	90,925	12,390	75.269	1,940	53,155	...	11,380	...